তত্ত্ব-সংহিতা।

(সৃষ্টিতত্ত্ব ও চতুরাশ্রম নিরূপণং

স্বধর্ম্মপরায়ণ

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাবিনোদেন

সঙ্কলিতা যুক্তিপ্রমাণাদিভিরলঙ্কৃতা চ।

একএব সুহৃদ্ধর্ম্মঃ নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমংনাশং সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বিদ্যাভূষণেন

সংশোধিতা।

বিডনষ্ট্রীটস্থ দ্বাবিংশতি সংখ্যক ভরদ্বাজাশ্রমাৎ
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েন
প্রকাশিতা।

মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

পরিলক্ষিত হয়, তবে নিজগুণে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন, অথবা প্রকাশককে অবগত করাইলে প্রকাশক তাঁহাদের নিকট চিরঋণী থাকিবেন। মৎসংগৃহীত এই গ্রন্থদ্বারা যদি সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয় তবে আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে আমার এই তন্ত্র-সংহিতা সংশোধন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

ভরদ্বাজাশ্রম,
২২ নং বিডনষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
আশ্বিন ১৩১৭ সাল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিদ্যাবিনোদস্য।

তত্ত্ব-সংহিতা।

প্রথম স্তবকঃ।

সৃষ্টি-প্রকরণং।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কারণীভূত অনাদি অনন্ত ও সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারী ভগবান-বাসুদেবকে নমস্কার।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ॥
সদক্ষরং ব্রহ্ম যঃ ঈশ্বরঃ পুমান্।
গুণোর্ম্মি সৃষ্টি স্থিতি কাল সংলয়ঃ॥
প্রধান বুদ্ধ্যাদি জগৎ প্রপঞ্চসূঃ।
সনোঽস্তু বিষ্ণুর্ম্মতি ভূতিমুক্তিদঃ॥

হে কমললোচন! তুমি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং তুমি জগৎ-প্রসূ, অতএব তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! তুমিই মহাপুরুষ এবং সৃষ্টিকালের পূর্ব্বে তুমিই স্বতঃ প্রকাশ, অতএব তোমাকে

নমস্কার। যিনি সৎ ও নিত্যনিরঞ্জন, যিনি অব্যয় নির্ব্বিকার ব্রহ্ম, যিনি জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে সমর্থ, যিনি সতত চৈতন্যস্বরূপ পরম-পুরুষ এবং গুণত্রয়ের ক্ষোভ * নিমিত্ত যাঁহাতে সৃষ্ট্যাদির আরোপ হইতে পারে, যিনি মহত্তত্ত্ব অহংতত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় † পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চীকৃত ভূতাদিরূপ জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমাদিগকে ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি প্রদান করুন।

এই নিয়ত পরিদৃশ্যমানা পরমসুষমাময়ী নয়নাভিরামা ধরিত্রী অবলোকন করিয়া অন্তঃকরণ অবিশ্রান্ত সুবিমল আনন্দরসে আপ্লুত ও অপার বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। কোথাও অভ্রভেদী চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ গগনতল ভেদ করিয়া আরও উচ্চমার্গে অধিরোহণ করিবার জন্য মস্তক উত্তোলন করিতেছে, কোথাও অতলস্পর্শী গভীর জলধি নিয়ত ভীষণ জলজন্তুর আবাসক্ষেত্র হইয়া দর্শকের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া দিতেছে, কোথাও সুবিস্তৃত শস্পরাজি-পরিপূর্ণ শ্যামল প্রান্তর, কোথাও অপার বালুকারাশি-পরিপূর্ণ মরুভূমি, কোথাও নানাবিধ কুসুমাকীর্ণ-নিকুঞ্জবিহারিণী-বনবিহঙ্গীর

* ক্ষোভ শব্দে ন্যূনাধিক্যতা, অর্থাৎ যে সন্দর্ভে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ থাকে তাহার তারতম্য—এই প্রকার বলিতে হইবে।

† কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ, হস্ত, পদ, শিশ্ন, গুহ্য ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা,এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়; এবং মুখ,হস্ত, পদ, শিশ্ন, ও গুহ্য এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সমূহ মনকে আশ্রয় করিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া মনকে উভয়েন্দ্রিয় বলে।

সুমধুর কলধ্বনি-পরিপূরিত বনরাজি, কোথাও ভীষণ আরণ্য-জন্তুর হৃদয়বিদারী ভয়াবহ শব্দ-সমাকীর্ণ মহারণ্যরাজি, কোথাও সৌধরাজি-পরিশোভিত বহুজনসেবিত নগরী, আবার কোথাও জনমানবশূন্য ফেরুপাল-পরিসঙ্কুল শ্মশানক্ষেত্র—এই সকল অব-লোকন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শিষ্য সমীপস্থ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "প্রভো! ইহার নিদান কি? এই সমস্ত পদার্থ কি চিরদিনই সমভাবে আছে? অথবা ইহাদের কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে? কিম্বা এই সমস্ত সতত নিরীক্ষ্যমান পদার্থনিচয় এই ভাবে চিরকাল অবস্থান করিতেছে? অথবা কোথা হইতেই বা ইহার উৎপত্তি হইল—অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিয়া চরিতার্থ করুন।" গুরুদেব অন্তেবাসী তাঁহার শিষ্যের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি অতি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে ভগবান-মনুর নিকট মরীচ্যাদি ঋষিগণ এই প্রকার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদনন্তর ভগবান-মনু তাঁহাদিগকে যেরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আমি তোমাকে সেই সমস্ত সবিস্তারে বলিতেছি তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।"

গুরু। আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাত মলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান ব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥

যো হসাবতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোহব্যক্ত সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতো ময়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥

এই নিখিল বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন * ছিল। তৎকালে কোন পদার্থ বিদ্যমান ছিল না, থাকিলেও কোনরূপ কল্পনা-সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইবার উপায় ছিল না; তর্ক ও মীমাংসার বহির্ভূত হইয়া সর্ব্বতোভাবে দুর্জ্ঞেয় ছিল। এইরূপে বহুসহস্র বৎসর অতীত হইলে, অননুভবনীয় লোকাতীত ভগবান-স্বয়ম্ভু, মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া এই বিশ্বসংসারকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া, সেই নিবিড় তমোরাশি ধ্বংস করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। যিনি অব্যক্ত অচিন্তনীয় এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, সেই সনাতন-বিষ্ণু স্বয়ং সর্ব্ব-প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। পরে তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন।

শিষ্য। প্রভো! যিনি অপ্রত্যক্ষীভূত অতীন্দ্রিয়, তিনি কিরূপে শরীরাকারে পরিণত হইলেন? এবং যিনি অতি সূক্ষ্ম, তাঁহা হইতে কিরূপেই বা অন্যান্য প্রাণীর উদ্ভব হইল?

গুরু। বৎস! যিনি ইচ্ছাময়, যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সর্ব্ব-বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইলেও

---

* তমস্ শব্দে এখানে অন্ধকার বুঝিতে হইবে না। বিশ্ববীজ মায়াশক্তি তাহাতে লীন ছিল, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

তাঁহাতেই সমস্ত বিষয় লীন হইয়া থাকে; আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলেই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ভগবান-মনু বলিয়াছেন যথা :—

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি॥

যখন সেই ব্রহ্ম জাগ্রত অবস্থায় অবস্থিতি করেন, তখন এই জগৎ চেষ্টান্বিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই জগৎ সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারা আলোড়িত হইয়া থাকে। যখন সুষুপ্তি অবস্থায় অর্থাৎ নির্লিপ্ত অবস্থায় থাকেন তখন জগৎও ক্রিয়াশূন্য অবস্থা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা মনু :—

তস্মিন স্বপিতিতু স্বস্থে কর্ম্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।
স্বকর্ম্মভ্যোনিবর্ত্তন্তে মনশ্চ গ্লানিমৃচ্ছতি॥
যুগপৎ তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্নিহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্ব্বিতঃ॥

ভগবান যখন নির্লিপ্ত ভাবে আপনাতে আপনি অবস্থিত থাকেন, তখন স্ব স্ব কর্ম্মভোগানুসারে শরীরিগণও স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের মনও ইন্দ্রিয়াদিসহ লীনভাবে অবস্থিতি করে, তখন তিনি বিরাম উপভোগ করেন। বৎস! তবেই দেখ, কোন পদার্থই তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই পুনরুদ্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। তিনি প্রজাসৃষ্টির

মানসে সর্ব্বপ্রথমে জলের * সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে ভগবান-মনু বলিয়াছেন ঃ—

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ,
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্;
তস্মিন যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোক পিতামহঃ॥

জলের সৃষ্টি করিয়া সহস্রাংশুসমপ্রভ জ্যোতিষ্মান নিজবীর্য্য † তাঁহাতে পরিক্ষিপ্ত করেন, তাহাই অণ্ডাকারে পরিণত হইলে সেই অণ্ড হইতে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার উদ্ভব হইল। ভগবান-ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে সংবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যথা ঃ—

তস্মিন্নণ্ডে সভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥

হিমালয়বাসী মুনিগণ ভগবান-সূত সমীপে আগমন করিয়া অভিবাদন পুরঃসর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মুনিশার্দ্দূল! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের কিরূপ আকার ছিল, এবং সর্ব্বপ্রথমেই বা কাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আপনার নিকট সমুপস্থিত হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার

* এ জল স্থূলজল নহে। অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম মহাভূত—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

† ইহা বীর্য্য নহে। বীজ স্থূল হইবার মূল কারণ।

অমৃতনিঃস্যন্দী বাক্যসুধা দ্বারা আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে ভগবান-সূত সুবিদিগকে বলিলেন, হে দ্বিজগণ! অদ্য আপনাদিগকে আমি সৃষ্টি বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ করুন।”

স্রষ্টেষু প্রলয়াদূর্দ্ধং নাসীৎ কিঞ্চিৎ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞ মভূদেকং জ্যোতির্ব্বৈ সর্ব্বকারকম্॥
নিত্যং নিরঞ্জনং শান্তং নির্গুণং নিত্য নির্ম্মলম্।
আনন্দস্য পুরং স্বচ্ছং যং কাঙ্ক্ষন্তি মুমুক্ষবঃ॥
সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞান রূপত্বাদনন্তমজমব্যয়ম্।
অবিনাশি সদা স্বচ্ছমচ্যুতং ব্যাপকংমহৎ॥
সর্গকালে তু সংপ্রাপ্তে জ্ঞাত্বা তং জ্ঞানরূপকম্।
আত্মলীনং বিকারঞ্চ তৎ স্রষ্টুমুপচক্রমে॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পদার্থই বিদ্যমান ছিল না। অনন্তর ব্রহ্ম নামে সর্ব্বসৃষ্টিকারক এক জ্যোতিঃপদার্থ উদ্ভূত হইল, ঐ জ্যোতিঃপদার্থ নিত্যনিরঞ্জন, শান্ত, নির্গুণ, নিত্যনির্ম্মল, আনন্দনিকেতন, স্বচ্ছ এবং সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, অজ, অব্যয়, অবিনাশী, অচ্যুত, ব্যাপক ও মহৎ। মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা এই ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ এবং বিকারগর্ভ জানিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পদ্মপুরাণের উক্ত বচনপ্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায় যে পরমব্রহ্মই সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিলেন, এবং তিনিই এই জগৎ-

প্রপঞ্চের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে মনুর মতের সহিত অনৈক্য হইল না। মুণ্ডকোপনিষদেও যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতেও ব্রহ্মই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যথা :—

ব্রহ্মাদেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্ত কর্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা।

ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রথমেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনিই বিশ্বস্রষ্টা ও ভুবনপ্রতিপালক।

যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকং।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥

যিনি সৃষ্টপদার্থমাত্রেরই কারণ, যিনি অব্যক্ত নিত্য এবং সদসদাত্মক, সেই পরমপুরুষ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়াই লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মা বলিয়া থাকে।

ভগবান লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রাহ্ম্যমানের সংবৎসরকাল অণ্ডমধ্যে অবস্থিতি করিয়া আত্মগত ধ্যানবলে (অর্থাৎ এই অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হউক এই প্রকার ইচ্ছা করিবামাত্র) সেই অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করিয়া উর্দ্ধার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গখণ্ড ও নিম্নার্দ্ধ দ্বারা পৃথিব্যাদির সৃষ্টি করিলেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টৌ বপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥
উদ্ববর্হাত্মন শ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্॥

খণ্ডদ্বয়-বিভক্ত অণ্ডের প্রথমার্দ্ধ দ্বারা স্বর্গ ও নিম্নার্দ্ধ দ্বারা

পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র-সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি-ব্রহ্মা সদসদাত্মক মনের সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তক অহঙ্কার-তত্ত্বের পরিস্ফুরণ করিলেন।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে ব্রাহ্ম্যমানের সংবৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া তাহা হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্ম্যমান কাহাকে বলে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া চরিতার্থ করুন।

গুরু। কাষ্ঠাঃ পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম।
কাষ্ঠাস্ত্রিংশৎ কলা তাস্তু ত্রিংশৎ মৌহুর্ত্তিকো বিধিঃ॥
তাবৎ সংখ্যৈরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্ম্মানুষং স্মৃতম্।
অহোরাত্রানি তাবন্তি মাসঃ পক্ষ দ্বয়াত্মকঃ॥
তৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রি র্দেবানামুত্তরং দিনম্॥
দিব্যৈর্ব্বর্ষ সহস্রৈস্তু কৃতং ত্রেতাদি সংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্ বিভাগং নিবোধমে॥
চত্বারিত্রীণি দ্বেচৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্॥
প্রোচ্যতেতৎ সহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে॥ বি-পু

একবারমাত্র অক্ষিপক্ষ্ম-স্পন্দনের নাম এক নিমেষ, এইরূপে পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্যের এক দিবারাত্রি, ত্রিংশৎ

দিবারাত্রিতে এক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন, (দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন ভেদে অয়ন দুই প্রকার) দুই অয়নে এক বৎসর। উত্তরায়ন দেবতাগণের দিবস ও দক্ষিণায়ন রাত্রি। দেবতাদিগের দ্বাদশসহস্র বর্ষে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগ হয়। এই যুগচতুষ্টয়ের সহস্র সংখ্যায় হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ ব্রহ্মার এক দিবস হয়। বৎস! এইরূপ ভাবে গণনা করিয়া একবৎসর-কাল ভগবান-ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রভো! অহঙ্কার-তত্ত্বের সৃষ্টি কি নিমিত্ত করিলেন?

গুরু। বৎস! অহং অর্থাৎ আমি ইত্যাকার অভিমানাত্মিক জ্ঞানোদয় না হইলে জীব সংসারে লিপ্ত হইবে না, যতক্ষণ জীবের অহংজ্ঞান থাকে ততক্ষণ সে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় না। সৃষ্টির প্রথমেই যদি জীব নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, তবে এই সৃষ্টি-প্রবাহ প্রচলিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত অহংতত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন।

শিষ্য। প্রভো! মনকে সদসদাত্মক বলা হইল কি জন্য?

গুরু। বৎস! মন সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের আধার হয় বলিয়া সৎ এবং অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অসৎ বলিয়া উক্ত হয়।

শিষ্য। প্রভো! অহংতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার পর কি করিলেন, তাহা সবিস্তার বলুন।

গুরু। মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বানি ত্রিগুণানি চ।
বিষয়ানাং গ্রহীতৄণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ানি চ॥

তেষাত্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মানষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্ম মাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥ মনু।

অহঙ্কার-তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর বিষয়গ্রহণক্ষম ইন্দ্রিয়াদি ও জীবাদির সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু অহঙ্কার-তত্ত্বের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সাঙ্খ্যদর্শনে লিখিত আছে:—

গুণ ক্ষোভে জায়মানে মহত্তত্ত্বোঽজায়ত।

সত্ব রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ অর্থাৎ ন্যূনাধিক্য হইলে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অনন্তর অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র * এই ছয়টীর সূক্ষ্মতম অবয়বকে ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া দেব মনুষ্য এবং তির্য্যগাদি সমুদায় জীবের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কার-তত্ত্বের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ কথা পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যথা:—

সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধামহান্।
প্রধানত্বেন সমংত্বচা বীজ মিবাবৃতম্॥
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্বাদজায়ত॥

পরমব্রহ্মের সম্বন্ধবিশেষে প্রকৃতি † কার্য্যোন্মুখী হইলে

---

* তন্মাত্র শব্দে তদীয় সূক্ষ্ম অংশ। যথা:—শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র রস-তন্মাত্র এবং গন্ধ-তন্মাত্র।

† সত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ সত্ব রজঃ তমোগুণের অবিকারী অবস্থাই প্রকৃতি, অর্থাৎ যখন সত্ব রজঃ তমো এই গুণত্রয়ের মধ্যে সকলগুলিই

মহান্ অথবা মহত্তত্ত্ব উদ্ভূত হইল। সেই মহত্তত্ত্ব সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক * তৈজস তামস এই তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হয়।

ভূতেন্দ্রিয়ানাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্মান্মহামুনে।
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ॥
ভূতাদিস্তু বিকুর্ব্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দ তন্মাত্রাদাকাশং শব্দ লক্ষণম্॥
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ।
আকাশস্তু বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জহ॥
বলবানভবদ্বায়ুস্তস্য স্পর্শোগুণোমতঃ।
আকাশং শব্দমাত্রস্তু স্পর্শমাত্রং সমাবৃণোৎ॥
ততো বায়ুর্ব্বিকুর্ব্বাণো রূপ মাত্রং সসর্জ্জহ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপ গুণমুচ্যতে॥
স্পর্শ মাত্রস্তবৈ বায়ু রূপ মাত্রং সমাবৃণোৎ।
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জহ॥

সমান ভাবে থাকে, বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তখন তাহাকেই প্রকৃতি বলে; এই প্রকৃতি মূল, এবং অবিকৃতি। প্রকৃতপক্ষে এস্থানে প্রধানা প্রকৃতি উদ্ভূতা হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে "এই উৎপত্তি" সামান্য বা স্থূল উৎপত্তি নহে, পরন্তু কার্য্যোন্মুখী হয়, এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন ধান্যাদির বীজ অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ স্থূল ভাবাপন্ন হয়, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে।

* বৈকারিক, তৈজস, ভূতাদি এইগুলি সংজ্ঞা, অর্থাৎ বৃক্ষাদির যেমন বৃক্ষ সংজ্ঞা, মনুষ্যের মনুষ্য সংজ্ঞা, সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ॥
বিকুর্ব্বাণি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
তস্মাজ্জাতা মহীচেয়ং সর্ব্বভূতগুণাধিকা॥

বৎস! মহত্তত্ত্ব যেরূপ মূলপ্রকৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সমাচ্ছাদিত থাকে, তদ্রূপ ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের কারণীভূত ত্রিগুণাশ্রয় অহঙ্কারতত্ত্বও মহত্তত্ত্ব কর্ত্তৃক সমাবৃত হইয়া থাকে। তদনন্তর ভূতাদি * অর্থাৎ তামস-অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দতন্মাত্রে পরিণত হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ-বিশিষ্ট আকাশের উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র † ও আকাশ ‡ সৃষ্ট হইলে তামস-অহ-

* তামসের অন্য সংজ্ঞা ভূতাদি।

† তাৎপর্য্য এই যে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি একের কারণ এবং অন্যের কার্য্য। অর্থাৎ ইহারা প্রকৃতিও বটে এবং বিকৃতিও বটে। পঞ্চ-তন্মাত্র পঞ্চ-স্থূল-ভূতের উপাদান কারণ এবং অহঙ্কারের কার্য্য।

সেই পঞ্চতন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ বায়ু তেজ জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। যথা শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণযুক্ত আকাশ উৎপন্ন হয়।

শব্দতন্মাত্র-সংযুক্ত স্পর্শতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হয় এবং শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র-সংযুক্ত রূপতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপ-গুণযুক্ত তেজ উৎপন্ন হয়। শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র ও রূপতন্মাত্রসংযুক্ত রসতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরসযুক্ত অপ্ এবং শব্দতন্মাত্র স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্র ও রসতন্মাত্র সহকারে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শরূপরস-গন্ধগুণযুক্ত পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

‡ আকাশ শব্দে স্থূল আকাশ।

ঙ্কার কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়। আবার আকাশ বিকৃত হইয়া স্পর্শ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। সেই স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণ-সম্পন্ন বলবান বায়ুর সৃষ্টি হয়। তখন শব্দ-গুণ-সম্পন্ন আকাশ, স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট বায়ুকে ব্যাপিয়া রহিল। তদনন্তর বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ-তন্মাত্রের সৃষ্টি হয়। রূপ-বিশিষ্ট তেজঃপদার্থ স্পর্শ-বিশিষ্ট বায়ু-কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর জ্যোতিঃপদার্থ বিকৃত হইয়া রস-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহাতেই রসাধার সলিলের সৃষ্টি হয়। তখন রস-বিশিষ্ট সলিলও রূপবান-তেজঃ কর্ত্তৃক সমাবৃত হইল। তদনন্তর জল বিকৃত হইয়া গন্ধ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। ঐ গন্ধ-তন্মাত্র হইতে গন্ধ-বিশিষ্ট কাঠিন্যযুক্ত সর্ব্ব-গুণের সমষ্টি-স্বরূপ পার্থিব পদার্থ উদ্ভূত হইল।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত আছে :—

"তস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ।
বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী॥

আত্মা অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি সমুদ্ভাসিত-ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপন্ন হইয়াছে। প্রজাপতি-ব্রহ্মা এই প্রকারে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উক্ত পঞ্চ-মহাভূত ও অহঙ্কার-তত্ত্বের যোজনা করিয়া মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় ভূতের সৃষ্টি করিলেন।

মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চমহাভূত এই সাতটী, পরম-পুরুষ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহাদিগকে পুরুষ বলে।

উহাদিগের শরীর-সম্পাদক যে অতি সূক্ষ্ম অবয়ব অথবা তন্মাত্র, তাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে।

তেষাম্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্ম মাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥
যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তমস্যাশ্রয়ন্তিষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহু স্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥

শিষ্য। গুরুদেব! তন্মাত্র কাহাকে কহে?

গুরু। বৎস! তন্মাত্র শব্দে তদীয় অতি সূক্ষ্মাংশ।

তস্মিং স্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাত্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি বিশেষাঃ ক্রমশোপরাঃ॥ (প-পু)

ক্ষিত্যাদিভূতপদার্থ তত্তৎ ভূতে অতি সূক্ষ্মরূপে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ থাকে বলিয়া তাহার নাম তন্মাত্র।

অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে ঋষিপ্রবর পিপ্পলাদ ভৃগুনন্দন বৈদর্ভিকে বলিয়াছেন :—

অস্মৈ স হোবাচাকাশো হবা এষ দেবো বায়ু
রগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ।

আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ-মহাভূতই শরীরের উৎপত্তির কারণ। বাক্ পানি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ ও মন এই সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয় উক্ত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লোকপিতামহ-ব্রহ্মা সকলের নাম অর্থাৎ মনুষ্যজাতির মনুষ্য, গোজাতির গো ইত্যাদিরূপে তাহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যাহার যে কার্য্য বিধি-

বোধিত, তাহাও তিনি পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ভগবান-মনু বলিয়াছেনঃ—

সর্ব্বেষান্তু সনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং॥

পিতামহ-ব্রহ্মা বেদানুমোদিত সকলের পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ও কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।

তদনন্তর সর্ব্বজ্ঞ পিতামহ-ব্রহ্মা,কর্ম্মাঙ্গভূতদেবগণ ও দেহধারী-ইন্দ্রাদিদেবগণ, সাধ্যনামক সূক্ষ্মদেবসমূহ এবং জ্যোতিষ্টোমাদি সনাতন যজ্ঞসকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মই জীবের কারণ। তবে শব্দজ্ঞান না থাকিলে কোনরূপ সৃষ্টি করা যায় না। সুতরাং শব্দও সৃষ্টির অন্যতর কারণ, তবে জগতের সৃষ্টির প্রতি ব্রহ্ম যদ্রূপ কারণ, শব্দ তদ্রূপ কারণ নহে। ব্রহ্ম উপাদান কারণ, শব্দ ব্যবহার-ব্যঞ্জক নিমিত্ত কারণ। যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, সমস্তই শব্দ-পূর্ব্বক-সৃষ্ট। অগ্রে শব্দ, পশ্চাৎ সৃষ্টি। ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রত্যক্ষ—শ্রুতি, অনুমান—স্মৃতি। শ্রুতি নিরপেক্ষ প্রমাণ, অর্থাৎ সত্যজ্ঞান উৎপাদনে অন্যের প্রতীক্ষা করে না; সেই কারণে শ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া গণ্য। অনুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক, স্মৃতিও তেমনি শ্রুতিমূলক; সেই নিমিত্ত স্মৃতির অন্য নাম অনুমান। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই শব্দপূর্ব্বিকা। শ্রুতি যথা :—

এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি, পিতৃংস্তিরঃ পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ। তথাঽন্যত্রাপি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদিত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দ পূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে ॥

প্রজাপতি "এতে" এই শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক দেবতার, "অসৃগ্রং" শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের, "ইন্দবঃ" শব্দউচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃগণের, "তিরঃ পবিত্রং" শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রহগণের, "আসবঃ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্রের, "বিশ্বান্" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক "শস্ত্রের" এবং "অভিসৌভগ" শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক অন্যান্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। *

প্রজাপতি মনের দ্বারা বাক্যরূপ মিথুন (বাক্য—বেদবাক্য, মিথুন—যুগল অর্থাৎ অর্থযুক্ত বেদবাক্য) হইয়াছিলেন। উক্ত শ্রুতিতেও শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। এই কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা :—

* "এতে" অর্থাৎ এই শব্দটী সর্ব্বনাম শব্দ, এ শব্দটী বেদমন্ত্রে আছে এবং ইহা দেবতা অর্থের স্মারক। "অসৃগ্রং" অসৃক্ শব্দে রুধির, রুধির প্রধান দেহে রমমান জীব। "অসৃগ্র," এই কথাটীও বেদমন্ত্রে আছে এবং ইহা মনুষ্য জীবের স্মারক। "ইন্দব" ইন্দু শব্দে চন্দ্র তৎস্থ জীব "পিতৃ", সুতরাং বেদ মন্ত্রোক্ত ইন্দব শব্দ পিতৃলোকের স্মারক। "তিরঃ পবিত্রং" পবিত্র শব্দে সোম, তাহার তিরস্কর্ত্তা গ্রহ, এ বিধায় ইহা গ্রহের স্মারক। "স্তোত্র" বৈদিক গান বিশেষ, ইহার স্মারক বা বোধক আসব। "শস্ত্র" দেবগণের স্তুতিমন্ত্র, ইহা অনুষ্ঠানে প্রবিষ্ট আছে, অর্থাৎ ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রে ব্যবহার হইয়া থাকে, এজন্য ইহার স্মারক শব্দ বিশ্ব।

অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥

স্বয়ম্ভু প্রথমে উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বাণী হইতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে।

নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বর ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ সনামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥

স্বয়ম্ভূ সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দ স্মরণ করিয়া, (অর্থাৎ ভূতাদির সৃষ্টি করিব এইরূপ মানস করিয়া) ভূত সমূহের নামের রূপের ও কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ভূত সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম কর্ম্ম ও অবস্থা বেদশব্দ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

অপিচ চিকীর্ষিতমর্থমনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থ মনুতিষ্ঠতীতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দাঃ মনসি প্রাদুর্ব্বভুবুঃ পশ্চাতদনুগতানর্থান্ সসর্জ্জেতি গম্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ—

"স ভূরিতি ব্যাহরণ ভূমিমসৃজত,"।

ইত্যেবমাদিকা ভূরাদি শব্দেভ্যএবমনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদীন্, লোকান সৃষ্টান্ দর্শয়ন্তি।

• যিনি যে কোন বস্তু প্রস্তুত করেন, বা করিতে অভিলাষ

করেন, সকলকেই আগে তাহার বাচক শব্দ মনে করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন। শব্দ ও অর্থ মনে না আসিলে কেহই কিছু প্রস্তুত করিতে পারেন না। লৌকিক প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কেহ ঘট প্রস্তুত করিতে যান, তবে ঘট পদার্থ কি, এই প্রকার দ্রব্যের উপলব্ধি এবং ঘটের শব্দজ্ঞান তাঁহার মনে উদয় হওয়া প্রয়োজন হয়, পরে অর্থজ্ঞান, অনন্তর অবয়ব স্মরণ, এই সমস্ত না হইলে ঘট নির্ম্মাণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ।

অতএব ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মনেও অস্মদাদির ন্যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল।

শ্রুতিতেও উক্ত আছে যথা ঃ—

"প্রজাপতি" "ভূঃ"।

এই স্বার্থ শব্দ স্মরণ ও উচ্চারণ পূর্ব্বক ভূলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পঞ্চভূত হইতে এই স্থূল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যথা ঃ—

পঞ্চেমানি মহাপ্রাজ্ঞা মহাভূতানি সংগ্রহাৎ।
জগতীস্থানি সর্ব্বানি সামান্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
বর্ত্তন্তে সর্ব্বলোকেষু যেষু ভূতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অন্যোন্যে নাতিবর্ত্তন্তে সাম্যং ভবতি বৈতদা॥
যদাতু বিষমী ভাব মাবিশন্তি পরস্পরম্।
তদা দেহৈঃ দেহবন্তো ব্যতিরোহন্তিনান্যথা॥

আনুপূর্ব্ব্যা বিনশ্যন্তি জায়ন্তে চানুপূর্ব্বশঃ।
সর্ব্বাণ্যপরিমেয়ানি তদেষাং রূপমৈশ্বরম্ ॥

তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞব্যক্তিরা বলেন, পঞ্চভূতই ন্যূনাধিক ভাবে পরস্পরানুপ্রবিষ্ট বা সংযুক্ত হওয়ায় এই জগতের সমুদায় বস্তু, রূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ রূপ-বিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; এইপঞ্চভূতেই সমস্ত প্রাণী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন এই সকল ভূতনিষ্ঠগুণ পরস্পরকে অতিক্রম না করে, তখনই তাহারা সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর যখন উঁহারা বিষমভাব প্রাপ্ত হয়, তখন দেহীদিগেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

যত্র যত্র হি দৃশ্যন্তে ধাবন্তি পাঞ্চভৌতিকাঃ।
তেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমানাণি প্রচক্ষতে ॥ মনু।

যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর সর্ব্বত্রই পাঞ্চভৌতিক পদার্থনিচয় ইতস্তত ধাবিত হইতেছে। মনুষ্যগণ তর্কোপন্যাস দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! যদ্যপি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চভূত অথবা পঞ্চভূতের বিকার, তবে কামাদির সৃষ্টি কি নিমিত্ত?

গুরু। বৎস! ভগবান নিরর্থক কোন বিষয়ই সৃষ্টি করেন নাই, প্রত্যেক পদার্থেরই স্বার্থকতা আছে।
ভগবান-মনু বলিয়াছেন:—

তপো বাচং রতিঞ্চৈব কামঞ্চ ক্রোধ মেবচ।
সৃষ্টিং সসর্জ্জ চৈবেমাং স্রষ্টুমিচ্ছন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥

কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌব্যবেচয়ৎ।
দ্বন্দ্বৈরয়োজয়চ্চেমাঃ সুখ দুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ॥
অণ্ব্যো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনু পূর্ব্বশঃ॥

ভগবান প্রজা সৃষ্টির অভিলাষে তপস্যা, বাক্য, চিত্তের পরিতোষ, কাম এবং ক্রোধ উৎপাদন করিলেন, এবং কর্ম্মের বিভাগ জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। এই কর্ম্ম দুই প্রকার ঃ—ধর্ম্মার্হ কর্ম্ম আর ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম। যে কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্ম হয় তাহাই ধর্ম্মার্হ এবং যাহা দ্বারা অধর্ম্ম হয় তাহাই ধর্ম্ম-বিগর্হিত। যেমন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ হয়, ইহা ধর্ম্মার্হ কর্ম্ম, এবং ব্রহ্মহত্যা করিলে নরকভোগ হয়, ইহা ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম। প্রাণিগণের মধ্যে সুখ ও দুঃখ দ্বন্দ্ব * ভাবে সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। সূক্ষ্ম ও পরিণামী † পঞ্চ-তন্মাত্রার সহিত এই সমুদায় সৃষ্টপদার্থ আনুপূর্ব্বি-ক্রমে ‡ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে স্থূলতর ক্রমে সৃষ্টি করিলেন।

* তাৎপর্য্য এই যে প্রাণিসমূহ কখন কখন সুখের অধিকারী এবং কখন কখন দুঃখভাগী হইবে। নিরন্তর দুখঃ বা সুখভোগ ঘটে না, এই রূপ বুঝিতে হইবে।

† রূপতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্রার পরিণাম অর্থাৎ ইহাদের পরিবর্ত্তন ব্যতীত স্থূল পদার্থ হয় না, এই জন্য ইহাদিগকে "পরিণামী" বলা হইয়াছে।

‡ আনুপূর্ব্বিক্রমে অর্থাৎ প্রথমে সূক্ষ্ম জগৎ তদনন্তর স্থূল জগতের সৃষ্টি করিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! কর্ম্মসকলের সৃষ্টি করিয়া যে সকল প্রাণিগণের মধ্যে ঐ সকল কর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন, তাহারা কি পুনঃ পুনঃ একই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে?

গুরু। বৎস! তিনি যাহার নিমিত্ত যে কর্ম্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সেই কর্ম্মই করিবে, তদ্বিষয়ে ভগবান-মনু বলিয়াছেন। যথা :—

যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন স ন্যাযুঙ্‌ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্‌যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥
যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥

প্রজাপতি সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় যে জাতির নিমিত্ত যে কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, সেই জাতি পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইলেও সেই কর্ম্মই করিবে। যেমন ব্যাঘ্রজাতির কর্ম্ম—প্রাণিহিংসা, (ঈশ্বর কর্ত্তৃক ইহা প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) অতএব যতবার ব্যাঘ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে ততবারই প্রাণিবধ কর্ম্ম করিবে। হিংসা অহিংসা মৃদুতা ক্রূরতা ধর্ম্ম অধর্ম্ম সত্য এবং মিথ্যা যাহার যে গুণ সৃষ্টিকালে বিধান করিয়া দিয়াছেন, পরিণামেও তাহাতে সেইগুণ প্রবেশ করিবে। ঋতু সমাগম হইলে আপনাপনি যেমন তত্তৎ ঋতুচিহ্ন প্রকাশিত হইয়া থাকে, গুণসমূহও সেইরূপ যথাকালে আপনাপনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া তত্তৎ জীবগণকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

ভগবান পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখ আছে। যথা :—

নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতাস্ততস্তে সংহতিংবিনা।
নাশক্নুবন্‌ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ॥
সমেত্যান্যোন্য সংযোগং পরস্পর সমাশ্রয়াঃ।
এক সঙ্ঘাত লক্ষাশ্চ সংপ্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ॥
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তাহ্যনন্ত মুৎপাদয়ন্তি তে॥
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্ত জলবুদ্‌বুদবৎ সমম্‌।
ভূতেভ্যোঽস্তং মহাবুদ্ধে! বৃহৎতদুদকেশয়ম্‌॥
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থাপনমুত্তমম্‌।
তত্রাব্যক্ত স্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ॥
বিষ্ণুর্ব্রহ্ম স্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ॥

গুণ সমূহ পৃথক্‌ পৃথক্‌ সৃষ্ট হইয়া পরস্পর সংহতি অর্থাৎ অন্যকে আশ্রয় না করিয়া ভূতান্তরের সৃষ্টি করিতে পারে না, এই নিমিত্ত আকাশ বায়ু তেজ সলিল পৃথিবী এই পঞ্চভূত ক্রমান্বয়ে কার্য্য গুণ ও কারণগুণসম্পন্ন অর্থাৎ ইহারা পরস্পর একের কার্য্য ও অন্যের কারণ হইয়া থাকে। তামস-অহঙ্কার বিকৃত হইয়া শব্দ-তন্মাত্রের উৎপাদন করিল, শব্দ তন্মাত্র হইতে শব্দ-গুণ বিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি হইল, আবার আকাশ বিকৃত হইয়া স্পর্শ-তন্মাত্র উৎপন্ন করিল, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে স্পর্শগুণ-সম্পন্ন বলবান বায়ুর সৃষ্টি হইল। বায়ু বিকৃত হইয়া রূপ-তন্মাত্রের সৃষ্টি

করিল। রূপ-বিশিষ্ট তেজঃ পদার্থ বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জ্যোতিঃপদার্থ বিকৃত হইয়া গন্ধ-তন্মাত্র উৎপন্ন করিল; গন্ধ-তন্মাত্র হইতে গন্ধ-বিশিষ্ট কাঠিন্য-যুক্ত সমষ্টিস্বরূপ পৃথিবীর উৎপন্ন হইল। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে শব্দ-তন্মাত্র যেমন অহঙ্কার-তত্ত্বের কার্য্য অথবা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি পক্ষান্তরে শব্দ-তন্মাত্রই শব্দ-গুণ-বিশিষ্ট আকাশের কারণ। তাহা হইলে ইহারা পরস্পর একের কারণ ও অন্যের কার্য্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে এবং ইহারা শান্ত অর্থাৎ সুখহেতু, ঘোর অর্থাৎ দুঃখহেতু ও মোহহেতু, অর্থাৎ এই পঞ্চভূত হইতেই সুখ দুঃখ এবং মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকাশাদি পঞ্চভূত সৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ পরমাণু অবস্থায় ছিল, কারণ পরমাণুর সমষ্টি ব্যতীত অথবা সংযোগ ব্যতীত স্থূল বস্তুর উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই পঞ্চভূত প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভিন্ন শক্তি ও পৃথক্ পৃথক্ গুণাক্রান্ত হওয়ায় পরস্পর সংযোগ অথবা পঞ্চীকরণ ব্যতিরেকে প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না।

তদনন্তর তাহারা পঞ্চীকরণ দ্বারা ও পরস্পর দৃঢ় সংযোগ দ্বারা ঐক্যনিবন্ধন বশতঃ পরস্পর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া এক-পদার্থবৎ প্রতীয়মান হয়।

শিষ্য। প্রভো! পঞ্চীকরণ কাহাকে কহে? যখন ঐ পঞ্চভূত পরস্পর বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন, তখন কিরূপে তাহারা সংযোগ-সম্পন্ন হয়?

গুরু। বৎস! পঞ্চীকরণ শব্দে পঞ্চভূতের পরস্পর সংমিশ্রণ

অর্থাৎ প্রথমে আকাশ পদার্থ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একার্দ্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে থাকিল এবং অপরার্দ্ধ পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া বায়ব তৈজস জলীয় ও পার্থিব পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইল। আকাশের পরমাণু নাই, আকাশ এক মহান্ ব্যাপক-পদার্থ। বায়বপরমাণুও এইরূপে বিভক্ত হইয়া তৈজস জলীয় ও পার্থিব পরমাণুতে মিলিত হইয়া অন্য পদার্থের উৎপত্তি হইল। এবম্বিধ প্রকারে অপঞ্চীকৃতভূত-পদার্থ মিশ্রিত হইলে তাহাকে পঞ্চীকৃতভূত বলা যায়। মহত্তত্বাদি ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হওয়ায় এবং প্রকৃতির পরিণামোন্মুখতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা হেতু স্থূল জগতের * উৎপত্তি হয়। এই স্থূল জগৎ জলবুদ্বুদের ন্যায় গোলাকৃতি এবং ইহাই হিরণ্যগর্ভরূপী-বিষ্ণুর উত্তম আশ্রয়স্থান, অর্থাৎ শরীরারম্ভক অবয়ব। তদনন্তর অনির্ব্বচনীয় এবং ইন্দ্রিয়াদির অগোচর জগদীশ্বর বিষ্ণুমায়াদ্বারা ব্যক্ত-রূপী হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে স্বয়ং সেই অণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে ভগবান মনু "অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ" ইত্যাদি দ্বারা প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর তাহাতে পরম-ব্রহ্মের বীর্য্য পাতিত করিয়া ব্রহ্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বিষ্ণুপুরাণের উপরি উক্ত বাক্যের আভাস দ্বারাও স্থূল জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে বস্তুগত একরূপই প্রতীতি হইতেছে।

---

* স্থূল জগৎ অর্থাৎ জড় জগৎ।

৩

অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা অবস্থান করিলে গর্ভাশয়ের যেমন চর্ম্মাদি আবরণ থাকে, সেইরূপ * সুমেরুপর্ব্বত সেই অণ্ডের আবরণ হইল।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ॥
সাদ্রিদ্বীপ সমুদ্রাস্ত সজ্যোতির্লোক সংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ বিপ্র! সদেবাসুরমানুষঃ॥
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা॥
অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মংস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতোমহান্।
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্॥
নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব।
জুষন্‌রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ॥
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥

---

* এস্থানে কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে ব্রহ্মা যখন সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় অণ্ডমধ্যে অবস্থান করিলেন, সেই সময়ে অণ্ডের বেষ্টনকারী সুমেরুপর্ব্বত কিরূপে গর্ভবেষ্টনকারী হইল, কারণ তখন তাহার সৃষ্টিই হয় নাই, ইহার তাৎপর্য্য এই যেমন কোনও চিত্রকর চিত্রাঙ্কনের পূর্ব্বে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা পাত করিয়া অঙ্কনের পূর্ব্বাভাস করিয়া, পরে রঙ্গ দ্বারা পরিস্ফুরণ করে, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার মনে "ভবিষ্যৎ সামীপ্যে লট" ইহার ন্যায় সুমেরু পর্ব্বতের কারণাংশ অনুভূত হয়, তাহাকেই গর্ভাশয়ের বেষ্টনকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সামীপ্যার্থের বোধ হইলে ভবিষ্যৎকালে বর্ত্তমানের প্রয়োগ হয়, সেই নিমিত্ত এখানে সুমেরুপর্ব্বতের বিদ্যমানতা না থাকিলেও অচির কাল মধ্যে হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সুমেরুপর্ব্বত গর্ভবেষ্টনকারী চর্ম্ম স্বরূপ এবং অন্যান্য মহীধর তাঁহার জরায়ু অর্থাৎ গর্ভের বহির্বেষ্টন এবং সমুদ্রসকল গর্ভের উদক স্বরূপ হইল। (এ বচনের দ্বারাও জলের সৃষ্টিই প্রথমে প্রতিভাত হইতেছে) এবং সেই অণ্ড হইতেই সমুদ্র দ্বীপ পর্ব্বত জ্যোতিঃ ভুঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশভুবন দেবগণ অসুরগণ এবং মনুষ্যগণ উৎপন্ন হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চবিংশতি কোটি যোজন পরিমিত কটাহরূপ-পৃথিব্যাবরণের চতুর্দ্দিকে তাহার দশগুণ পরিমিত তোয়াবরণ,তাহার চতুর্দ্দিকে বহ্ন্যাবরণ, তাহার চতুর্দ্দিকে অনিলাবরণ, তাহার চতুর্দ্দিকে আকাশাবরণ, তাহার চারিদিকে অহঙ্কারের আবরণ, তাহার চারি দিকে মহত্তত্ত্বের আবরণ। নারিকেলফলের অন্তর্গত বীজ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবৃত থাকে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডও সলিলাদির দ্বারা স্তরে স্তরে পরিবৃত রহিয়াছে। বিশ্বেশ্বর-হরি স্বয়ং রজোগুণালম্বী হিরণ্যগর্ভরূপে অবস্থিত থাকিয়া স্থাবরাদি পদার্থের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

সমেত্যান্যোন্য সংযোগং পরস্পর মথাশ্রয়াৎ।
একসঙ্ঘাঃ সলক্ষাশ্চ সম্প্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ॥
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদয়ো বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তিতে॥
তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবচ্চলম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাপ্রাজ্ঞা বৃদ্ধং তদুদকেশয়ং॥

প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্।
তত্রাব্যক্ত স্বরূপোঽসৌ বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ প্রভুঃ॥
ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ।
স্বেদজাণ্ডমভূত্তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ॥
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাভূন্মহদাত্মনঃ।
সাদ্রিদ্বীপ সমুদ্রাশ্চ সজ্যোতির্লোক সংগ্রহঃ॥
তস্মিন্নণ্ডেঽভবৎসর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
অনাদি নিধনস্যৈব বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুত্থিতম্॥
যৎপদ্মং তদ্ধেমমণ্ডমভূচ্ছ্রী কেশবেচ্ছয়া।
রজোগুণধরো দেবঃ স্বয়মেব হরিঃ পরঃ॥
ব্রহ্মরূপং সমাস্থায় জগৎ স্রষ্টুং প্রবর্ত্ততে॥

বিভিন্ন গুণসম্পন্ন এবং সর্ব্বথা অসংযুক্তাবস্থায় অবস্থিত আকাশাদি-পঞ্চভূত পরস্পর মিলিত না হইলে কোন বস্তুই সৃষ্ট হইতে পারে না, এই নিমিত্ত ঈশ্বরেচ্ছায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া একীভূত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুণগত বৈলক্ষণ্যও কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইয়া থাকে। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃ এবং প্রকৃতির সুসংযুক্ততা নিবন্ধন উক্ত মহত্ত্বাদি অর্থাৎ অবিশেষ ভূত এবং পঞ্চীকৃত বিশেষ ভূত অর্থাৎ স্থূলভূত দ্বারা একটী অণ্ড উৎপাদন করিল। অনন্তর উক্ত অণ্ড ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করতঃ জলোপরি জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসমান হইতে লাগিল। উক্ত অণ্ডই ব্রহ্মারূপধারী বিষ্ণুর উত্তম আশ্রয়স্থান। অব্যক্ত স্বরূপ বিশ্বেশ্বর প্রভুবিষ্ণু স্বয়ংই ব্রহ্মারূপে উহাতে অবস্থিত হইলেন। তাঁহা হইতে

স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজপ্রাণী সমূহ মহীধর গর্ভোদক-সমুদ্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল, এবং উক্ত অণ্ড হইতে অদ্রি দ্বীপ সমুদ্র জ্যোতিঃ দেবতা অসুর ও মনুষ্যাদি সমস্ত লোক উদ্ভূত হইল। ভগবান নারায়ণের ইচ্ছায়, অনাদি নিধন-বিষ্ণুর নাভি হইতে যে একটী পদ্ম জন্মিল, উহাই একটী স্বর্ণঅণ্ড স্বরূপ, উহাতে পরমপুরুষ হরি স্বয়ংই ব্রহ্মারূপে অবস্থান করতঃ এই কল্পিত জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে বিষ্ণুপুরাণের সহিত পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদ্মপুরাণের উল্লিখিত বচন ও প্রমাণাদি বহুল পরিমাণে বিষ্ণুপুরাণের সদৃশাত্মক, সুতরাং পদ্মপুরাণের সহিত বিষ্ণুপুরাণের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে বিষ্ণু-পুরাণের সহিত সৃষ্টির প্রথমোৎপত্তি সম্বন্ধে মনু-বচনের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইলেও অন্যান্য প্রমাণের সহিত অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে যে প্রকৃতপক্ষে স্থূল সৃষ্ট্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোনরূপ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচনা করিলে সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রথমতঃ বিভিন্ন বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান মনু প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে পরম ব্রহ্মের বীজ পাতিত করিয়া এক হৈম অণ্ডের আবির্ভাব করিয়া তাঁহাতে ব্রহ্মার অবস্থান এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই কল্পিত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ দেখাইয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চীকৃত ভূতপদার্থের সমবায়ে এক অণ্ডউৎ-

পত্তি হয় এবং সেই অণ্ডই ব্রহ্মার আশ্রয়-স্থান, তিনি তাহাতে আবির্ভূত হইয়া জড় জগতের সৃষ্টি করিলেন এইরূপ লেখা আছে।

পদ্মপুরাণে ভূতাদির একত্রতা নিবন্ধন একটী অণ্ড উৎপন্ন হয় এবং সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, সেই ব্রহ্মাই এই জগৎ সৃষ্টি করেন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু শ্রুতিতে লেখা আছে, তস্মাদাকাশঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নি রগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পরম পুরুষ হইতে আকাশের উৎপত্তি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে উল্লিখিত পুরাণকর্ত্তারা শ্রুতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্টি বিবরণ আরম্ভ করিয়াছেন, এবং সকলেই অণ্ডমধ্যস্থ ব্রহ্মার উৎপত্তি স্বীকার করিয়া তাঁহা হইতে এই জড় জগতের সৃষ্টির বিষয় লিখিয়াছেন। তাহা হইলে প্রথম অবস্থা-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব এই পুরাণত্রয়ের মধ্যে স্থূল সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন রূপ ভিন্নভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিষ্য। প্রভো! পরমেশ্বর সৃষ্টিকার্য্যের কিরূপ কারণ?

গুরু। বৎস তিনি সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত কারণ, কিন্তু তিনি সর্ব্বথা ইহাতে অনাসক্ত।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

ব্রহ্মরূপধরোদেব স্ততোহসৌরজসা বৃতঃ।
চকার সৃষ্টিং ভগবাংশ্চতুর্ব্বক্ত্র ধরোহরিঃ॥

নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মনি।
প্রধানকারণীভূতা যতোবৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥
নিমিত্তমাত্র মুক্তৈ্যকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ ॥

ভগবানহরি রজোগুণাবলম্বী-ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সমুদায় জড়-পদার্থের পরিণাম বা পরিবর্ত্তনই রূপান্তর প্রাপ্তির প্রধান কারণ। পরিণামোন্মুখত্ব বা পরিবর্ত্তনশীলতা দ্বারা পদার্থ সকল বস্তুত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্থূলপদার্থরূপে পরিণত হইয়া থাকে; কিন্তু অঙ্কুরোৎপত্তিকালে বৃষ্টি যেমন শষ্যাদির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ স্বয়ম্ভুও সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে।

জীবগণের মধ্যে স্নেহাদির দ্বারা একত্র সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যের আরম্ভে অবিদ্যার সৃষ্টি করিলেন, কারণ অবিদ্যা না থাকিলে জীবের কর্ত্তৃত্বাদিরূপ অভিমান থাকে না।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥
তমোমোহো মহামোহস্তামিস্রোহ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥
পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গোধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্।
বহিরন্তঃপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥

মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গ স্ততস্ত্বয়ম্।
তং দৃষ্ট্বাঽসাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ ॥

ভগবান-ব্রহ্মা সৃষ্টিচিন্তা-বিষয়ে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার অজ্ঞাতসারে অবিদ্যার উৎপত্তি হইল। অবিদ্যা পাঁচ প্রকার যথা—তমো, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধ-তামিস্র। ইহারা সকলেই সেই ব্রহ্মা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই সকল অবিদ্যা দ্বারা যে যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহা যথাযথ বলা যাইতেছে।

জীবগণ সৃষ্ট হইলেও অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া ব্যতিরেকে তাহাদের দেহে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি অভিমান থাকে না, এই নিমিত্ত সৃষ্টিকালে অবিদ্যার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। তমোদ্বারা দেহাদিতে আত্মাভিমান হয়। মোহ দ্বারা শরীর-সম্বন্ধি বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে প্রভুত্বাভিমান হইয়া থাকে। মহামোহ দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়ে ভোগ-লালসা জন্মিয়া থাকে। বিষয় ভোগের ব্যাঘাত হইলে তামিস্র দ্বারা ক্রোধের উদয় হয়। অন্ধতামিস্র দ্বারা শরীর ও ভোগ্য বিষয় রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্পৃহা জন্মিয়া থাকে।

ব্রহ্মার প্রগাঢ় চিন্তাদ্বারা তমোময় বৃক্ষ লতা বীরুৎ ও গুল্মাদি পঞ্চপ্রকার স্থাবর পদার্থের সৃষ্ট হইয়াছে, এই সকল বৃক্ষলতাদি স্বীয় স্বীয় অস্তিত্বজ্ঞানবিহীন, অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে ও সুখ দুঃখাদি আন্তরিক বিষয়ে অনভিজ্ঞ। প্রজাপতির সৃষ্টিসময়ে ইহারাই সৃষ্টিকার্য্যের মুখ-স্বরূপ হয় বলিয়া ইহারাই মুখ্যসৃষ্টি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। গুরুদেব তমোগুণাক্রান্ত স্থাবরাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া ভগবান-ব্রহ্মা অতঃপর আর কি সৃষ্টি করিলেন?

গুরু। বৎস! ভগবান এই সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের গুণপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, এই সকল জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া ইহা দ্বারা তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে না। এই নিমিত্ত তিনি অন্য পদার্থ সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গংতির্য্যক্স্রোতাভ্যবর্ত্তত।
যস্মাৎতির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ স তির্য্যকস্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ॥
পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতা স্তমঃ প্রায়াহ্যবেদিনঃ।
উৎপথগ্রাহিনশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ॥
অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টবিংশ দ্বিধাত্মকাঃ।
অন্তঃ প্রকাশাস্তে সর্ব্বে আবৃতাশ্চ পরস্পরম্॥
তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্য স্ততোঽভবৎ।
উর্দ্ধস্রোতা স্তৃতীয়স্তু সাত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত॥
তে সুখ প্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ উর্দ্ধস্রোতো ভবাঃ স্মৃতাঃ॥

ভগবান ব্রহ্মা স্থাবরাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, ইহা দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না; এই নিমিত্ত তিনি ভিন্ন জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যে তির্য্যকজাতির সৃষ্টি করিলেন। তির্য্যকজাতি আহার

বিহারে যথেচ্ছাচারী বলিয়া তাহাদিগকে তির্য্যকস্রোত বলিয়া থাকে। তির্য্যক্ শব্দে সমধিক তমোগুণ-বিশিষ্ট অপরিণামদর্শী অননুসন্ধিৎসু মৃগপক্ষ্যাদি কথিত হইয়া থাকে, ইহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার এবং শুচি অশুচি জ্ঞান নাই। ইহারা কেবল ভ্রান্তিজ্ঞানপূর্ণ, ইহাদের কার্য্য ও জ্ঞান অহঙ্কারাত্মক, ইহারা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারে না, এই নিমিত্ত ভগবান তির্য্যক-জাতিকেও সৃষ্টির অনুপযোগী, অর্থাৎ যে লোকের সৃষ্টির দ্বারা জগতের অভ্যুদয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ের অনুপযোগী দেখিয়া অন্য জাতির সৃষ্টি কার্য্যের জন্য চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ঊর্দ্ধস্রোত, অর্থাৎ যাঁহারা অমৃতাদি দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হন, এতাদৃশ দেবগণের আবির্ভাব হইল। দেবগণ সাত্ত্বিক অথবা সত্ত্বগুণাবলম্বী বলিয়া বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত সুখ এবং তজ্জনিত প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! ভগবান প্রথমে স্থাবরাদি পদার্থ সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর তির্য্যকাদি, অতঃপর দেবগণের সৃষ্টি করিলেন, ইহার পর আর কোন জাতির সৃষ্টি করিলেন এবং দেবগণই বা কোন সৃষ্টির অন্তর্গত?

গুরু। বৎস! দেবগণের সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিলেন। দেবগণ তৃতীয় সৃষ্টি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্তু দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তস্মিন্‌সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা॥

ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধকাংস্তু তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদি সম্ভবান্॥
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব চাব্যক্তাদর্ব্বাক্স্রোতস্তু সাধকম্॥
যস্মাদর্ব্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোঽর্ব্বাক্ স্রোতসস্ততে।
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ॥
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চতে॥

দেবগণের সৃষ্টি করিয়া ভগবান ব্রহ্মা সাতিশয় প্রীত হইলেন; এই নিমিত্ত এই দেবসৃষ্টির নাম তুষ্ট্যাত্মক অথবা তৃতীয় সৃষ্টি। তমোগুণাত্মক মুখ্য সৃষ্টি হইতে উদ্ভিদ জাতির সৃষ্টি হইলে, তাহাদিগের দ্বারা সৃষ্টির অব্যাহতভাব চলিতে পারে না বলিয়া অর্ব্বাকস্রোত মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিলেন। যাহারা গলদেশ বা কণ্ঠনালীর দ্বারা দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিয়া উদরসাৎ করে তাহাদিগকে অর্ব্বাকস্রোত কহে। মনুষ্য জাতি বাহ্য ও আন্তঃরিক উভয়বিধ ভাব সর্ব্বথা প্রকাশ করিতে পারে এবং ইহারা তম ও রজোগুণাশ্রিত। তমোগুণাক্রান্ত বলিয়া ইহারা সাতিশয় দুঃখভাগী ও রজোগুণাবলম্বী হওয়াতে ভূয়োভূয় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই মনুষ্যজাতি বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ে সর্ব্বথা সৃষ্টিকার্য্যের উদ্দেশ্য-সাধক।

শিষ্য। প্রভো! যখন ভগবান-ব্রহ্মা চিন্তাদ্বারা মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিলেন, তখন মনের দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অনুভব হইতেছে। এক্ষণে মনের দ্বারাই সৃষ্টি হইলে মনুষ্য জাতির ব্রহ্মার

ন্যায় তপোবল না থাকায় কিরূপে অব্যাহত ভাবে সৃষ্টি চলিতে পারে, তাহা আমাকে সবিশেষ বলুন।

গুরু। বৎস! ভগবান ব্রহ্মা চিন্তা দ্বারা যদ্যপি মনুষ্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি অব্যাহত ভাবে এই সৃষ্টি কার্য্য চলিবার নিমিত্ত তিনি স্বয়ং মৈথুন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। জীবগণ মিথুন-ভাবাপন্ন হইলে চিরন্তর সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকিবে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহং অর্দ্ধেন পুরুষো ভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যা স বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ॥

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, ভগবান পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ দ্বারা জীবাদির সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মৈথুন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া, অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অপরার্দ্ধাংশে নারী সৃষ্টি করিয়া, সেই নারীর গর্ভে এক বিরাট পুরুষের উৎপাদন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ ভগবান-মনুকে তপোবলে সৃষ্টি করিলেন। বৎস এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে ও উল্লেখ আছে যথা :—

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষং স্বয়ম্ভুবা।
যথা সসর্জ্জভূতানি তথা শৃণুমহামতে॥
মানসানি তু ভূতানি পূর্ব্বং দক্ষোঽসৃজৎ তদা।
দেবানৃষীন্ সগন্ধর্ব্বান অসুরান্ পন্নগাংস্তথা॥
যদাস্য দ্বিজ মানস্যো নাভ্যবর্দ্ধত তাঃ প্রজাঃ।
ততঃ সঞ্চিন্ত্য স পুনঃ সৃষ্টি হেতোঃ প্রজাপতিঃ॥
মৈথুনেনৈব ধর্ম্মেণ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥

স্বয়ম্ভু-ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিলে, প্রজাপতি দক্ষ * দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব অসুর পন্নগ প্রভৃতি মানসিক প্রজা সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে তাহা দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হইল না। তখন তিনি স্ত্রীপুরুষসংযোগ দ্বারা নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন।

দক্ষ প্রজাপতির পূর্ব্বেও মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা উৎপত্তির বিষয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে একটী উপাখ্যান আছে, বৎস! তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর:—

ইতিপূর্ব্বে প্রচেতাগণ সমধিক বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া দশ সহস্র বৎসর বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁহাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, অর্ণবমধ্যে গরুড়াসন হইয়া তাঁহাদিগের দর্শনপথে সমাসীন হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" তদ্বচনানুসারে তাঁহারা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিলেন। ভগবান বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে:—

" এবং প্রচেতসো বিষ্ণুং স্তবন্ত তৎসমাধয়ঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি তপশ্চেরুর্ম্মহার্ণবে॥

* কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে ভগবান-ব্রহ্মা প্রথমে মনুকে সৃষ্টির জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তৎপরে দক্ষ প্রজাপতি প্রভৃতিকেও প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ করেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? "যুগভেদাদবিরুদ্ধং" বহুবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়াছে, কোন কল্পে মনু ও কোন কল্পে দক্ষ প্রজা সৃষ্টি করেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং ইহাঁরা প্রজা সৃষ্টির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ততঃ প্রসন্ন ভগবান্ তেষামন্তর্জ্জলে হরিঃ।
দদৌ দর্শনমুন্নিদ্রনীলোৎপলদলচ্ছবিঃ॥
পতত্রিরাজমারূঢমবলোক্য প্রচেতসঃ।
প্রণিপেতুঃ শিরোভিস্তং ভক্তিভাবাবনামিতৈঃ॥
ততস্তানাহ ভগবান্ ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ।
প্রসাদ সুমুখোঽহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ॥
ততস্তমূচুর্ব্বরদং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ।
যথা পিত্রা সমাদিষ্টং প্রজানাং বৃদ্ধিকারণম্॥
স চাপি দেবস্তং দত্বা যথাভিলষিতং বরম্।
অন্তর্দ্ধানং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রমুর্জলাৎ॥

শিষ্য। প্রভো! প্রচেতাগণ যখন তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন কি নিমিত্ত প্রজা সকল নষ্ট হইল?

গুরু। বৎস! তদ্বিষয়ে এক রমণীয় উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ।
অরক্ষ্যমাণা মাবব্রুর্ব্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ॥
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্দ্রুমৈঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি নশেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ॥
তদ্দৃষ্ট্বা জল নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ॥
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ।
তানগ্নি রদহদ্ ঘোরস্তত্রাভূদ্ দ্রুমসংক্ষয়ঃ॥

প্রচেতাগণ যখন বিষ্ণুর আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের পিতা প্রাচীনবর্হি নারদের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করেন, ইহাতে রাজ্য-মধ্যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হওয়াতে দিন দিন প্রজা নষ্ট হইতে লাগিল এবং জনপদ বনরাজি দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল ঘন বৃক্ষশাখায় সমাচ্ছাদিত থাকায় ঐ সময়ে ধরণীপৃষ্ঠে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পারে নাই এবং প্রজাগণ শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তদনন্তর প্রচেতাগণ সলিল হইতে উত্থিত হইয়া অবনীপৃষ্ঠে এইরূপ অমঙ্গল সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় কোপপরায়ণ হইয়া বনরাজি দগ্ধ করিবার মানসে অচিরকাল-মধ্যে তাঁহাদের মুখ হইতে যুগপৎ বায়ু ও অগ্নির সৃষ্টি করিলেন। বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষরাজিকে উৎপাটিত এবং অগ্নি অবশিষ্ট বৃক্ষসকলকে ভস্মীভূত করিতে লাগিল।

সেই সময়ে উদ্ভিদগণের অধিপতি সোমদেব তাঁহাদের সমীপস্থ হইয়া তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন,—

ক্রমক্ষয় মথো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষুশাখিষু।
উপগম্যা ব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্॥
কোপং যচ্ছতঃ রাজানঃ শৃণুধ্বঞ্চ বচো মম।
সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ ক্ষিতিরুহৈরহম্॥
রত্নভূতাচ কন্যেয়ং বার্ক্ষেয়ী বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যৎ জানতা পূর্ব্বং ময়া গোভিঃ বিবর্দ্ধিতা॥

মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষানামিতি নির্ম্মিতা।
ভার্য্যা বোহস্তু মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবর্দ্ধিনী॥

আপনারা ক্ষান্ত হউন, বৃক্ষ সকল দগ্ধ করিবেন না। আমি এই বিষয় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, তন্নিমিত্ত এই মারিষা নাম্নী অপরূপ রূপবতী বরবর্ণিনীর সৃষ্টি করিয়াছি। আপনারা ইহাকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণ করিয়া ইহা হইতে প্রজা বৃদ্ধি করুন।

শিষ্য। প্রভো! এই মারিষার কিরূপে উৎপত্তি হইল, আমি শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। বৎস! ইতিপূর্ব্বে কণ্ডু নামে এক মহর্ষি ছিলেন, তিনি নিখিল বেদাধ্যয়ন করিয়া সমস্ত শাস্ত্রার্থদর্শী হইয়া গোমতী-তীরে সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যায় রত হইলে, ভগবান ইন্দ্র তাঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রম্লোচা নাম্নী এক পরম রমণীয়া রূপবতী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। প্রম্লোচা ইন্দ্রাদেশে তৎসমীপবর্ত্তী হইয়া বিবিধ প্রকার হাবভাব প্রকাশপূর্ব্বক ঋষিপ্রবরের ধ্যান ভঙ্গ করেন। অনন্তর ঋষিরাজ পুরোবর্ত্তিনী নয়নাভিরামা তাদৃশী সুরসুন্দরীকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিহ্বল হইয়া, তাঁহাকে তদীয় আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক বিবিধ প্রকার রতিক্রিয়া দ্বারা সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় শত বৎসর অতীত হইলে সেই সুরনায়িকা ঋষিরাজকে বলিলেন, "হে প্রভো! আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। আমি সুরপুরী গমন করিব, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বিদায় প্রদান করুন।" ঋষিবর তাঁহার প্রতি এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন যে

তাঁহাকে বিদায় দিতে না পারিয়া বরং আরও কিছুকাল থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিবরের কথায় সুরনায়িকা আরও শত বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় স্বর্গগমনাভিলাষিনী হইলে, পুনরায় থাকিতে অনুরুদ্ধা হইলেন। সুরবালা ঋষিবরের অনভিমতে যাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি আরও শত বৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পুনরায় ঋষির নিকট সুরপুরী গমনের নিমিত্ত উপযাচিকা হইলেন।

ইত্যবসরে কণ্ডু বলিলেন,—"আমি সায়ংকালীন হোমবিধি সমাপন করিয়া যথাকালে সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করি, না করিলে ক্রিয়ালোপ হইবে। যতক্ষণ আমি সন্ধ্যা সমাপণ না করি তুমি ততক্ষণ এস্থানে অবস্থান কর।" সুররমণী মুনিবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর হাস্য করিলে, মুনিবর কহিলেন, "তুমি কি নিমিত্ত পরিহাস করিলে?" তখন তিনি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, "হে ঋষিবর! আপনি আমার সহিত আসক্ত হইয়া কিঞ্চিদধিক নয়শত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আপনার এক দিনও সন্ধ্যা বিধির অনুষ্ঠান দেখি নাই।" মুনিবর তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিষাদে কহিলেন, "তুমি যথার্থ কহিতেছ, না আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? যথার্থ করিয়া আমার সম্মুখে বল।" তখন সুররমণী বলিলেন, "হে মহাভাগ! আপানার নিকট মিথ্যা কহিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমি যথার্থ কথাই বলিয়াছি।" এইকথা শ্রবণ করিয়া মুনিবর আত্মনিন্দাপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি এক্ষণেই আমার আশ্রম হইতে চলিয়া যাও। তুমি আমার সকল কার্য্য পণ্ড করিয়াছ।"

প্রমোদা মুনিবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে বেপথুমানা হইয়া গগনমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। ঋষিবরের সহবাসে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, সেই গর্ভে এক কন্যার উৎপত্তি হইয়াছিল এই অবস্থায় তাঁহার সেই গর্ভ সঞ্চালিত হইয়া বৃক্ষোপরি পতিত হইলে, সোমদেব চন্দ্রিকা দ্বারা তাহা রক্ষা করেন। সেই কন্যাই মারিষা নামে কথিত হইয়া সোমদেব কর্ত্তৃক প্রচেতাদিগকে অর্পিতা হইলেন।

প্রচেতাগণ মারিষার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলেন এবং ক্রমশঃ তাহাতে প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

শিষ্য। প্রভো! মারিষার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইয়া প্রজা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ভগবান মনু এরূপ কোথায় বলিয়াছেন তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! ভগবান মনু যেরূপ ভাবে প্রজা সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই মৈথুনধর্ম্ম দ্বারা প্রজাবৃদ্ধির বিষয় বুঝিতে পারা যায়।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

রক্ষাংসিচ পিশাচাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ জরায়ুজাঃ।
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ॥
যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থল জালোদকানিচ।
স্বেদজং দংশ মশকং যুকা মক্ষিকা মৎকুণম্॥
উষ্মণশ্চোপ জায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্।

উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজ কাণ্ড প্ররোহিণঃ॥
ওষধ্যঃ ফল পাকান্তা বহু পুষ্প ফলোপগাঃ॥

পশু, মৃগ, হিংস্রজন্তু, দুই পংক্তি দন্ত বিশিষ্ট জন্তু, রাক্ষস, পিশাচ ও মনুষ্য ইহারা জরায়ুজ অর্থাৎ গর্ভকোষে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষী, সর্প, কুম্ভীর, মৎস্য, ইহারা অণ্ডজ। দংশ মশকাদি এবং অপরাপর পিপীলিকাদি প্রাণিগণ স্বেদজ। উদ্ভিদগণ বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহারা বহু পুষ্প ও ফলযুক্ত তাহাদিগকে বনস্পতি বলে ও যাহারা ফল পাকিলে মরিয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে।

এক্ষণে এই বচনে প্রতীত হইতেছে যে মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তুসকল জরায়ুজ, অর্থাৎ গর্ভকোষে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে মৈথুনধর্ম্ম ব্যতি-রেকে গর্ভকোষের উৎপন্ন হয় না, সুতরাং প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত মৈথুনধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে মনুষ্য জাতিই সর্ব্বপ্রধান, কারণ মনুষ্য সৃষ্ট হওয়াতে বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল, এই জন্য তিনি মনুষ্যদিগের প্রতি সমধিক অনুকম্পা-পরায়ণ হইয়া তাহাদিগের কর্ম্ম ও ব্যবসায়াদির বিভাগ নিমিত্ত শ্রেণী বিভাগ করিলেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধার্থং মুখ বাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ত॥

পৃথিবীতে লোক সকলের সমধিক বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রজাপতি-

ব্রহ্মা স্বীয় মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির সৃষ্টি করিলেন। *

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোব্রহ্মণোজগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সত্তোদ্রিক্তা মুখাৎপ্রজাঃ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তা স্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন।
রজসা তমসাচৈব সমুদ্রিক্তা স্তথোরুজাঃ॥
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম।
তমঃ প্রধানাস্তাঃ সর্ব্বাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যমিদং ততঃ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তমঃ।
পাদোরুবক্ষস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ॥

ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত অভিলাষ করিলে, তাঁহার মুখ হইতে সমধিক সত্ত্বগুণাবলম্বী বক্ষঃস্থল হইতে রজো-

* তাৎপর্য্য এই প্রথমে ব্রহ্মা মানসিক প্রজা সৃষ্টি করেন। অনন্তর মৈথুন-বিধির দ্বারায় প্রজা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাহারা বৈদিক উপাসনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করেন, তাঁহারাই মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, কারণ মুখ ব্যতীত শব্দ নির্গত হয় না, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে মুখ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন বলা হইয়াছে। বাহুদ্বারা শরীর রক্ষা করা যায়, ক্ষত্রিয়গণ বাহু দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পৃথিবী রক্ষা করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিকে বাহু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন বলা হইযাছে। কৃষিবিদ্যা দ্বারা বৈশ্য জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কৃষিকার্য্যের জন্য মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়, উর্ব্বী শব্দে মৃত্তিকা বুঝায়, উরু শব্দের উত্তর বিণ্ প্রত্যয় করিয়া উর্ব্বী শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এই নিমিত্ত বৈশ্য দিগকে উরু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন বলা হইয়াছে। সেবাদ্বারা শূদ্রজাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেবা করিতে হইলে প্রথমতঃ পদসেবাই যুক্তিযুক্ত ও আনুগত্যের কারণ হয়, এইজন্য পাদ হইতে তাহাদের উৎপত্তি লিখিয়াছেন।

গুণসম্পন্ন, উরুদেশ হইতে সত্ত্ব ও রজো উভয় গুণাবলম্বী এবং পাদদেশ হইতে তমোগুণাবলম্বী প্রজাসকলের উদ্ভব হইল। এই নিমিত্ত সেই সময় হইতে চাতুবর্ণ্য প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিই যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ বক্ষঃ উরু ও পাদদেশ হইতে উৎপন্ন * হইয়াছে।

শিষ্য। প্রভো! চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

গুরু। বৎস! দেবগণ যজ্ঞাদির দ্বারা আপ্যায়িত হইলে যথাকালে বৃষ্টি প্রদান করিয়া শষ্যাদির সমধিক বৃদ্ধি করাইবেন তাহাতে প্রজাগণ বলপুষ্টি প্রাপ্ত হইবে। যজ্ঞাদি কোন্ কোন্ জাতির অনুষ্ঠেয়, তাহাই নির্দ্দেশ করিবার জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্য জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যথা :—

পাদোরুবক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ।
যজ্ঞ নিষ্পত্তয়ে সর্ব্ব মেতৎ ব্রহ্মা চকারবৈ॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধন মুত্তমম্।
যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ বৈ প্রজাঃ॥
আপ্যায়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞাঃ কল্যাণ হেতবঃ।
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তৈস্তু স্বধর্ম্মাভিরতৈস্ততঃ॥

* যদিও মনুবচনে বক্ষঃস্থলের উল্লেখ নাই, তৎপরিবর্ত্তে বাহু হইতে রজোগুণাবলম্বী ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি উল্লেখ আছে, তখন এস্থানে ও বিষ্ণুপুরাণে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির কার্য্য বিশেষের সহিত পর্য্যালোচনা করিয়া বক্ষঃস্থল শব্দে বাহু অর্থ করিলে কোনও দোষ হয় না।

বিশুদ্ধাচরণোপেতৈঃ সদ্ভিঃ সন্মার্গগামিভিঃ।
স্বর্গাপবর্গে মনুষ্যাঃ প্রাপ্নুবন্তি নরামুনে॥
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্যান্তি মনুজা দ্বিজ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ যথাক্রমে ব্রহ্মার মুখ বক্ষঃ উরু ও পাদদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত যজ্ঞসাধন * বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া যথাকালে বর্ষণ দ্বারা প্রজাগণকে পরমাপ্যায়িত করেন, সুতরাং যজ্ঞই শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির কারণ। স্বধর্ম্মনিরত সৎপথগামী বিশুদ্ধাচারসম্পন্ন সাধু ব্যাক্তিগণই যজ্ঞ সমাধান করিয়া থাকেন। মানবগণ মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গ ও অপবর্গ মার্গের অধিকারী হইয়া থাকে।

এই প্রকারে জাতি চতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে আত্মোৎকর্ষ এবং জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত উদ্যোগী হইতে লাগিল। তখন কোন্ ব্যক্তি কিরূপ আশ্রম গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবে এবং তাহার উদ্দেশ্য কি ও কি নিমিত্তই বা মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিয়াছে, তাহার বিশেষ তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি জাতি চতুষ্টয়ের আশ্রম ধর্ম্ম ও উপাসনা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইতেছে।

ইতি তত্ত্বসংহিতায়াং সৃষ্টিপ্রকরণনামো প্রথমোধ্যায়ঃ।

---

* অনধিকার হেতু শূদ্রেরা যজ্ঞের সাক্ষাৎ সাধন নহে, তবে কার্য্যের সহায়তা করিবে বলিয়া ইহাদিগকে যজ্ঞসাধন বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়-স্তবকঃ।

আশ্রম নিরূপণ

ও

আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন।

নিত্যকার্য্য সমাপনান্তে বিবিধ পাদপরাজি পরিবেষ্টিত মল্লিকা মালতী প্রভৃতি সুগন্ধকুসুম-গন্ধমোদাঢ্য-মলয়মারুত সেবিত, ইতঃস্তত মৃগনিকর রোমন্থান্বিত কলকণ্ঠ বনবিহঙ্গমসুরলহরী পরিব্যাপ্ত আশ্রমদেশে সুখাসনোপবিষ্ট শ্রীগুরু-সমীপে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু শিষ্য আগমন পূর্ব্বক পাদাভিবন্দন করিয়া বিনীত বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"প্রভো আপনার অনুগ্রহে আমি সৃষ্টি বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় পুলকিত হইয়াছি। ময়ূরগণ মেঘদর্শনে যাদৃশ পুলকিত হইয়া স্নিগ্ধ মৃদুগম্ভীর মেঘ-নির্ঘোষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া থাকে, আমিও তদ্রূপ আপনার নিকট এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের অবস্থান এবং কোন্ জাতি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন পুরঃসর কীদৃক্ আশ্রম-বিধি প্রতিপালন করিবে ইহা শুনিবার নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতূহ-লাক্রান্ত হইয়াছি। হে কৃপানিধে! অনুকম্পাপূর্ব্বক এই মনুষ্যাদির আশ্রম-নির্দ্দেশ এবং আশ্রম-প্রতিপালনক্রম ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আমার কৌতূহলশিখা নির্ব্বাণ করুন।"

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার্থী শিষ্যপ্রমুখাৎ এবম্বিধ সারগর্ভ এবং অতি সুমধুর বাগ্‌বিন্যাস শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গুরুদেব বলিলেন, বৎস! "আমি তোমার এইপ্রকার যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত পুলকিত ও পরম আপ্যায়িত হইলাম। তোমার ধর্ম্মকার্য্যের প্রতি এতাদৃশী আস্থা দর্শনে আমি নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়াছি। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর।"

প্রথমতঃ তোমাকে আশ্রম-নির্ব্বাচন ও আশ্রম-নির্ব্বাচিত হইলে তত্তদাশ্রমী ব্যক্তি কি কি কার্য্য দ্বারা জীবকার্জ্জন করিবে, অগ্রে সেই সকল বিষয়ের নির্ণয় করিয়া, তদনন্তর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব। বৎস! যাহারা বর্ণাশ্রম প্রতিপালন করে, তাহারাই ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করিবার অধিকারী হয়। এই নিমিত্ত তোমাকে বর্ণাশ্রমাচার সম্বন্ধে প্রথমে বলিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

বর্ণা শ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃপুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষ কারণম্॥
যজন্ যজ্ঞান্ যজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ।
ঘ্নং স্তথান্যং হিনস্ত্যেনং সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ॥
তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দ্দনঃ।
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণা॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রস্য ধরণীপতে।
স্বধর্ম্ম তৎপরো বিষ্ণুম্ আরধয়তি নান্যথা॥

যাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ সমুদায়ের বিধি

-বোধিত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম যথানিয়মে প্রতিপালন করেন, তাঁহারাই সেই পরম-পুরুষ ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিবার প্রকৃত অধিকারী হইয়া থাকেন। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে কোন ক্রমে ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি যজ্ঞানুষ্ঠান, জপবিধির অনুষ্ঠান এবং জীবহিংসা না করেন, তিনিই সেই সর্ব্বভূতময় যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর আরাধনা করিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। বৎস! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহাঁরা যদি স্বধর্ম্মে রত থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁ-দের কর্ত্তৃক বিষ্ণু আরাধিত হইয়া থাকেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে আচারভ্রষ্ট হইয়া পতিত জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা ভগবানের আরাধনা করিতে অধিকারী হন, না।

শিষ্য। হে ভগবন্! এক্ষণে আমাকে করুণা-পুরঃসর প্রথমতঃ আশ্রমলক্ষণ এবং আশ্রমনিষ্ঠ তত্তৎ জাতির বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ বিধান করুন।

গুরু। বৎস! মহাত্মা ঔর্ব্ব এক সময়ে বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহারাজ সগরকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি তোমাকে সেই সকল শুর্ব্বর্থপ্রতিপাদক আশ্রমোপদেশ প্রদান করিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্।

স্ব মেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু ধর্ম্মান্ ময়োদিতান্ ॥
দানং দদ্যাৎ যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিং পরিগ্রহম্ ॥
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যান্ অন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজ ॥
সর্ব্বভূত হিতং কুর্য্যাৎ নাহিতং কস্যচিৎ দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্ত ভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্ ॥
গ্রাবে রত্নেচ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্দ্বিজঃ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির যথাক্রমে আশ্রম-ধর্ম্ম বলিতেছি তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণগণ দান ও বেদাধ্যয়নতৎপর হইয়া নিত্যস্নান এবং তর্পণবিধির অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অগ্নিপরিগ্রহ করিবে। জীবিকার নিমিত্ত যাজনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান এবং অধ্যাপন করিবে; গুরুতর কার্য্যোপস্থিত হইলে এবং গুরুদক্ষিণার আবশ্যক হইলে প্রতিগ্রহ দ্বারা ধনা-র্জ্জন করিবে; সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন এবং কাহারও অনিষ্ট না করা ব্রাহ্মণগণের নিয়ত কর্ত্তব্য। সকল প্রাণীর প্রতি করুণা প্রকাশ এবং সদয় ব্যবহার করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ পরের দ্রব্য লোষ্ট্রবৎ বোধ করিবেন; ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবেন। ব্রাহ্মণের ধনোপার্জ্জন সম্বন্ধে দায়ভাগ গ্রন্থে ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এইরূপ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা:—

যাজনধ্যাপন প্রতিগ্রহৈঃ ব্রাহ্মণঃ ধনমর্জ্জয়েৎ।

ব্রাহ্মণ যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবেন।

শিষ্য। প্রভো! প্রজাসৃষ্টি হইবার পর এই বর্ণচতুষ্টয় কোথায় কিরূপ ভাবে প্রথমে অবস্থান করিল এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ কিরূপে হইল, তৎসমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করুন।

গুরু। প্রজাগণ সৃষ্ট হইয়া শীতবাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত এবং স্বকীয় ধনাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যথা :—

প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থিতৌ।
সম্যক্ শ্রদ্ধা সমাচার প্রবণা মুনিসত্তম॥
যথেচ্ছাবাস নিরতাঃ সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণা শুদ্ধাঃ সর্ব্বানুষ্ঠান নির্ম্মলাঃ॥
শুদ্ধেচ তাসাং মনসি শুদ্ধেহন্তঃ সংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদং॥

ভগবান ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাসৃষ্টি করিলে, প্রজাগণ সদাচার-সম্পন্ন বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া গিরিগুহা অরণ্য প্রভৃতি স্থানে নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। তাহাদের সুবিমলচিত্তে ভগবান হরি সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিতেন, অর্থাৎ তাহারা তৎকালে হরিসাধন ব্যতীত অন্য কিছুই জানিত না, অনুক্ষণ বিশুদ্ধান্তঃ-করণ দ্বারা শুদ্ধ নিত্য জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণুপদ চিন্তা করিত। অনন্তর ভগবানের কালরূপী অংশ সেই সমুদায় প্রজাদিগের

অন্তঃকরণে কিয়ৎ পরিমাণে সুখ দুঃখ এবং রাগ দ্বেষ মাৎসর্য্যাদির বীজ প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। এই রাগ অধর্ম্মের বীজ স্বরূপ, ইহা হইতে তমঃ ও লোভের উৎপত্তি হয় এবং ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

তত: কালাত্মকো যোঽসৌ স চাংশং কথিতো হরেঃ।
স পাতয়ত্যঘং ঘোর মল্প মল্পাল্প সারবৎ॥
অধর্ম্ম বীজ সম্ভূতং তমোলোভ সমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় রাগাদিক মসাধকম্॥
ততঃ সা সহসা সিদ্ধি স্তেষাং নাতীব জায়তে।
রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ॥
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দাভিভব দুঃখার্ত্তা স্তাভবন্তি ততঃ প্রজাঃ॥
ততোদুর্গাণি তাশ্চক্রুর্ব্বাক্ষং পার্ব্বত মৌদকং।
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্ব্বটকাদিকম্॥
গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু।
শীতাতাপাদি বাধানাং প্রশমায় মহামুনে॥
প্রতীকার মিদং কৃত্বা শীতাদেস্তা প্রজাঃ পুনঃ।
বর্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্॥

যখন প্রজাগণ চতুর্ব্বর্গসাধনোপায়ভূত চিত্তশুদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইল, তখন তাহারা রসোল্লাস প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি হইতেও বঞ্চিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাপবৃদ্ধি হইলে অষ্টসিদ্ধি বিনাশ প্রাপ্ত হইল এবং প্রজা সমূহ শীতগ্রীষ্মনিবন্ধন সুখ ও

দুঃখ উপভোগ করিতে লাগিল, এবং দস্যুপ্রভৃতি দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া স্ব স্ব ধন ও শরীর রক্ষার্থে যত্নপর হইয়া বৃক্ষময় পর্ব্বতময় ও উদকময় দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং ইষ্টকাদি নির্ম্মিত প্রাচীর রচনা করতঃ কৃত্রিম দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে রাজধানী স্থাপন করিতে লাগিল। প্রজাগণ শীতাতপ হইতে শরীর রক্ষা ও দস্যুভয় হইতে পরিবার ও ধনাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজধানী মধ্যে যথারীতি বাসভবন প্রস্তুত করিতে লাগিল। প্রজাগণ এইরূপে নগর ও গ্রামমধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

শিষ্য। ভগবন! কিরূপ ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে ও কিরূপ স্থান আবাসভূমির উপযুক্ত, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! মহাত্মা গোভিলাচার্য্য বাসভবনের নিমিত্ত যে তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন, তোমাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

গৃহ্যসূত্রকার গোভিলাচার্য্য বাসভবন নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত যে সকল তথ্য লিখিয়াছেন তাহা অতীব মনোরম। আবাসগৃহের পক্ষে তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর তথ্য নির্ণয় করা সাধারণ মানব বুদ্ধির অতীত। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্ ও স্থপতিকুশল ব্যক্তিগণেরও বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া থাকে। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন :—

অবসানং জোষয়েতণ

অর্থাৎ বাসভবন নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অবসান অর্থাৎ ফাঁকা জায়গা রাখিবে,টীকাকার অবসান শব্দের অর্থ "অনবাস্তভিরবেষ্টিতং" এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই, যে স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মিত হইবে তাহার চতুর্দ্দিকে অন্ত বাসভবন থাকিবেনা, কারণ গৃহের অনতিদূরে যদি অন্যের বাসভবন থাকে, তবে বায়ু সঞ্চরণেব এবং যথেষ্ট পরিমাণে রবিরশ্মিপাতের সম্ভাবনা থাকেনা। ইহাতে গৃহপ্রাঙ্গন এবং গৃহের মধ্যভূভাগ অর্থাৎ (মেজে) স্যাঁত সেঁতে বা ঠাণ্ডা হইয়া উঠে। গৃহপ্রাঙ্গন ও বাসভূমি সম্পূর্ণ পবিশুদ্ধ না হইলে তাহাতে বিষাক্ত কীটাণুর উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। পরন্তু বাসভবনে যাহাতে প্রচুর পবনপ্রবাহ হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহর্ষি আরও বলিয়াছেন :—

সমং লোমশং অবিভ্রংশি প্রাচ্যউদীচ্যো বা।
যত্র আপঃ প্রবর্ত্তেরন্ অক্ষীরিণ্যঃ অকণ্টকাঃ যত্র ঔষধয়ঃস্যুঃ ॥

বাসস্থান সমতল ও দুর্ব্বাবৃত হইবে এবং অবিভ্রংশি অর্থাৎ যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহ বসিয়া যাইবেনা এইরূপ কঠিন স্থান হইবে। পুষ্করিণী অথবা গর্ত্তাদি মৃত্তিকা দ্বারা সমতল করিয়া তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে গৃহ বসিয়া যাইতে পারে, এবং জলদাগমে জল নিকাশের বাধা হয়। বর্ষাকালে জল নিকাশ না হইলে, শরৎসমাগমে তাপবাহুল্যবশতঃ জলকণা বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ভূমিতল আর্দ্র করিয়া উর্দ্ধোত্থিত হইতে থাকে, তদ্দ্বারা জ্বরোৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা।

মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

ভূবাষ্পাৎ মেঘনিস্যন্দাৎ পাকাদম্ল জলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নি বলে ক্ষীণে কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ॥

বর্ষাকালে ভূবাষ্প অর্থাৎ ম্যালেরিয়া গ্যাস অম্লবিপাক (জলের সহিত উদ্ভিজ্জবীজের বহুল পরিমাণ মিশ্রণ হওয়ায়) বিকৃত ও দূষিত জলপান করিয়া অগ্নিবল বায়ু পিত্তাদি দোষে কুপিত হয়, সুতরাং দোষ বৈষম্যে জ্বরাদি রোগ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য যে স্থানে গৃহ বসিয়া যাইবেনা এবং জল নিঃসরণের কোন বিঘ্ন নাই এইরূপ অবিভ্রংশি স্থানে বাসভবন করিবে। যে স্থানের পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে জলনিকাশ থাকিবে, তাহাই বাসের যোগ্যস্থান। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন "আপঃপ্রবর্ত্তেরণ" ইহার অর্থ জলাশয় থাকিবে, এইরূপ অর্থ করিলে কিছু দোষ হয়। কারণ উত্তরদিকে জলাশয় থাকিলে, শীতকালে জলকণা-সকল বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, সুতরাং তাহা স্বাস্থ্যের হানিজনক। তবে পূর্ব্বদিকে জলাশয় থাকা সম্বন্ধে এতদ্দেশে একটি প্রবাদ আছে "পূর্ব্বে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ উত্তরে গুয়ো দক্ষিণে ভূয়ো," পূর্ব্বদিকে হংস বিচরণ করিবে অর্থাৎ জলাশয় থাকিবে, পশ্চিমদিকে বংশতরু থাকিবে ইহার তাৎপর্য্য এই পশ্চিমদিকে বংশবিটপী থাকিলে আপরাহ্নিক রৌদ্র চত্বরে আসিতে পারেনা। দক্ষিণদিকে পবন প্রবাহের নিমিত্ত ও আরামপুষ্পোদ্যানের নিমিত্ত যথেষ্ট স্থান থাকিবে এবং উত্তর ও পূর্ব্বদিকে জল নির্গমনের ব্যবস্থা রাখিবে। বাসস্থানে ক্ষীরিবৃক্ষ ও কণ্টকীবৃক্ষ এবং কটুরস বনৌষধি থাকিতে পারিবে-না। ক্ষীরিবৃক্ষ অর্থাৎ যে বৃক্ষে নির্য্যাস থাকে যথা বটবৃক্ষ ইত্যাদি

এই সকল বৃক্ষ বহু বিস্তৃত থাকায় স্থলদেশ অনাতপ প্রদেশে পরিণত হয়, এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (আগাছা) বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ হওয়ায় উহা অস্বাস্থ্য আনয়ন করে। প্রবল উদ্ভিদ্‌শক্তি মানবী জীবশক্তির অনিষ্টকর, এইজন্য ঋষি তাহা নিষেধ করিয়াছেন। কণ্টকীবৃক্ষ সকল অধিকাংশই কুঞ্জাকারে পরিণত হয়, সুতরাং তাহার নিম্নভাগ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকায়, গৃহভূমির অস্বাস্থ্য আনয়ন করে। সকল কণ্টকীবৃক্ষ অস্বাস্থ্য আনয়ন করেনা, যাহারা অধিক উচ্চ এবং কুঞ্জাকার নহে এরূপ বৃক্ষ অর্থাৎ বিল্বাদিবৃক্ষ পরিবর্জ্জন বিধেয় নহে; কটুরস ঔষধ সমূহ দেহের বিকৃতি আনয়ন করে। সুস্থ দেহে ঔষধি সেবন যেমন ব্যাধি আনয়ন করে, স্বাভাবিক শরীরে কটুরস ঔষধি সংস্পর্শও তদ্রূপ অনিষ্ট আনয়ন করে।

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন :—

স্থিরাঘাতং একবর্ণং অশুষ্কং অনুষরং।
অমরুপরিহিতং অক্লিন্নম্।

অর্থাৎ যে স্থানে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলেও ধসিয়া যায় না, সেই স্থানে আবাস স্থান নির্ণয় করিবে; দৃঢ়স্থান শুষ্ক থাকে বলিয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়। একবর্ণ অর্থাৎ যে স্থানের মৃত্তিকা বহুবর্ণ নহে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে স্থানে বহুবর্ণ বিশিষ্ট স্তর দেখিতে পাওয়া যায় সে স্থান আধুনিক এবং স্থিরাঘাত নহে এইজন্য একবর্ণ বলিয়াছেন। অশুষ্ক অর্থাৎ যে স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ করিলে শুষ্ক ও নির্বীর্য্য না হইয়া সরস ও বীর্য্যবান হয় এরূপ স্থানে বাস করিবে। অনুষর অর্থাৎ যাহা উষর নহে,

(যেখানে পরিপুষ্ট বীজ বপন করিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না তাহাকে উষর বলে অর্থাৎ অনুর্ব্বর ক্ষেত্রকে উষর বলে) এরূপ স্থলে বাস করিবেনা। অমরুপরিহিতং অর্থাৎ যাহার নিকটে মরু প্রদেশ নাই, অকিলিন (অক্লিন্ন) যাহা আর্দ্র নহে সেই স্থান বাসার্হ। তাৎপর্য্য এই আর্দ্রস্থানে বাস করিলে শ্লেষ্মা বাত শ্বাসকাসাদি হইয়া থাকে। অতঃপর মহাত্মা গোভিলাচার্য্য স্থানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যথা :—

"দর্ভসম্মিতং ব্রহ্মচর্য্যকামস্য বৃহত্তৃণৈর্বলকামস্য মৃদুতৃণৈঃ পশুকামস্য।

কথাটি অতি সুন্দর। অস্মদ্দেশীয় অধিবাসিগণের প্রয়োজনানুসারে বাসভবনের স্থান নিরূপণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণজাতি ব্রহ্মতেজঃ প্রকর্ষপ্রার্থী অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, নিত্য নৈমিত্তিক দৈব ও পৈত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত দর্ভবহুল স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলকামী ক্ষত্রিয়গণের নিমিত্ত দীর্ঘতৃণযুক্ত প্রদেশ নির্ণয় করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই অশ্বাদিপশু বলের উপকরণ সুতরাং দীর্ঘ তৃণ না হইলে তাহারা অনাহারে ক্লিষ্ট হইবে, এই নিমিত্ত বলকামী ক্ষত্রিয়সন্তানের নিমিত্ত দীর্ঘতৃণযুক্ত প্রদেশ বাসার্হ। বৈশ্যগণ পশুপালন করিবে এবং তাহার দ্বারাই তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য মৃদুতৃণ বিমণ্ডিত স্থান বাসের যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাত্মা গোভিল বাসভূমির নির্ণয় করিয়া বাসস্থানের আকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন যথা :—

শালাসন্মিতম্ মণ্ডলদ্বীপ সম্মিতংবা যত্রবা।
খত্রা স্বয়ংখাতাঃ সর্ব্বতোঽভিমুখাঃ স্যুঃ॥

ইষ্টকাকার দ্বীপাকার মণ্ডল ভূভাগ অথবা যে স্থানের পার্শ্বে অকৃত্রিম খাত ও গর্ত্তাদি জলাশয় থাকে সেরূপ স্থান বাসার্থে মনোনীত করিবে। শালা অর্থাৎ ইষ্টক, দ্বীপাকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে দ্বীপ যেমন ক্রমোচ্চ সেইরূপ স্থানে বাস করিবে, এই রূপ স্থলে জলনির্গমণের বিশেষ সুবিধা থাকে। অনুদ্বার বাসগৃহ করিবে অর্থাৎ যে দিকে দ্বার রাখিবে তাহার ঋজুভাবে বা সমসূত্রভাবে অন্যদিকে দ্বার রক্ষা করিবে।

মহর্ষি আরও বলিয়াছেন যথা :—

তত্রাবসানং প্রাগ্দ্বারং যশস্কামঃ, বলকামঃ।
কুর্ব্বীত উদগ্দ্বারং, পুত্র পশুকামঃ দক্ষিণ দ্বারং॥
সর্ব্বকামঃ ন প্রত্যগ্দ্বারং কুর্ব্বীত॥

যিনি যশকামনা করেন তিনি পূর্ব্বদ্বার গৃহরচনা করিবেন। পুত্র ও পশুকাম ব্যক্তি উত্তরদ্বার, সর্ব্বকাম ব্যক্তি দক্ষিণদ্বার আবাস নির্ম্মাণ করিবেন। পশ্চিমদ্বার গৃহ কখনও নির্ম্মাণ করিবে-না। ইহার তাৎপর্য্য এই, যশ ও বল স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, সুতরাং পূর্ব্বদ্বার গৃহ নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে প্রভাতকালীন রবিরশ্মিপাত হওয়ায় গৃহ সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে, এই নিমিত্ত পীড়ার সম্ভাবনা থাকেনা। উত্তরদিগাগত বায়ু প্রবাহ পশু প্রকৃতির অনুকূল, এই নিমিত্ত পুত্র ও পশুকাম উত্তরদ্বার বিশিষ্ট ভবন করিবে। দক্ষিণাগত মলয় বায়ু জননশক্তির সংবৰ্দ্ধক সুতরাং

উত্তরদ্বার গৃহ পুত্রকামীর উপযুক্ত। দক্ষিণবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সেই গৃহ মানব দেহের খেদ উৎপন্ন করেনা, সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি থাকে, এই নিমিত্ত দক্ষিণদ্বার গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণে সূর্য্য গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ প্রতপ্ত করেন, তখন পশ্চিমদ্বার গৃহের অঙ্গনে সূর্য্যরশ্মিপাতের সুবিধা হয় না, তাহাতে রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা। অপরাহ্ণকালে পতনোন্মুখ রৌদ্র প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া মানব দেহ স্পর্শ করিয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে সুতরাং তাহাতে পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা, এই নিমিত্ত পশ্চিমদ্বার গৃহ বাসের অযোগ্য।

মহর্ষি গোভিল গৃহপার্শ্বে অযোগ্য বৃক্ষের রোপন নিষেধ করিয়াছেন যথা :—

বর্জ্জয়েৎ পূর্ব্বতোঽশ্বত্থং প্লক্ষং দক্ষিণতস্তথা।
ন্যগ্রোধম্পরাদ্ দেশাৎ উত্তরচ্চাপ্যুদম্বরং॥
অশ্বত্থাদগ্নিভয়ং বিদ্যাৎ প্লক্ষাৎ ব্রূয়াৎ প্রমায়ুকাম্।
ন্যগ্রোধাচ্ছস্ত্র সম্পীড়াম্ অক্ষ্যাময়ম্ উদুম্বরাৎ॥
আদিত্য দৈবতোঽশ্বত্থঃ প্লক্ষোহি যমদৈবতঃ।
ন্যগ্রোধ বারুণো বৃক্ষঃ প্রাজাপত্যউদুম্বরঃ॥

বাসভবনের পূর্ব্বভাগে অশ্বত্থ বৃক্ষ রাখিবেনা, কারণ পূর্ব্বদিকস্থ অশ্বত্থবৃক্ষ গৃহের অগ্নিভয় উৎপাদন করে। বাটীর দক্ষিণদিকে প্লক্ষ (পাকুড় বট) বৃক্ষ থাকিলে আয়ুঃক্ষয় সম্ভাবনা হয়। অতএব দক্ষিণে প্লক্ষ রাখিবেনা। পশ্চিম দিকে ন্যগ্রোধ (নাকুড়) বৃক্ষ থাকিলে শস্ত্রভয় আশঙ্কা থাকে। সুতরাং পশ্চিমে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ রাখিবে না। উত্তরদিকে

উদুম্বর (যজ্ঞডুম্বুর) বৃক্ষ থাকিলে চক্ষুপীড়া হয়, অতএব উত্তরদিকে যজ্ঞডুম্বুর রাখিবেনা। তাৎপর্য্য এই অশ্বথবৃক্ষের দেবতা আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য,সূর্য্য তেজোময় এইজন্য অশ্বথবৃক্ষকে তেজস্বরূপ অগ্নির আশঙ্কা স্থাপন করিয়াছেন। প্লক্ষের দেবতা যম,যম মরণের অধিপতি এইজন্য প্লক্ষ বৃক্ষ হইতে আযুঃ-ক্ষয় আশঙ্কা করিয়াছেন। ন্যগ্রোধবৃক্ষের দেবতা বরুণ, প্রাচীন কালে বরুণ দেবতাক ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে বারুণাস্ত্র নির্ম্মাণ হইত, এই নিমিত্ত ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে শস্ত্রভয় লিখিয়াছেন। উদুম্বর বৃক্ষের অধিপতি প্রজাপতি, উদুম্বর বৃক্ষের নির্য্যাস চক্ষুস্পৃষ্ট হইলে চক্ষু নষ্ট হয়, এইজন্য উদুম্বর বৃক্ষকে গৃহসন্নিধানে স্থান দিবে না। এইপ্রকার বৃহৎকায় বৃক্ষসকল বাস্তুর চতুষ্পার্শ্বে থাকিলে নানা প্রকার অসুবিধা হয় এই নিমিত্ত বাসভবনের সন্নিধানে এই সকল বৃক্ষ রাখিবে না।

শিষ্য। এক্ষণে এই বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যদি কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল,তাহা হইলে সকল জাতিই কি শ্রমসাধ্য কৃষিকার্য্য স্বহস্তে করিতে লাগিল ?

গুরু। বৎস ! তাহা নহে, তোমাকে আনুপূর্ব্বিক আশ্রম-ধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতিসকলের এক সাধারণ ধর্ম্ম আছে, জাতি চতুষ্টয়েরই তাহা পরিপালনীয়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

> ভৃত্যাদি ভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
> ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীয়তে ॥

দয়া সমস্ত ভূতেষু তিতিক্ষানতিমানিতা।
সত্যং শৌচ মনায়াসো মাঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা॥
মৈত্রী স্পৃহা তথা তদ্বৎ অকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়াচ সামান্যা বর্ণানাং কথিতাগুণাঃ॥
আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং এতে সামান্ত লক্ষণাঃ।
গুণাং স্তথাপদ্ধর্ম্মংশ্চ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু॥

নিজ নিজ ভৃত্যবর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত সকলের অর্থোপার্জ্জন বিধেয়। ঋতুকালে নিজ নিজ পত্নীতে উপরত হইবে। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া অর্থাৎ পরদুঃখ নিবারণেচ্ছা, তিতিক্ষা অর্থাৎ ধৈর্য্যগুণ,—শীতোষ্ণাদিজনিত দুঃখসহ করা, অনভিমানিতা অর্থাৎ "আমি বড়" এই প্রকার অভিমান পরিত্যাগ করা, সত্য অর্থাৎ অনৃত বাক্য না বলা, উভয় প্রকার শৌচ অর্থাৎ অন্তর ও বাহ্য শৌচ প্রতিপালন করা, মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা বাহ্য শৌচ, ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উত্তেজনা দ্বারা অন্তঃশৌচ করিবে। অনায়াস, অর্থাৎ যাহাতে শরীর অত্যন্ত ক্লিষ্ট না হয় এরূপ পরিশ্রম, মাঙ্গল্য অর্থাৎ মাঙ্গলিক বেশ ভূষা ও চিহ্নধারণ, প্রিয়বাদিতা অর্থাৎ প্রিয়বাক্য প্রয়োগ, মৈত্রী অর্থাৎ বন্ধুভাবে সকলের সহিত সম্মিলিত হওয়া, অস্পৃহা অর্থাৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে এইরূপ অর্থ উপায়—তদতিরিক্ত হইতে বিরত থাকা, অকার্পণ্য অর্থাৎ সাধ্য থাকিতে না দেওয়া, এই সকল সামান্যধর্ম্ম প্রতিপালন সকলের উচিত।

স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত আছে যথা ঃ—

"বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণো ন তস্য ফল মাপ্নুয়াৎ"

যেরূপ কার্য্যে যেরূপ দান করিতে হয়, সাধ্য সত্বে সেইরূপ দান না করিলে সেই কার্য্যের ফল প্রাপ্ত হয় না। অনসূয়া অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ না করা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি সকলেরই এই সমস্ত ধর্ম্ম থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এই জন্ম এই গুলিকে সাধারণধর্ম্ম বলে। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে ব্রাহ্মণজাতির অনুষ্ঠেয় আশ্রমবিধির উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে ক্ষত্রিয়াদিজাতি কিরূপে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনু বলিয়াছেন যথা ঃ—

দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যো ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈ রধীয়ীত চ পার্থিব॥
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবী পরিপালনম্॥
ধরিত্রী পরিপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ॥
ভবন্তি নৃপতেরংশো যতো যজ্ঞাদি কর্ম্মণাম্।
দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ॥
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্থা করোতি যঃ॥

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে, যথাবিহিত যজ্ঞাদির দ্বারা ভগবানের আরাধনায় রত হইবে এবং গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিবে। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক

শত্রু নিহত করিয়া সকলকে রক্ষা করিবে। এইরূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে শত্রু দমন করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। ভূমণ্ডলে যে সমুদায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, রাজা তাহার ফলভাগী হয়েন। রাজা যদি বর্ণসংস্থাপন পূর্ব্বক দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপদবী পাইবার উপযুক্ত হন।

ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপতি মহারাজ যুধিষ্টির, মহাত্মা শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেবকে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে প্রভো! ক্ষত্রিয়জাতির কর্ত্তব্য কি এবং কাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে?"

ভীষ্মদেব বলিলেন—

রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতিশব্দ্যতে।
ব্রাহ্মণানাং ক্ষতত্রাণাৎততঃ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥

যিনি প্রকৃতিপুঞ্জের অনুরঞ্জন-পূর্ব্বক রাজ্য পালন করেন, তিনি রাজশব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যিনি উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সময়ে তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "হে রাজশার্দ্দূল! আমি তোমাকে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম কি তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর।

অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহএব চ॥
আর্জ্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ব্ববর্ণিকাঃ॥

অক্রোধ অর্থাৎ অমর্ষ, সত্যবাক্ অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্য কথা বলা, সম্বিভাগ অর্থাৎ ক্ষমা, প্রজনঃ অর্থাৎ স্বকীয় রমণীতে পুত্রোৎপত্তি, শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা (অন্তর ও বাহ্য) অদ্রোহ অর্থাৎ অনিষ্টচিন্তা না করা, আর্জ্জবং অর্থাৎ ভৃত্যাদি ভরণের নিমিত্ত উপার্জ্জন, সরলতা এই গুলি সমস্ত বর্ণের অবশ্য পরিপালনীয় ধর্ম্ম।

ভগবান মনু বলিয়াছেন

শ্রুতি স্মৃত্যাদিত ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তীমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখম্॥

মানবজাতি বেদ ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া ইহ-জগতে কীর্ত্তি ও পরকালে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং তাহার লক্ষণই বা কি?

গুরু। বৎস! ধর্ম্মের লক্ষণ অনেকে অনেকরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিভিন্ন মত হইলেও ফলে এক রূপই হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন যথা :—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতেচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধ দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥

বেদ স্মৃতি সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ ইহাই ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষণ। ধৃতি—ধৈর্য্য, ক্ষমা—শক্তিসত্ত্বে অপকারী ব্যক্তির প্রত্যপকার না

করা, দম—মনের অবিকৃতিভাব, অস্তেয়—অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণ না করা,শৌচ—যথা বিহিত দেহশুদ্ধি ও অন্তরশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ—ইন্দ্রিয় দমন, ধী—সংশয়াদি নিরাশ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারই কীর্ত্তি ও পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, আশ্রম-বাসীগণের ইহা সতত কর্ত্তব্য।

শিষ্য। ভগবন! ধর্ম্মাচরণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে সকল সময়ে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে জীবিকানির্ব্বাহ কিরূপে সম্ভব হয়, সাধারণতঃ মনুষ্যগণ কিরূপ কর্ম্ম করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রতিলক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা ভ্রম। অবলম্বন-বিহীন হইলে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা। কর্ণধার যদি তরণীর দণ্ড ধারণ না করে, তবে ক্ষেপনী নিক্ষেপে তাহা অযথা পরিচালিত হইয়া সত্বর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহাত্মা ভীষ্মদেব যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন, যথা:—

কায়েন ত্রিবিধং কর্ম্ম বাচা চাপি চতুর্ব্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধঞ্চৈব দশ কর্ম্মপথাং স্ত্যজেৎ॥
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদার মথাপিচ।
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অসৎ প্রলাপংপারুষ্যং পৈশুন্ত মনৃতং তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র নজল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ॥
অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম
কর্ম্মনাং ফল মস্তিহি ত্রিবিধং মনসাচরেৎ।
তস্মাদ্বাকায় মনসা নাচরেদশুভং নরঃ।
শুভাশুভান্ত্যাচরণ হি তস্যতস্যাশ্নুতে ফলম॥

স্তেয়, পরদারগমন ও আত্মহত্যা এই ত্রিবিধ পাপ শারীরিক, অসৎপ্রসঙ্গ, পরুষবাক্যপ্রয়োগ, খলতা, মিথ্যাকথা, এই চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ। পরধনহরণ, অনিষ্টচিন্তা, পরনিন্দা এই গুলি মানসিক পাপ। এই সকল পাপের আচরণ করিতে নাই. মনুষ্য-গণ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান নিবন্ধন তত্তৎ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির আশ্রমধর্ম্ম বিবরণ শুনি-য়াছি, এক্ষণে বৈশ্য ও শূদ্র জাতির বিষয় বলিয়া কৃতার্থ করুণ।

গুরু। পশুপাল্যং বানিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌলোক পিতামহঃ॥
তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্য নৈমিত্তিকাদীনাম্ অনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মনাম্॥

বৈশ্য জাতি পশুপালন বানিজ্য ও কৃষি কর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, লোক পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। তদ্ব্যতীত অধ্যয়ন দান ও যজ্ঞ বৈশ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য

মহাভারতে উক্ত আছে যথা :—

দানমধ্যয়নং যজ্ঞং শৌচেন ধনসঞ্চয়ঃ।
পিতৃবৎ পালয়েদ্বৈশ্যো যুক্তঃ সর্ব্বান্ পশুনিহ॥
বিকর্ম্ম তদভবেদন্যৎ কর্ম্ম যৎ স সমাচরেৎ।
রক্ষয়া স হিতেষাংবৈ মহৎ সুখ মবাপ্নুয়াৎ॥
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদৌ পশূন্।

বৈশ্যজাতি পশুপালন বানিজ্য কৃষিকর্ম্ম অধ্যয়ন যজ্ঞ দান এই সকল কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ভগবান প্রজাপতি তাহাদিগের নিমিত্ত এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বনিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥

পশুরক্ষণ দান যজ্ঞ অধ্যয়ন বানিজ্য এবং বৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ কুসীদ গ্রহণের নিমিত্ত ধন প্রয়োগ, কৃষিকর্ম্ম এই সকল দ্বারা বৈশ্য জাতি জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এক্ষণে শূদ্রজাতির ধর্ম্ম কি বলিতেছি শ্রবণ কর।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

দ্বিজাতি সংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্ব্বাপি ধনৈঃকারুভবেনবা॥
দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈ র্যজেত চ।
পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেনবৈ॥

শূদ্র দ্বিজগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই জাতিত্রয়ের

শুশ্রূষা করিবে ও তাহাদের অধীন হইয়া থাকিবে, শুশ্রূষালব্ধ ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ইহার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বানিজ্য বা কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে ও সেবালব্ধ ধনদ্বারা শূদ্রগণ বৈশ্যদেব নামক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে এবং দানাদি সৎকার্য্য ও পিতৃশ্রদ্ধাদি নিত্য নৈমিত্তক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিবে।

মনু বলিয়াছেন :—

একমেবতু শূদ্রস্য প্রভু কর্ম্মসমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণাণাং শুশ্রূষা মনসূয়য়া॥

অক্লিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিত্রয়ের সেবা করাই শূদ্রের এক মাত্র কার্য্য।

স্মৃতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা :—

শূদ্রস্তু দ্বিজ শুশ্রূষা তয়াহজীবন্ বণিগ্‌ভবেৎ॥

শূদ্রগণ দ্বিজগণের সেবা শুশ্রূষা করিবে। তাহাতে অপটু হইলে বণিক্ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

মহাভারতে লিখিত আছে যথা :—

শূদ্রস্যাপি হি যো ধর্ম্মস্তত্তে বক্ষ্যামি ভারত॥
প্রজাপতির্হি বর্ণাণাং দাসং শূদ্র মকল্পয়ৎ।
তস্মাচ্ছূদ্রস্ত বর্ণাণাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে॥
তেষাং শুশ্রূষণাচ্চৈব মহৎসুখ মবাপ্নুয়াৎ॥
শূদ্র এতান্ পরিচরেন্ত্রীন্ বর্ণাননুপূর্ব্বশঃ।
সঞ্চয়াংশ্চ ন কুর্ব্বীত জাতু শূদ্র কথঞ্চন॥

পাপীয়ান্ হি ধনং লব্ধা বশে কুর্য্যাদগরীয়সঃ।
রাজ্ঞা বা সমনুজ্ঞাতঃ কথং কুর্ব্বীত ধার্ম্মিকঃ॥
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ তস্যোপজীবনম্।
অবশ্য ভরনীয়োহি বর্ণাণাং শূদ্র উচ্যতে॥
ছত্রংবেষ্টন যৌশীর মুপানদ্ব্যজনানিচ।
যাত যামানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারিনে॥
অধার্য্যানি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ।
শূদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তস্য ধর্ম্মধনং হি তৎ॥

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেবকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "হে ভারত। শূদ্রজাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবে, এবং ইঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া শূদ্রেরা সুবিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। শূদ্রজাতি উপরুক্ত বর্ণত্রয়ের সেবালব্ধ ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। কদাচ ধন সঞ্চয় করিবেনা। যেহেতু অধম ব্যক্তিগণ ধনলাভ করিলে তাহারা মান্যব্যক্তিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। পরিচারক শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদির অব্যবহার্য্য ছত্র উপানৎ এবং বসনাদি গ্রহণ করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার ধর্ম্মধন অর্থাৎ ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ বলিয়া অভিহিত হইবে। এই ধন দ্বারা সে পিতৃকার্য্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিবে।

শিষ্য। যদি ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহ স্ব স্ব কার্য্য করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহারা কি করিবে?

গুরু। বৎস! নিজ নিজ বৃত্তি দ্বারা যদি ভৃত্যাদি পোষণ

করিতে না পারে, তাহা হইলে আপৎকল্পে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্মতথাপদি
রাজন্যস্যচবৈশ্যোক্তং শূদ্র কর্ম্ম নবৈতয়োঃ ॥
সামর্থ্যে সতি তৎত্যাজ্যম উভাভ্যামপি পার্থিব।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্ ॥

যজন যাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রভৃতি স্ববৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় অর্থাৎ প্রজাপালন শস্ত্রধারণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্ম অর্থাৎ পশুপালন কৃষি ও বাণিজ্যাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়গণও আপৎকালে বৈশ্য-ধর্ম্ম অনুপালন করিতে পারিবে, পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ কদাপি শূদ্রের ধর্ম্ম অনুসরণ করিবেনা। অর্থাৎ ইহারা কখন দাসভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে না। উপায় থাকিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ও শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবেনা, তবে বিপদ কালে উপায়ান্তর না থাকিলে অগত্যা তাহাও করিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে বৃত্তিসাঙ্কর্য্য না হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। ভগবন্! ব্রাহ্মণজাতি কি নিমিত্ত সকলের প্রধান তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! ব্রাহ্মণজাতি ভগবান প্রজাপতির অত্যুত্তম

অঙ্গ হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন এই নিমিত্ত তাহারা সকল জাতির প্রভু।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

ঊর্দ্ধং নাভের্ম্মধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মান্মেধ্যতমন্তস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
উত্তমাঙ্গোদ্ভবা জ্জৈষ্ঠ্যাদ্ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥
তং হি স্বয়ম্ভুঃ স্বাদাস্যাত্তপ স্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে॥
যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈবপিতরঃ কিম্ভূত মধিকং ততঃ॥
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃনরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

পরমপুরুষ সর্ব্বদা পবিত্র,তদীয় অঙ্গের মধ্যে নাভির ঊর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, এবং তাহা হইতে মুখপ্রদেশ পবিত্রতম, ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং একথা বলিয়াছেন। পবিত্রতম প্রদেশ হইতে ব্রাহ্মণ-জাতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকল বর্ণের প্রথমেই ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সমস্ত বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন বলিয়া ধর্ম্মানুশাসনে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্ববর্ণের প্রভু। দেবলোক ও পিতৃ-লোক হব্য কব্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত হইয়া থাকেন, এবং যথাকালে

বৃষ্টি দ্বারা প্রজা রক্ষা করেন এবং ইহা হইতে জগতে প্রভূত উপকার সংসাধিত হয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন, স্বর্গবাসী দেবতারাও হবনীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া প্রীত হইয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিকতব শ্রেষ্ঠ জাতি ভূমণ্ডলে আর কে আছে?

সৃষ্টপদার্থ নিচয়ের মধ্যে যাহার প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণীগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবিগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা বিদ্বান তাঁহাবাই শ্রেষ্ঠ। বিদ্বানগণের মধ্যে যাঁহাবা শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াদিব অনুষ্ঠান কবিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারাই শ্রেষ্ঠ। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা আবার কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানকাবী তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ তাঁহাবাই আবাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বৎস! ভগবান বলিয়াছেন ব্রাহ্মণের শরীর সনাতনধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি।

মনু বলিয়াছেন যথা:—

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
সহি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যা মধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিৎজগতীগতঃ।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভি জনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥

স্বমেব ব্রাহ্মণোভুঙ্‌ক্তে স্বংবস্তে স্বং দদাতিচ।

আনৃশংস্যা দ্ব্রাহ্মণস্ত ভুঞ্জতে হীতরে জনাঃ॥

সনাতনধর্ম্মের শাশ্বতী অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী আকৃতি ব্রাহ্মণের অঙ্গে বিরাজিতা হইয়া থাকে, উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন তখনই তিনি অবণীমণ্ডলে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন, এবং ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত সর্ব্বজীবের প্রভু স্বরূপ হইয়া থাকেন। পৃথিবীস্থ সমুদায় ধন ব্রাহ্মণের নিজস্ব, সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহণের যোগ্যপাত্র, ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরস্বাম্বিক হইলেও নিজস্ব। যেহেতু ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ বশতঃ অন্যান্ত প্রাণী-গণ ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।

শিষ্য। প্রভো! বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

গুরু। বৎস! ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু এইজন্ত তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমানিদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ।

বিদুষা ব্রাহ্মণেনেদমধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ॥

শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবক্তব্যং সম্যঙ্‌নান্যেন কেনচিৎ।

ইদংশাস্ত্রমধীয়ানো ব্রাহ্মণঃশংসিতব্রতঃ॥

মনোবাক্কায়জৈর্নিত্যং কর্ম্মদোষৈর্নলিপ্যতে।

পুনাতি পঙ্‌ক্তিবংশ্যাংশ্চ সপ্ত সপ্ত পরাবরান্‌॥

ভগবান মনু ব্রাহ্মণের ও অন্যান্য বর্ণের আনুপূর্ব্বিক কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য এই মানবশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যত্নাতিশয় সহকারে এই শাস্ত্র ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করিবেন এবং তাঁহারাই অন্যান্যবর্ণ ও শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিবেন। অন্য কোন বর্ণ ইহা অধ্যাপনের অধিকারী নহে। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণগণ জপনিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া কায়িক বাচনিক মানসিক পাপে লিপ্ত হন না। তিনি পঙক্তি সকল পবিত্র করেন এবং উর্দ্ধ ও অধঃসপ্তম পুরুষ পবিত্র করিয়া থাকেন।

বৎস! বিবেচনা করিয়া দেখ ব্রাহ্মণগণই সকল বর্ণের উপদেষ্টা ও শিক্ষক এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্ববর্ণের প্রধান।

শিষ্য! আচার কাহাকে বলে তাহা এক্ষণে বলুন।

গুরু। বৎস! ভগবান মনু বলিয়াছেন।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএবচ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তোনিত্যংস্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রোনবেদ ফলমশ্নুতে।
আচারেণতু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ॥
এবমাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়োগতিম।
সর্ব্বস্যতপসে মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্॥

সদাচার সম্পন্ন হইলে, ধর্ম্ম রক্ষা হয় ইহাও স্মৃতি ও বেদাদির মত, অতএব আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সদাচার নিষ্ঠ হইবেন, ইহার অন্যথা করিলে তাঁহাকেও পতিত হইতে হইবে। পরন্তু আচারবান্ হইয়া যদি তিনি বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন

তবে তিনি পুণ্যকার্য্যের ফলভাগী হইতে পারেন। মুনিগণ সদাচারকেই তপস্যার মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শিষ্য! প্রভো! ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ কি?

গুরু! বৎস! মীমাংসা মতে "চোদনা লক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ" বিধি প্রতিপাদিত অর্থই ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মোপার্জ্জন হইয়া থাকে। তোমাকে এক্ষণে সামান্যতঃ এ বিষয় এখানে বুঝাইয়া বলিলাম পরন্তু অপরাধ্যায়ে তোমাকে ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ ও ধর্ম্মের উপকারিতা কি তাহা বুঝাইয়া দিব।

এক্ষণে সামান্যতঃ আশ্রমধর্ম্ম বিবৃত করিয়া ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিশেষ বিবরণ বলা যাইতেছে, যেহেতু ব্রাহ্মণ বেদরক্ষক এবং সর্ব্ববর্ণের প্রধান, সুতরাং তিনি কীদৃশ অবস্থায় কালযাপন করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে বিশেষ বিবরণ জানা আবশ্যক।

ইতি তত্ত্বসংহিতায়াং সাধারণাশ্রমনিরূপণনামো দ্বিতীয়স্তবকঃ॥

তৃতীয়-স্তবকঃ।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

শিষ্য। গুরুদেব! এক্ষনে ব্রাহ্মণজাতির ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নিরূপণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুণ। পরন্তুব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম নিরূপণ কি নিমিত্ত ও তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। বৎস! ভগবান মনু সর্ব্বতত্বজ্ঞ, তিনি যে সমস্ত আচারপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা অতীব মনোজ্ঞ এবং জগতের মঙ্গলদায়ক। তিনি দেশ বিশেষের অনুকূল ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া সকলের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। বৎস! সাধুগণের আচার এবং আত্মপ্রসাদ ধর্ম্মের সোপান স্বরূপ। ধর্ম্মপথে বিচরণ করিলে মনুষ্যগণ সুস্থ হইয়া সকল সুখেব অধিকারী হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ প্রথম হইতে চরিত্র গঠণ না করিলে তাহারা স্বীয় জীবনের উন্নতি করিতে পারে না, এইনিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম যথানিয়মে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। এই বহুজন বেষ্টিত ধরিত্রী বহুভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অতি পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র, এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! ভারতবর্ষ কোন স্থানের নাম এবং ইহার নাম ভারতবর্ষ কেন?

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানাম্ এতেষাং মধ্য সংস্থিতঃ।
তস্যাপিমেরু মৈত্রেয় মধ্যে কণকপর্ব্বতঃ॥

এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা ইহাতে জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলি-দ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ এই সাতটী দ্বীপ আছে। এই সপ্তদ্বীপ সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিবৃত্ত। সেই সমুদ্র যথাক্রমে লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ সমুদায় দ্বীপের মধ্যস্থিত, এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে সুমেরু নামে এক কণকময় পর্ব্বত আছে।

হিমবান হেমকুটশ্চ নিষধশ্চাস্ত দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষ পর্ব্বতাঃ॥
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতং।
হরিবর্ষং তথৈবান্যান্ মেরোর্দ্দক্ষিণতো দ্বিজ॥
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা॥

এই সুমেরুপর্ব্বতের দক্ষিণে হিমালয়পর্ব্বত, হেমকুটপর্ব্বত ও নিষধপর্ব্বত। উত্তরে নীলাচলপর্ব্বত, শ্বেতাচলপর্ব্বত ও শৃঙ্গবান-পর্ব্বত। এই ছয়টী পর্ব্বতের নাম বর্ষপর্ব্বত। সুমেরুপর্ব্বতের সর্ব্বদক্ষিণভাগে ভারতবর্ষ, তাহার পর কিম্পুরুষবর্ষ, তদনন্তর হরিবর্ষ, উহার উত্তরদিকে রম্যকপর্ব্বত, তৎপরে হিরণ্ময়বর্ষ এবং সকলের প্রান্তভাগে দক্ষিণদিকে যেরূপ ভারতবর্ষ আছে, সেই-রূপ কুরুবর্ষ নামে অপর একটী দেশ আছে।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
নবযোজন সহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমি রিয়ংস্বর্গ মপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম॥
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান ঋক্ষপর্ব্বত।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্ব্বতাঃ॥
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গোমুক্তি মস্মাৎ প্রযাস্তিবৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে॥

সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণদিকে যে ভূভাগ তাহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া থাকে, এই স্থানে ভারতবংশীয়েরা বাস করিতেন। এই ভারতবর্ষ নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, ও পারিপাত্র নামে ভারতবর্ষে সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। এই পুন্যভূমি ভারতবর্ষে মনুষ্যগণ বাস করিয়া কর্ম্মগুণে স্বর্গ ও নরক ভোগ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-দিকে যে সমুদ্র আছে পূর্ব্বে ইহাকেই লবণসমুদ্র বলিত, এক্ষনে ইহাকে বঙ্গোপসাগর বলে।

ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
নখলন্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্মভূমৌ বিধীয়তে॥
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান তাম্রবর্ণো গভস্তিমান॥
নাগদ্বীপঃ স্তথাসৌম্যো গন্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংবৃতঃ॥

গুরু। বৎস! তোমাকে দেশবিভাগের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্
তংদেব নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রচক্ষতে॥
তস্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্য ক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন, ঐ দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয়ের ও সঙ্কর জাতিগণের মধ্যে যে আচার পরম্পরা প্রচলিত আছে তাহাকে সদাচার বলিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কাণ্যকুব্জ ও মথুরা এই চারিটী দেশকে ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ বলিয়া থাকে, এই ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। এই সমুদায় দেশসম্ভূত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ-গণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্ব স্ব আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে।

হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্ব্যো র্আর্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ ॥
কৃষ্ণসারস্ত চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্ ॥
এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ নিবসেদ্ বৃত্তি কর্শিতঃ ॥
এষা ধর্ম্মস্ত বো যোনিঃ সমাসেন প্রকীর্ত্তিতা।
সম্ভবশ্চাস্য সর্ব্বস্ত বর্ণধর্ম্মান্ নিবোধত ॥

হিমালয়ের উত্তর, বিন্ধ্যাগিরির দক্ষিণ, বিনশন দেশের পূর্ব্ব ও প্রয়াগের পশ্চিম এই ভূভাগকে মধ্যপ্রদেশ বলে। পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তর দক্ষিণে হিমগিরি ও বিন্ধ্যাগিরি ইহার মধ্য স্থানকে পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করিয়া থাকে সেই দেশকে যজ্ঞিয় দেশ বলিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন দেশকে ম্লেচ্ছদেশ কহিয়া থাকে। এই সকল দেশে অধিবাস করা দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য, পরন্তু শূদ্রগণ জীবিকার্জ্জন নিমিত্ত যে কোন দেশে বসতি করিতে পারে।

বিষ্ণুপুরাণে দেশ বিভাগ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা :—

জম্বু প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরোদ্বিজ।
কুশ ক্রৌঞ্চস্তথাশাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥
এতেদ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্ত সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষু সুরাসর্পিদধি দুগ্ধ জলৈঃ সমম্ ॥

যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ মধ্যে শূদ্রাশ্চভাগশঃ।
ইজ্যা যুদ্ধ বানিজ্যাদ্যৈ র্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥

ভারতবর্ষ—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগ-দ্বীপ, সাগরদ্বীপ,সৌম্য, গান্ধর্ব্ব ও বারুণ, এই নয় ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যেসাগরদ্বীপ প্রায় সাগরদ্বারা বেষ্টিত, এই দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে সহস্রযোজন বিস্তৃত, ইহার পূর্ব্বভাগে কিরাতগণ বাস করে। পশ্চিমভাগে যবনগণ ও মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও শূদ্রগণ বাস করে। এই সকল জাতি স্বকীয় বৃত্তি অনুসারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, বৈশ্যগণ বানিজ্যাদিদ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপালন করিয়া ও শূদ্রগণ পরিচর্য্যাদ্বারা এবং অন্যান্য জাতিগণ কৃষি প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

বৎস! এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা ধন্য ও পুণ্যবান।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

পুরুষৈ র্যজ্ঞ পুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈ র্যজ্ঞময়োঃ বিষ্ণুরন্য দ্বীপেষু চান্যথা॥
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতোহি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ।
অত্রজন্ম সহস্রানাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যাং পুণ্য সঞ্চয়াৎ॥

জম্বুদ্বীপবাসী মানবগণ যজ্ঞপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ পারলৌকিক ক্রিয়াদি অনুষ্ঠানের সর্ব্বোত্তম স্থান, কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। প্রাণীগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর কদাচিৎ পুণ্যবলে এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। দেবতাগণ বলেন ভারতবর্ষে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা ধন্য এবং পবিত্র।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকাণি।
ধন্যাস্তুতে ভারত ভূমি ভাগে॥
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গ ভূতে।
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

বৎস! এইরূপ পুণ্যশীল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ নিষেকাদি সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে, তাহাদের পুনরায় নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণের সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিশদরূপে তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতা সবস্ত্র স্নান করিবেন এ বিষয়ে স্মৃতি-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা :—

জাতে পুত্রে পিতুঃ স্নানং সচেলন্তু বিধীয়তে॥
সচেলস্য পিতুঃস্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে।
জাত কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধ মভ্যুদয়েচ যৎ॥

যুগ্মাণ দৈবাংশ্চ পিত্র্যাংশ্চ সম্যক্ সব্য ক্রমাদ্ দ্বিজান্।
পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মনা নান্য মানসঃ॥
দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্ মুখোপিবা।
দেব তীর্থেণ বৈপিণ্ডান্ দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ॥
নান্দীমুখঃ পিতৃগণ স্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ব বৃদ্ধিষু॥

পিতা যদি নিকটে থাকেন, তবে পুত্রজন্মগ্রহণ করিলে সবস্ত্র হইয়া স্নান করিবেন। অনন্তর পুত্রের জাত কর্ম্ম নিবন্ধন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবেন। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে বামদিকে দেবপক্ষ ও দক্ষিণদিকে পিতৃপক্ষ এই উভয়পক্ষে যুগ্ম যুগ্ম ব্রাহ্মণ স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন। গৃহস্থব্যক্তি প্রাঙ্মুখ কিম্বা উত্তরমুখ হইয়া দধি, আতপতণ্ডুল ও কুলদ্বারা আভ্যুদয়িক নিমিত্ত পিণ্ড, দেবতীর্থ দ্বারা বা প্রজাপতিতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবেন। এই শ্রাদ্ধের দ্বারা নান্দীমুখ পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি সমুদয়-আভ্যুদয়িক কার্য্যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিবেন।

কন্যা পুত্র বিবাহেষু প্রবেশে নব বেশ্মনঃ।
নাম কর্ম্মনি বালানাং চুড়াকর্ম্মাদিকে তথা।
সীমন্তোন্নয়নেচৈব পুত্রাদি মুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পুজয়েৎ প্রযতোগৃহী॥

কন্যা ও পুত্রের বিবাহকালে, নবগৃহ প্রবেশ কালে, বালকের নামকরণসময়ে, চূড়াকার্য্যে সীমন্তোন্নয়ন ও পুত্রমুখ সন্দর্শন সময়ে গৃহস্থব্যক্তি আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে।

শিষ্য। ইহার নাম নান্দীমুখ হইল কেন? এবং এই শ্রাদ্ধ করিবার অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

কন্যা পুত্র বিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নাম কর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি মুখ দর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥
যুগ্মাংস্তু প্রাঙ্মুখান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ মনুজেশ্বর॥

কন্যা পুত্রের বিবাহ, নবগৃহ প্রবেশ, বালকাদির নামকরণ ও চূড়াকর্ম্মে, সীমন্তোন্নয়ননামক সংস্কারকর্ম্মে এবং পুত্রাদির মুখদর্শন সময়ে গৃহীব্যক্তি সংযতচিত্তে নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন এবং তাহাতে দৈবপক্ষে প্রাঙ্মুখ দুইটী ব্রাহ্মণের ভোজন করাইবেন। এই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া গৃহস্থের অভ্যুদয় বিধান করেন এই নিমিত্ত ইহাকে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বলে। নান্দী অর্থাৎ আনন্দসূচক কার্য্য।

বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন যথা:—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধং সপিণ্ডনম্।
পার্ব্বণঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং গোষ্ঠ্যাং শুদ্ধ্যর্থ মষ্টমম্॥
যাত্রাস্বেকাদশং প্রোক্তং পুষ্ট্যর্থং দ্বাদশংস্মৃতং।
কর্ম্মাঙ্গং নবমং শ্রাদ্ধং প্রোক্তং দৈবিকং দশমং স্মৃতম্।

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, সপিণ্ডন, পার্ব্বণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধির নিমিত্ত, তীর্থযাত্রা নিমিত্ত, কর্ম্মাঙ্গ এবং দেবোদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। বিশ্বামিত্র ঋষি ইহা বলিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।

পুত্র জন্মিবার দশম দিবসে পিতা নামকরণ করিবেন।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

প্রাঙ্ নাভি বর্দ্ধনাৎ পুংসো জাত কর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনশ্চাস্য হিরণ্য মধু সর্পিষাম্॥
নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে॥
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং॥
শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্য সংযুতং॥
স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরম্।
মঙ্গল্যং দীর্ঘ বর্ণান্ত মাশির্ব্বাদাভিধানবৎ॥

বালকের জন্ম হইলে নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে তাহার জাত-কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য এবং সেই সময়ে স্বগৃহোক্ত মন্ত্রে তাহাকে স্বর্ণ মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবে। জাতবালকের নামকরণ দশম অথবা দ্বাদশ দিনে করিতে হইবে। অথবা তাহার পর যে দিবসে জ্যোতিষশাস্ত্রমতে শুভ নক্ষত্র তিথি

ও নক্ষত্রাদি পাওয়া যাইবে সেই দিনে করিবে। দ্বিজবালকের মঙ্গলবাচক নাম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের হীনতাবাচক নাম রাখিবে। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্ম অথবা অন্য কোন প্রকার রক্ষাবাচকশব্দ, বৈশ্যের ভূতি প্রভৃতি ধনবাচক এবং শূদ্রের দাসাদিপ্রেষ্যবাচক শব্দ সংযোগ করিতে হয়। যথা শুভশর্ম্ম বলবর্ম্মা, বসুভূতি, দীনদাস প্রভৃতি।

স্ত্রীলোকের নাম রক্ষা করিতে হইলে অনায়াসে উচ্চারণ হইতে পারে এরূপ নাম রাখিবে, এবং ক্রুরার্থব্যঞ্জক ও দীর্ঘস্বর যুক্ত নাম রাখিবে না।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

দেব পূর্ব্বং নরাখ্যংহি শর্ম্ম বর্ম্মাদি সংযুতম।
শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্॥
গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ।
নার্থ হীনং নবাশস্তং নাপ শব্দ যুতং তথা॥
নামঙ্গল্যং জুগুপ্সং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্।
নাতি দীর্ঘং নহ্রস্বং বা নাতি গুর্ব্বক্ষরান্বিতম্॥
সুখোচ্চার্য্যন্তু তন্নাম কুর্য্যাৎ যৎ প্রবণাক্ষরম্।

নামের প্রথমে দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতি সংযুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণের নামের অন্তে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্য ও শূদ্রের নামের অন্তে গুপ্ত ও দাস প্রভৃতি শব্দ বিন্যাস করা কর্ত্তব্য। অর্থহীন অপ্রশস্ত অপভ্রংশ শব্দযুক্ত অমঙ্গল্য ও জুগুপ্সিত

নাম ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। নামের অক্ষরগুলি বিষম না হয়, অনতিদীর্ঘ অনতিহ্রস্ব ও অনতিসংযুক্তাক্ষর বিশিষ্ট সুখোচ্চার্য্য কোমল অক্ষরবিশিষ্ট নাম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অনন্তর অন্নপ্রাশন চূড়াকরণাদি সমাপনান্তে উপনয়ন সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ততোঽনন্তর সংস্কার সংস্কৃতো গুরু বেশ্মনি।
যথোক্তবিধি মাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্ বিদ্যা পরিগ্রহম্॥
গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্য উপনয়নং।
গর্ভৈকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিণঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥

গর্ভাষ্টমকালে ব্রাহ্মণের উপনয়নসংস্কার বিধেয়। ক্ষত্রিয়ের গর্ভএকাদশে, বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশবৎসরে উপনয়ন সংস্কার করা কর্ত্তব্য। গর্ভারম্ভ সময় লইয়া অষ্টমাদি বর্ষ হইলে গর্ভাষ্টমাদি বলে। ব্রহ্মতেজকামী ব্রাহ্মণের পঞ্চমবর্ষে, বলার্থী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠবর্ষে ও ধনার্থী বৈশ্যের অষ্টমবৎসরে উপনয়ন সংস্কার করা বিধেয়।

শিষ্য। ব্রাহ্মণ কতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন?

গুরু। বৎস! ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইতে পারে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্তেত।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতে বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকাল মসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতাব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্য বিগর্হিতাঃ॥
নৈতৈবপূতৈর্বিধি বদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মণ্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধানাচরেদ্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥

ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শবর্ষ,ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশবর্ষ, বৈশের গর্ভ-চতুর্বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল, ইহার মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারে। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎ কাল পর্য্যন্তও সংস্কৃত না হয় তাহা হইলে তাহারা উপনয়ন ভ্রষ্ট হইয়া সাধু সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। এবং ইহাদিগকে ব্রাত্য প্রায়-শ্চিত্তাই বলা যায়।

এই সকল অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির সহিত ব্রাহ্মণগণ আপদ-কালেও কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিবেন না। ইহাঁদের যাজন অধ্যা-পন অথবা ইহাঁদিগকে কন্যাদান বা ইহাঁদের কন্যা গ্রহণ কদাপি করিবেনা।

উপনয়ন শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাং যজ্ঞসূত্রধার-ণাদি রূপ প্রধান সংস্কারঃ।" অধ্যাপনার্থং আচার্য্য সমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নং। যথা স্মৃতিঃ।

গৃহোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপংনীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাদ্বালস্যোপনয়নং বিদুঃ॥

যে সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া বালক গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে পারে তাহাকে উপনয়ন সংস্কার বলে।

গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণ স্যোপনয়নং।
রাজ্ঞা মেকাদশে সৈ্যকে বিশামেকে যথাকুলং॥
ব্রহ্ম বর্চ্চস কামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে॥

ব্রাহ্মণের গর্ভান্বিতঅষ্টমবর্ষে অথবা কেবল অষ্টমবর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশবর্ষে উপনয়ন সংস্কার কর্ত্তব্য এবং কুলধর্ম্মানুসারে বৈশ্যগণ উপনয়ন গ্রহণ করিবে; কিন্তু ব্রহ্মবর্চ্চকামী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চমবর্ষে উপনয়নসংস্কার করাইবেন।

শিষ্য! প্রভো! এক্ষনে উপনয়নের বিহিত সময় বলিয়া কৃতার্থ করুণ।

গুরু। বৎস! কৃত্যচিন্তামণিনামকগ্রন্থে লিখিত আছে যথা:—

জন্মোদয়েজন্ম সুতারকাসু মাসেঽথবা জন্মনি জন্মভেবা।
ব্রতেন বিপ্রো ন বহু শ্রুতোপি বিদ্যা বিশেষৈঃ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং॥

জন্মনক্ষত্র জন্মদিন জন্মবার ও জন্মলগ্নে উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে। কারণ এই সকল সময়ে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইলে বালক বহুশ্রুত অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যা বিমণ্ডিত হইয়া থাকে; কিন্তু অকালে উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে না। যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে যথা:—

অস্তং গতে দৈত্যগুরৌ গুরৌবাপ্যক্ষেঽপি বা পাপযুতেঽপ্যযুক্তে।
ব্রতোপনীতো দিবসে প্রনাশং প্রযাতি দেবৈরপি রক্ষিতো যঃ॥

শুক্র কিম্বা বৃহস্পতি যদি পাপগ্রহ অথবা পাপনক্ষত্র সংযুক্ত থাকেন কিম্বা অস্ত গমন করেন তবে তৎকালে গুরু শুক্রের অস্তনিবন্ধন অকাল হইয়া থাকে। অকালে উপনয়ন সংস্কার বিধি

বোধিত নহে। অকালে উপনয়ন দিলে দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও বালকের প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে।

শিষ্য ! প্রভো! বৃহস্পতি ও শুক্রের অস্ত হইলে কতদিন অকাল হয়।

গুরু! জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে যথা :—

গুরোরস্তাৎ প্রাক্‌বৃদ্ধত্বে পঞ্চদশাহঃ।
তস্যাস্তে দ্বাত্রিংশদ্দিনং ॥
তস্যোদয়াৎ পরং বালত্বে পঞ্চদশাহঃ।
গুর্ব্বাদিত্য যোগে স্থিতিকালঃ দশাহানি ॥

সিংহে গুরোঃ স্থিতি কালঃ সম্বৎসর স্থূলঃ। অস্য বিশেষঃ যদি মাঘ পৌর্ণমাস্যাং মঘা নক্ষত্রং প্রাপ্যতে তদৈবং ভাব্যং। বক্রিগুরৌ একবর্ষঃ। অয়মেব লুপ্ত সংবৎসরঃ। পূর্ব্বরাশি গত্রাতিচারি গুরোপঞ্চচত্বারিংশৎ দিনং নীচস্থ গুরোঃ স্থিতিকালঃ সংবৎসর স্থূলঃ। রাহু যুক্ত গুরোঃ স্থিতি সময়ঃ একাব্দঃ স্থূলঃ। ভৃগোর্মহাস্তাৎ প্রাক্ বৃদ্ধত্বে পঞ্চদশাহঃ। তস্য মহাস্তে দ্বিসপ্ততি দিনং, তস্যোদয়াৎ পরং বালত্বে দশাহঃ। এতত্রয়ং শীঘ্রাস্ত মুচ্যতে। ভৃগোঃ পাদাস্তাৎ প্রাক্ বৃদ্ধত্বে দশাহং। তস্য পাদাস্তে দ্বাদশাহঃ। তস্যোদয়াৎ পরং বালত্বে দিনত্রয়ং। এতত্রয়ং বক্রাস্ত মুদিতং। মলমাসে মাসমেকং ভাণুলাঙ্ঘত মাসে ক্ষয়মাসে চ তদেব। ভূকম্পাদ্যদ্ভূতে-সপ্তাহঃ। পৌষাদি চতুর্মাসে একদিন পশু-চরণাঙ্কিত বর্ষণে তদ্দিনং। দিনদ্বয় চরণাঙ্কিত বর্ষণে দিন-ত্রয়ং। দিনত্রয় চরণাঙ্কিত বর্ষণে সপ্তাহঃ। দক্ষিণায়নে ষণ্মাসাঃ। শ্রীহরি শয়নে চতুর্ম্মাসঃ। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণে কর্ম্মবিশেষে একত্রিসপ্ত দিনানি।

বৃহস্পতির অস্তের পূর্ব্বে বৃদ্ধত্ব হইলে পঞ্চদশ দিবস অকাল হইবে। তদনন্তর দ্বাত্রিংশৎ দিন অকাল। বৃহস্পতির উদয়ের পর বালত্বনিবন্ধন পঞ্চদশ দিবস অকাল। বৃহস্পতি ও সূর্য্য একরাশিস্থ এবং একনক্ষত্রান্বিত হইলে দশদিবস অকাল হইবে। সিংহরাশিতে বৃহস্পতির স্থিতিকাল একবৎসর। যদি মাঘী পূর্ণিমা মঘানক্ষত্র যুক্ত হয় তাহা হইলে এইরূপ অকাল হইয়া থাকে। অন্যথা সিংহস্থ গুরু হইলেও অকাল হয় না। বৃহস্পতি বক্রভাব হইলে অষ্টাবিংশতি দিন অকাল হইয়া থাকে। পূর্ব্বরাশিতে অনাগত হইয়া বৃহস্পতির অতিচার হইলে এক-বৎসর অকাল হয়। ইহাকে লুপ্ত সংবৎসর বলে। পূর্ব্বরাশিতে আগত হইয়া যদি অতিচার হয় তবে পঞ্চচত্বারিংশৎ দিন অকাল হয়। ভূমিকম্প হইলে সপ্তাহ অকাল, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই মাস চতুষ্টয়ে যদি একদিন পশুচরণাঙ্কিত বর্ষণ হয় তবে সেইদিন অকাল হইবে। উপর্য্যুপরি ঐরূপভাবে দুইদিন জল হইলে তিনদিন অকাল হইবে। তিনদিন ঐরূপ জল হইলে সপ্তাহকাল অকাল হয়। দক্ষিণায়নে ছয়মাস, হরিশয়নে চারিমাস এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে কর্ম্ম বিশেষে এক, তিন এবং সপ্তাহ-কাল অকাল হইয়া থাকে।

ভুজবলভীম ও কৃত্যচিন্তামনিনামকগ্রন্থে উপনয়নের কাল নিম্নলিখিতরূপে স্থির করিয়াছেন যথা :—

স্বাতী শক্র ধনাশ্বি মিত্র করভে পৌষ্ণেজ্য চিত্রা হরিস্বিন্দৌ।
তোয় পত্যৌ ভগে দিতি সুতে ভাদ্রদ্বয়ে সাগরে॥

কেন্দ্রস্থে ভৃগুজেহঙ্গিরঃ শশি সুতে চন্দ্রেচ তারে শুভে।
কর্ত্তব্যং ব্রত্ত কর্ম্ম মঙ্গল তিথৌ যায়া সিতার্কেজ্যকাঃ ॥

স্বাতি জ্যেষ্ঠা ধনিষ্ঠা অশ্বিনী অনুরাধা হস্তা চিত্রা শ্রবনা শতভিষা উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বষাঢ়া নক্ষত্রে শুক্রবার বৃহস্পতিবার ও রবিবারে শুভচন্দ্র ও শুভ নক্ষত্রে উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য

'জ্যোতিষদীপিকা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

জীবার্কেন্দুড়ুশুদ্ধৌ হরিশয়ন বহির্ভাস্করে।
চোত্তরস্থে স্বাধ্যায়ে বেদ বর্ণাধিপ ইহশুভদে ॥
ক্ষৌরিভে নাদিতৌচ শুক্রার্কেজ্যর্ক্ষ লগ্নে।
রবি মদন তিথিং প্রোহ্য ষষ্ঠাষ্টমেন্দুং ন জীবা।
স্বাতিচারেহকসিত গুরুদিনে কালশুদ্ধৌ ব্রতং স্যাৎ ॥

বৃহস্পতি রবি চন্দ্র ও নক্ষত্র শুদ্ধ হইলে, বেদ ও বর্ণের অধিপতিগ্রহ শুদ্ধ হইলে দশযোগভঙ্গ যুতযামিত্ররহিত হরিশয়ন ভিন্ন উত্তরায়নে গণগ্রহাদি দোষ রহিত হইলে, রবি বৃহস্পতি ও শুক্রবারে দ্বিতীয়া তৃতীয়া পঞ্চমী একাদশী দ্বাদশী ও দশমী তিথিতে পুষ্যা হস্তা অশ্বিনী উত্তরফল্গুনী উত্তরভাদ্রপদ স্বাতী শ্রবনা ধনিষ্ঠা শতভিষা চিত্রা অনুরাধা মৃগশিরা রেবতী পূর্ব্বফল্গুনী পুর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য।

উপনয়নানন্তর ব্রহ্মচারী বিদ্যাধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে গমন পুর্ব্বক বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধীত শাস্ত্র হইবেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচ মাদিতঃ।
আচার মগ্নি কার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসন মেব চ ॥

উপনয়নানন্তর গুরু শিষ্যকে সমুদায় আচার অগ্নিপরিচর্য্যা ও সন্ধ্যোপাসনাবিধি শিক্ষা দিবেন।

শিষ্য। প্রভো! আচার্য্য কাহাকে বলে, ও উপনয়ন শব্দের অর্থ কি এবং উপনয়নানন্তর কি নিমিত্তই বা বেদাধ্যয়ন করিতে হয়?

গুরু। উপনীয় দদৎবেদ আচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।

যিনি উপনয়নানন্তর বেদাধ্যয়ন উপদেশ দেন তিনিই আচার্য্য। উপনয়ন শব্দে "উপ-বেদসমীপে নীয়তে ইতি উপনয়নং।" উপনয়ন সংস্কার না হইলে বেদাধ্যয়নে অধিকার হয় না, বিশেষতঃ উপনয়নকালে গায়ত্রী পাঠকরণই প্রথম বেদোপদেশ এই নিমিত্ত উপনয়নানন্তর গুরু গৃহে গমনানন্তর বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। "বেদমধীয়ীত" ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন করিবেন এই প্রকার শাস্ত্রোক্ত, নিয়ম থাকায় ব্রাহ্মণের বেদপাঠ নিত্য। না করিলে তাহাতে প্রত্যবায় হয়।

শিষ্য। গুরু কাহাকে বলে?

গুরু। গুরু রগ্নি দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
পতিরেকো গুরু স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

দ্বিজাতিগণের অগ্নি গুরু। এবং ব্রাহ্মণ সকলবর্ণের গুরু। স্ত্রীলোকের পতি একমাত্র গুরু এবং অভ্যাগতব্যক্তি সর্ব্বত্র গুরু।

ত্রয়ঃ পুরুষাঃ গুরবঃ ভবন্তি মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। মাতা পিতা ও আচার্য্য এই তিন জন গুরু।

শিষ্য। এক্ষনে গুরুগৃহে গমন্ করতঃ ব্রহ্মচারী কি অবস্থায় থাকিবেন তাহা বলুন।

গুরু। ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

অধ্যেষমাণস্ত্বাচান্তো যথা শাস্ত্র মুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলি কৃতোঽধ্যাপ্য লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
ব্রহ্মারম্ভেঽবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
সংহত্য হস্তাবধ্যেয়ং সহি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ॥
ব্যস্ত পাণিনা কার্য্য মুপ সংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ প্রষ্টব্যো দক্ষিনেণ চ দক্ষিণং॥

বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত শিষ্য শাস্ত্রানুসারে আচমন করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাঞ্জলি হইয়া পবিত্রবেশে উপ-বেশন করিলে গুরু তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। বেদাধ্যয়নের আরম্ভ ও অবসান কালে প্রতিদিন শিষ্য গুরুর পাদস্পর্শ করি বেন এবং অধ্যয়ন কালে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুসমীপে অবস্থান করিবেন, অধ্যয়নকালের এই কৃতাঞ্জলিকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলিয়া থাকে। (আড়া আড়ি ভাবে) অর্থাৎ উপর্য্যধোভাবে গুরু-পাদস্পর্শ করা কর্ত্তব্য দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দক্ষিণপদ ও বাম হস্তের দ্বারা বামপদ স্পর্শ করিবে।

শিষ্য। আচমন কিরূপে করিতে হয় ইহার ক্রমই বা কি?

গুরু। বৎস আচমনেরও বিধি আছে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ব্রাহ্মেণ বিপ্র স্তীর্থেণ নিত্য কাল মুপস্পৃশেৎ।
কায় ত্রৈদশি কাভ্যাং বান পিত্র্যেণ কদাচন॥

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই ব্রাহ্মতীর্থ অশক্ত পক্ষে প্রজাপতিতীর্থ অথবা

দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন, কদাচ পিতৃতীর্থ দ্বারা আচমন করিবেন না।

শিষ্য। ব্রাহ্মাদি তীর্থ কাহাকে বলে?

গুরু। অঙ্গুষ্ঠ মূলস্য তলে ব্রাহ্মং প্রচক্ষতে।

কায় মঙ্গুলি মূলেঽগ্রেদৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ॥

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলের অধোভাগকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে, কণিষ্ঠাঙ্গুলি-মূলের নাম প্রজাপতিতীর্থ। সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগের নাম দৈবতীর্থ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্য ভাগকে পিতৃতীর্থ বলা যায়।

ত্রিরাচা মেদপঃ পূর্ব্বং দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম্।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যাঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরং॥
অনুষ্ঠাভি রফে নাভি রদ্ভি স্তীর্থেণ ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদা চামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ॥
হৃদগাভিঃ পূযতেবিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভি রন্ততঃ॥

ব্রাহ্মাদি তীর্থের দ্বারা প্রথমে তিন বার জলপান করিতে হয়। অনন্তর ওষ্ঠ এবং অধর আবৃত্ত করিয়া সজল অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মার্জ্জনা করিতে হয়। অনন্তর জলদ্বারা মুখস্থিত ইন্দ্রিয়ছিদ্র বক্ষঃস্থল ও মস্তক স্পর্শ করিতে হয়।

শৌচাকাঙ্ক্ষীধর্ম্মজ্ঞ আচারবান্ ব্যক্তি নির্জ্জনস্থানে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে বসিয়া উষ্ণ এবং ফেনিল জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ জলে পূর্ব্বোক্ত তীর্থে আচমন করিবেন।

আচমনের জল হৃদগামী হইলে ব্রাহ্মণের, কণ্ঠগামী হইলে

ক্ষত্রিয়ের এবং মুখাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে বৈশ্যের, জিহ্বা ও ওষ্ঠের প্রান্তভাগ স্পর্শ হইলে শূদ্রের পবিত্রতা হয়।

আচমনানন্তর গুরু শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন কারণ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন এই উভয়ের নিয়ম আছে যথা :—

অধ্যেষ্য মানস্ত গুরুর্নিত্য কাল মতন্দ্রিতঃ।
অধীষ ভো ইতি ব্রূয়া দ্বিরামোঽস্তিতি চারমেৎ॥
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্যা দাদাবন্তেচসর্ব্বদা।
স্রবত্য নোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥
প্রাক্‌কুলান্ পর্য্যপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কার মর্হতি॥

শিষ্য যৎকালে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিবেন, সেইসময়ে গুরু অভিহিত হইয়া তাহাকে "ভো! বৎস! অধ্যয়ন কর" বলিয়া পাঠ আরম্ভ করাইবেন। এবং অবসান সময়ে "এই স্থানে পাঠ রহিল" বলিয়া অধ্যয়ন শেষ করাইবেন। বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও সমাপনে ব্রাহ্মণ ওঙ্কার উচ্চারণ করিবেন। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায়। এবং অধ্যয়নাবসানে প্রণব উচ্চারণ না করিলে সমুদয় বিস্মৃত হইতে হয়। পূর্ব্বাগ্র কুশোপরি সমাসীন ও দুইকরে পবিত্র কুশ ধারণ করিয়া পবিত্র হইয়া পঞ্চদশ হ্রস্বস্বর উচ্চারণ যোগ্য কালে প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হয়।

শিষ্য! প্রণব কাহাকে বলে ইহার অর্থ কি? এবং ইহার উচ্চারণের ফল কি?

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ॥
ত্রিভ্য এবতু বেদেভ্যঃ পাদং পাদ মদুদুহৎ।
তদিত্যচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ॥
এতদক্ষর মেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম্।
সন্ধ্যয়োর্বেদ বিদ্বিপ্রো পুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্র কৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেত ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোপ্যেনসো মাসাৎত্বচে বাহির্বিমুচ্যতে॥

প্রণবের অবয়বীভূত অকার উকার ও মকারকে এবং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিত্রয়কে প্রজাপতি-ব্রহ্মা বেদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। পরমেষ্ঠী-প্রজাপতি তিনবেদ হইতে গায়ত্রীর "তদিত্যাদি" পাদত্রয়ও ক্রমে ক্রমে উদ্ধার করিয়াছেন। ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা ত্রিপাদ বিশিষ্টা গায়ত্রী যে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে অবহিতচিত্তে স্মরণ করেন তিনি সমস্ত পুণ্য প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা ব্যতীত অপরসময়ে প্রতিদিন ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা ত্রিপাদগায়ত্রী সহস্রবার জপ করেন, সর্প যেরূপ নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয় তিনিও সেইরূপ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

গায়ত্রী পাঠ না করিলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সাধুসমাজে নিন্দাস্পদ হইয়া থাকেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

এতয়োর্চাবিসংযুক্তঃ কালেচ ক্রিয়য়া স্বয়া।
ব্রহ্মক্ষত্র বিড়যোনির্গর্হনাং যাতি সাধুষু॥

ওঙ্কার পূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদাচৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখম্॥
যোঽধীতেঽহন্যা হন্যেতাং ত্রীনি বর্ষান্যতন্দ্রিতঃ।
সব্রহ্ম পরম ভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥
একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরং তপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎসত্যং বিশিষ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ এই গায়ত্রীর আরাধনা না করেন অথবা যথাকালে স্বকীয় অনুষ্ঠান হইতে বিরত হন তিনি নিন্দাভাগী হইয়া থাকেন প্রণবপূর্ব্বিকা ত্রিপদাগায়ত্রী ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যিনি প্রতিদিন নিরলস হইয়া বর্ষত্রয় প্রণব ও ব্যাহৃতি পূর্ব্বক ত্রিপাদ বিশিষ্টাগায়ত্রী ধ্যান করেন তিনি পরমব্রহ্ম লাভ করেন, বায়ুর ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমন করিতে পারেন এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত অবস্থায় কালযাপন করিতে পারেন একাক্ষর প্রণবই পরমব্রহ্ম এবং প্রাণায়াম পরম তপস্যা।

অকারঃ প্রজাপতি র্ব্রহ্মা উকার বিষ্ণুরুচ্যতে।
মকার মহেশ্বরো প্রোক্তঃ ওঙ্কার ত্রিবিধাত্মকঃ॥

প্রণবনিহিত অকার ব্রহ্মা, উকার বিষ্ণু ও মকার শব্দে মহাদেবকে বুঝায়, অতএব একমাত্র প্রণবোচ্চারণ করিলে ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের নামোচ্চারণ করা হয়। বৎস! এইজন্য সাবিত্রী হইতে আর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই।

সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে।
ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিকো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ॥

অক্ষরস্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ।
বিধি যজ্ঞাজ্জপ যজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশু স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ।
যে পাক যজ্ঞাশ্চত্বারো বিধি যজ্ঞ সমন্বিতাঃ॥
সর্ব্বেতে জপ যজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।

সাবিত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই এবং সত্যবাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। শ্রুতিবিহিত হোম যাগাদি সমুদায় ক্রিয়াই কালে নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রণব অক্ষয়ভাবে বর্ত্তমান থাকে ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। বেদবিহিত যজ্ঞাদি হইতে জপযজ্ঞ দশগুণ শুভপ্রদ, যজ্ঞের মধ্যে উপাংশু জপ (যে জপমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া সমীপস্থ লোক কর্ত্তৃক শ্রুত হয় না) শতগুণ ফলপ্রদ, উপাংশু জপ হইতে মানসজপ সহস্রগুণে শুভপ্রদ। দেব, ভূত, মানুষ এবং পিতৃযজ্ঞ দর্শপৌর্ণমাস বিহিত যাগ, এই সকল অনুষ্ঠান হইলেও জপযজ্ঞের সহিত তুল্য হইতে পারে না।

এক্ষনে ব্রহ্মচারীর কি কর্ত্তব্য বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণ তৎপরঃ।
গুরুগৃহে বসেদ্ভূপ ব্রহ্ম চারী সমাহিতঃ॥
শৌচাচারবতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ।
এতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃত বুদ্ধিনা॥
উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ।
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাৎ গুরোরপ্যভি বাদনম্॥

স্থিতে স্থিতেৎ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি।
শিষ্যো গুরৌ নৃপ শ্রেষ্ঠ প্রতিকুলং ন সন্তজেৎ॥

বালক উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইলে বেদাধ্যয়ন নিমিত্ত ব্রহ্ম-চারী হইয়া সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে। শুচি ও বিশুদ্ধাচারে গুরুসেবা তৎপর হইয়া নিত্য প্রাজাপত্যাদি ব্রতানু-ষ্ঠান করিয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক গুরুসমীপে বেদাধ্যয়ন করিবে। দুইসন্ধ্যা অবহিত চিত্তে অগ্নির উপাসনা ও সূর্য্যোপাসনা করিবে এবং উপাসনা সমাপন হইলে গুরুকে নমস্কার করিবে। গুরু দণ্ডায়মান হইলে দণ্ডায়মান হইবে, গুরু উপবেশন করিলে উপ-বিষ্ট হইবে, গুরু গমন করিলে গমন করিবে এবং হীন ব্যক্তির ন্যায় গুরুসমীপে উপবিষ্ট হইয়া কখন প্রতিকুলাচরণ করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিবার প্রয়োজন কি? সকল ধর্ম্মেই শ্রুত হওয়া যায় গৃহস্থাশ্রম হইতে কোন আশ্রমই উৎকৃষ্ট নহে তবে কি নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করা মনু-ষ্যের পক্ষে বিহিত।

গুরু। বৎস! গৃহস্থাশ্রমের সোপানস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। কারণ কোন উচ্চপ্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে যেরূপ সোপান ব্যতিরেকে প্রাসাদোপরি আরোহণ করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে অধিবাস করিয়া ইন্দ্রি সংযম না করিলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা বড় দুরূহ হইয়া উঠে

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে ইন্দ্রিয়াদি ও তাহার সংযমনে উপায় বলুন?

গুরু। বৎস! কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবন কর। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করিলে মনুষ্য কোন পথে স্থিরভাবে বিচরণ করিতে পারেনা।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষপ হারিষু।
সংযমে যত্ন মাতিষ্ঠে দ্বিদ্বান্ রজ্জেব বাজিনাম॥
একাদশেন্দ্রিয়ান্যাহুর্যানি পূর্ব্বে মনীষিণঃ।
তানি সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি যথাবদ নুপূর্ব্বশঃ॥
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ু পস্থং হস্ত পাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্য নুপূর্ব্বশঃ॥

সারথি যেমন অশ্বরজ্জু সংযমন করিয়া অশ্বগণকে সংযত রাখে তদ্রূপ বিদ্বানব্যক্তি বিষয়কর্ম্ম হইতে প্রবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে দমন করত সংযমী হইবেন। পূর্ব্বে ঋষিগণ যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন সেই সমুদায় সবিস্তারে এক্ষণে বলিতেছি। কর্ণ,ত্বক,চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পাঁচটী ও পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচটী উভয়ে মিলিয়া দশ ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রোত্রাদি পাঁচ ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পায়ুপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং মন একাদশ ইন্দ্রিয়। কারণ ইহা নিজগুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয় ইন্দ্রিয়ের আত্মা স্বরূপ হইয়া থাকে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে।
একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্॥
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।
ইন্দ্রিয়ানাং প্রসঙ্গেন দোষ মৃচ্ছত্যসংশয়ম্॥
সং নিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।
ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি॥
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্ত্ততে॥

ইন্দ্রিয়গণের অনিগ্রহ নিবন্ধন তাহারা বিষয়াসক্ত হইলে জীব দুঃষিতান্তঃকরণ হইয়া থাকে, এবং অন্তঃকরণ দুঃখিত হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা করিবার প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু যাঁহারা বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে সমর্থ হন তাঁহারা অচঞ্চল ভাবে সংযমী হইয়া সমস্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিষয় উপভোগের দ্বারা কামনার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা ভোগোপস্পৃহা পরিত্যাগ করিতে পারেন তাঁহারাই শান্তি লাভ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ভোগ-দ্বারা ভোগের বিনিবৃত্ত হয় বলেন সেটা ভ্রম, যেমন অগ্নিতে ঘৃতা-হুতি প্রদান করিলে অগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়োপভোগ দ্বারা কামনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি বিষয়াদি প্রাপ্ত হইয়া উপভোগস্পৃহা পরিত্যাগ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। জ্ঞানালোচনা দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তি উপশান্ত হয় বিষয়ালোচনা দ্বারা উপশান্ত হয় না।

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তু মসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসিচ।
নবিপ্র দুষ্ট ভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥

বিষয়োপভোগদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ক্রমশঃ দুর্ব্বার হইয়া উঠে। পরন্তু জ্ঞানালোচনাদ্বারা তাহারা ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিয়া থাকে। এইজন্য বিষয়ভোগ করিতে না দিয়া সংযমপ্রয়াসী মানব ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত জ্ঞানালোচনা করিবেন। বেদচর্চ্চাই হউক আর দান যজ্ঞ প্রাণায়াম যে কোন পুণ্য কার্য্য বল, বিষয়লোলুপ দুষ্টব্যক্তিকে কদাচ ইহারা সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

শিষ্য। প্রভো! তবে কি নিমিত্ত লোকে বেদাধ্যয়ন ও ব্রত নিয়মের অনুষ্ঠান করিবে?

গুরু। বৎস! বেদাধ্যয়ন ও ব্রতনিয়মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে এবং অহরহ জ্ঞানালোচনা ও স্বাধ্যয়ন অধ্যপনাদি দ্বারা আকৃষ্ট থাকিলে ভোগস্পৃহা দ্বারা চিত্ত কলুষিত হয় না। এই নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নির্নীত হইয়াছে।

শিষ্য। জিতেন্দ্রিয় কাহাকে বলে!

গুরু। শ্রুত্বা স্পৃষ্টাচ দৃষ্ট্বাচ ভুক্তা ঘ্রাত্বা চ যোনরঃ।
নহৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

যিনি শ্রবন, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন বা আঘ্রাণ প্রভৃতি দ্বারা হর্ষ বা বিষাদ অনুভব করেন না তিনিই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

বৎস ! ইন্দ্রিয় সংযম অতিদুরূহ ব্যাপার, যিনি এই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছেন তিনি সকল সিদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি কোন একটী স্খলিত হয় তবে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া থাকে।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

ইন্দ্রিয়ানান্তুসর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞাদৃতেঃ পাত্রাদি বোদকম্॥
বশেকৃত্যেন্দ্রিয় গ্রামং সংযম্যচ মনস্তথা।
সর্ব্বান সংসাধয়েদর্থানক্ষিন্বন্ যোগতস্তনুম্॥

পাত্রাদি বহুচ্ছিদ্র সমন্বিত না হইলেও যদি তাহাতে একটী মাত্র ছিদ্র থাকে তাহা হইলে পাত্রস্থিত জল যেমন সেই ছিদ্রপথে বিগলিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ একটিমাত্র ইন্দ্রিয় যদি স্খলিত হইয়া যায় তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয় নিচয়কে আয়ত্তাধীন করিয়া চিত্তের সংযম করিলে সমুদায় পুরুষার্থ সাধন হইতে পারে।

যখন চরিত্র সংঘটন এবং চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিপালন করা মনুষ্যের পক্ষে কিরূপ হিতকর ও কর্ত্তব্য তাহা তুমি এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছ।

শিষ্য। এক্ষনে সন্ধ্যাদি উপাসনা কোন সময়ে করিতে হয় তাহা বলুন।

গুরু। পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রী মর্ক দর্শনাৎ।
পশ্চিমান্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষ বিভাবনাৎ॥

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপং স্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমান্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবা কৃতম্॥

সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাবিত্রীজপ পুরঃসর প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা ও সায়ংকালে নক্ষত্র দর্শন পর্য্যন্ত আসনে সমাসীন হইয়া জপবিধি সমাপন করিবে। প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিলে নিশাসঞ্চিত সমুদয় পাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং সায়ংকালে সমাসীন হইয়া জপবিধির অনুষ্ঠান করিলে দিবাকৃত পাপরাশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্র বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজ কর্ম্মনঃ॥

যিনি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জপাদির অনুষ্ঠান না করেন, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। যিনি বেদাধ্যয়নাদি না করেন তিনি কি করিবেন?

গুরু। অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যিকং বিধি মাস্থিতঃ।
সাবিত্রী মপ্য ধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ॥
বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।
নানু রোধোহস্ত্যনধ্যায় হোম মন্ত্রেষু চৈবহি॥
নৈত্যকে নাস্ত্যান ধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হিতৎ স্মৃতম্।
ব্রহ্মাহুতি হুতং পুণ্য মনধ্যায় বষট্ কৃতম্॥
যঃ স্বাধ্যায় মধীতেহব্দং বিধিনা নিয়তঃ শুচিঃ।
তস্য নিত্যং ক্ষরত্যেষ পয়োদধি ঘৃতং মধু॥

বেদ পাঠে অসমর্থ হইলে গ্রামের প্রান্তভাগে নির্জ্জন প্রদেশে

জলসমীপে গমনপূর্ব্বক যত্নসহকারে স্বাধ্যায়াধ্যয়নে আস্থাবান হইয়া অনন্যমনে প্রণব ও ব্যাহৃতি সহকারে গায়ত্রী জপ করিবেন।

শিক্ষা কল্পাদি বেদাঙ্গে নিত্যানুষ্ঠেয় স্বাধ্যায়ে এবং হোম মন্ত্রে অনধ্যায় দিনেও অধ্যয়নের বাধা নাই, নিত্যানুষ্ঠেয় জপ যজ্ঞাদিতে অধ্যয়নের নিষেধ নাই, যেহেতু ইহার বিরাম না থাকায় মনুপ্রভৃতি ঋষিগণ ইহাকে ব্রহ্মসত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনধ্যায়রূপ যজ্ঞ সমাপক বর্ষ কালেও বেদাধ্যয়ন রূপ আহুতি পুণ্য জনক হইয়া থাকে।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যথাঃ—

দিনান্ত সন্ধ্যাং সূর্য্যেন পূর্ব্বা মৃক্ষৈর্য্যুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেদ্ যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব॥
সর্ব্বকাল মুপস্থানং সন্ধ্যয়োঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচ বিভ্র মাতুর ভীতিতঃ॥
সূর্য্যেনাভ্যুদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেন চ স্বপন্।
অন্যত্রাতুর ভাবাত্তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ॥
তস্মাদনুদিতে সূর্য্যে সমুত্থায় মহীপতে।
উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যা মস্বপংশ্চ দিনান্তজাম্॥
উপতিষ্ঠন্তি যে সন্ধ্যাং নপূর্ব্বাং নচ পশ্চিমাং।
ব্রজন্তিতে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ॥

ব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃসন্ধ্যা এবং অর্দ্ধাস্তময়কাল পর্য্যন্ত সায়ংসন্ধ্যার প্রকৃতকাল এই সময়ে আচমন করিয়া

শুচী হইয়া সন্ধ্যা করিবে। অশৌচ কালে সন্ধ্যা করিবে না। যাঁহারা প্রত্যহ সন্ধ্যা না করেন তাঁহারা পরকালে তামিস্র নামক ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হইয়া বহুযাতনা ভোগ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! উপনয়নসংস্কার কোন তিথি নক্ষত্রে করিবে ও তাহার ক্রম কি তাহা বলেন নাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে সকল বিশদ ভাবে বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুণ।

গুরু। বৎস! বিহিত মাসে ও বিহিত দিনে উপনয়ন লইতে হয় তৎসমুদায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিহিত মাসে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহার কিরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, কৃত্যচিন্তামণিনামকগ্রন্থে তাহার সবিশেষ প্রমাণ আছে যথা :—

মাঘে দ্রবিণ শীলাঢ্যঃ ফাল্গুনে চ দৃঢ় ব্রতঃ।
চৈত্রে ভবতি মেধাবী বৈশাখে কোবিদো ভবেৎ॥
জ্যৈষ্ঠে গহণ নীতিজ্ঞ আষাঢ়ে ক্রতু ভাজনঃ।
শেষেষন্যেষু রাত্রিঃ স্যান্নিষিদ্ধং নিশিচ ব্রতং॥

মাঘ মাসে বালকের উপনয়ন হইলে দানশীল, ফাগুনে উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইলে সংযতব্রত, চৈত্রমাসে মেধাবী, বৈশাখে পণ্ডিত হইয়া থাকে, জ্যৈষ্ঠমাসে বালকের উপনয়ন হইলে জ্ঞাননীতিজ্ঞ, আষাঢ়মাসে যজ্ঞভাজন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্তকাল রাত্রিনামে খ্যাত হইয়া থাকে, রাত্রিকলে উপনয়নের বিধি নাই।

রাজমার্ত্তণ্ড নামক গ্রন্থে উক্ত আছে যথা :—

পুনর্ব্বসৌ কৃতো বিপ্রঃ পুণঃ সংস্কার মর্হতি।

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে উপনীত হইলে তাহার পুনরুপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য। বৃদ্ধগার্গ্য বলিয়াছেন যথা :—

স্মৃতি যুক্তাননধ্যায়ান্ সপ্তমীঞ্চ ত্রয়োদশীং।
পক্ষয়োর্মাঘ মাসস্য দ্বিতীয়াং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

স্মৃত্যুক্ত অনধ্যায় তিথি সপ্তমী ও ত্রয়োদশী এবং মাঘ মাসে উভয় পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপনয়ন সংস্কার পরিবর্জ্জন করিবে এবং চৈত্রশুক্লতৃতীয়া আষাঢ় শুক্লদশমী মন্বন্তরা বলিয়া এবং বৈশাখ শুক্লতৃতীয়া যুগাদ্যা বলিয়া উপনয়নের অযোগ্যকাল।

ষষ্ঠ্যামশুচিরভার্য্য রিক্তাসু বহুদোষ ভাক্।

ষষ্ঠীতিথিতে উপনয়ন হইলে অশুচি ও অভার্য্য হইয়া থাকে, রিক্তা তিথিতে উপনয়ন দিলে বহুদোষযুক্ত হইয়া থাকে। যদ্যপি কোন কোন বচনে উভয়পক্ষে উপনয়নের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলেও আশ্বলায়ন বচনানুসারে শুক্লপক্ষেই উপনয়ন সংস্কার যুক্তিযুক্ত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সামগ ব্যক্তিদিগের কুজ অর্থাৎ মঙ্গলবারেও উপনয়নের বিধি আছে। শ্রীপতি রত্নমালাকৃত্যচিন্তামণিধৃত বাৎস্যবচনের দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে যথা :—

শাখাধিপে বলিনি কেন্দ্রগতেঽথ বাস্মিন্।
বারেঽস্য চোপনয়নং কথিতং দ্বিজানাং॥
নীচস্থিতেঽরি গৃহেঽচ পরাজিতেবা।
জীবে ভৃগাবুপনয়নঃ স্মৃতি কর্ম্ম হীনঃ॥

শাখাধিপতি যদি কেন্দ্রগত হইয়া উচ্চস্থ হন তবে তত্তৎবারেও উপনয়ন হইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! কোন্ গ্রহ কোন্ বেদের শাখাধিপতি তাহা বিস্তার করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! দীপিকা নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত আছে যথা :—

ঋগ্বেদাধি পতির্জীবো যজুর্ব্বেদাধিপঃ সিতঃ।
সাম বেদাধিপো ভৌমঃ শশিজোঽথর্ব্ব বেদ রাট্॥

বৃহস্পতি ঋগ্বেদের অধিপতি, চন্দ্র যজুর্ব্বেদের, মঙ্গলগ্রহ সামবেদের এবং বুধ অথর্ব্ববেদের অধিপতি।

ব্রাহ্মণে শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভৌম ভাস্করৌ।
চন্দ্রো বৈশ্যে বুধঃ শূদ্রে পতি র্মন্দোঽন্ত্যজে জনে॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের বেদাধিপতি বিচার করাও উপনয়নকালে কর্ত্তব্য এই জন্য কোন্ বর্ণের কোন্ গ্রহ বেদাধিপতি তাহাও লিখিত হইতেছে। ব্রাহ্মণের শুক্র ও বৃহস্পতি, ক্ষত্রিয়বর্ণের মঙ্গল ও রবি, বৈশ্যবর্ণের চন্দ্র, শূদ্রবর্ণের বুধ এবং অন্ত্যবর্ণের মন্দ অর্থাৎ শনিগ্রহ বেদাধিপতি।

এক্ষনে উপনয়নের অনুষ্ঠান বিধি লিখিত হইতেছে। যথা :—

তত্র প্রথমং প্রাতঃকৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ পিতা পিত্রাদ্য এবাচার্য্যোবৃত্ত স্তদসম্ভবে মানবকবৃতো বা সমুদ্ভব নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষ জপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য মানবকং প্রাতর্ভোজয়িত্বা অগ্ন্যুত্তরতো নীত্বা শিখয়া সহ মুণ্ডিতং

স্নাপিতং কুণ্ডলাদ্যলঙ্কৃতং ক্ষৌম বস্ত্রাবৃতং তদসম্ভবে শুক্লাহত কার্পাসৈক বস্ত্রাবৃতং মানবকং দক্ষিণে পূর্ব্বাভিমুখং নিধায় প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা তত্তন্মন্ত্রৈর্ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ আচার্য্যঃ পঞ্চভির্মন্ত্রৈঃ পঞ্চাহুতীর্জুহুয়াৎ। ততঃ আচার্য্যঃ উদগগ্রেষু কুশেষু কৃতাঞ্জলিঃ প্রাঙ্মুখঃ উর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। অগ্ন্যাচার্য্যয়োর্ম্মধ্যে মানবকোঽপি কৃতাঞ্জলি রাচার্য্যাভিমুখ উদগগ্রেষু কুশেষু উর্দ্ধস্তিষ্ঠেৎ। মানবকস্য দক্ষিণতঃ স্থিতো মন্ত্রবান ব্রাহ্মণো মানবকস্য অঞ্জলি মুদকেন পূরয়তি পশ্চাৎ আচার্য্যস্যাপি। ততো গৃহীত জলাঞ্জলি রাচার্য্যো গৃহীত জলাঞ্জলিং মানবকং পশ্যন্ মন্ত্রং জপতি। তত আচার্য্যো মানবকং মন্ত্রং পাঠয়তি। ততো মাণবকস্যাভি বাদনার্থং দেবতাশ্রয়ং নক্ষত্রাশ্রয়ং গোত্রাশ্রয়ং বা মানবক নাম কল্পয়িত্বা আচার্য্যো মানবকং কথয়তি। ততো আচার্য্যো মানবকং মন্ত্রেণ নামধেয়ং পৃচ্ছতি। মানবকঃ পূর্ব্বাচার্য্য কল্পিতং নাম মন্ত্রেণ কথয়তি। তত আচার্য্যমানবকৌ পূর্ব্বগৃহীত জলাঞ্জলী ত্যজেতাং। আচার্য্যস্তু দক্ষিণেন পানিনা মানবকস্য সাঙ্গুষ্ঠং দক্ষিণং পাণিং মন্ত্রেণ গৃহ্লাতি। ততো গৃহীত মানবকহস্তো মন্ত্রং জপত্যাচার্য্যঃ। ততো মানবক মাচার্য্যো মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণেন ভ্রাময়িত্বা প্রাঙ্মুখং করোতি। ততো মানবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃষ্টা অবতীর্ণেন পানিনা অব্যবহিতং নাভিদেশং আচার্য্যো মন্ত্রেণ স্পৃশতি। ততো মাণবকস্য নাভে রুপরিদেশং মন্ত্রেণ আচার্য্যঃ স্পৃশতি। ততঃ মানবক হৃদয় দেশং মন্ত্রেনাচার্য্যঃ স্পৃশতি। ততো দক্ষিনেণ পাণিনা আচার্য্যঃ

মানবকস্য দক্ষিণস্কন্ধং স্পৃশন্ মন্ত্রং জপতি। ততোবামেন পানিনা মানবকস্থ বামস্কন্ধং স্পৃশন্নাচার্য্যো মন্ত্রং জপতি। অথাচার্য্যো মানবকং মন্ত্রেন সম্বোধয়তি। অথ সম্বোধিতং মাণবকং আচার্য্যো মন্ত্রেন প্রেরয়তি। ব্রহ্মচারীতু সর্ব্বত্র বাঢমিতি ব্রুয়াৎ। ততো স্থগ্নেরুত্তর ভাগে গত্বা আচার্য্য উদগগ্রেষু কুশেষু প্রাঙ্মুখঃ উপবিশতি। ততো আচার্য্যাভিমুখো মানবকঃ পাতিত দক্ষিণ জানুঃ উদগগ্রেষু কুশেষু উপবিশতি। ততঃ প্রবর সংখ্যয়া পঞ্চ বা ত্রয়ো বা মেখলা যজ্ঞোপবীত রূপ গ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ। অথৈনং মানবক মাচার্য্যস্ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কারয়িত্বা ত্রিবৃতাং মুঞ্জমেখলাং পরিধাপয়ন্ মন্ত্রদ্বয়ং বাচয়তি। ততো যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণ সারাজিনান্বিতং আচার্য্যো মানবকং মন্ত্রেণ পরিধাপয়েৎ ততো মানবকঃ আচার্য্যস্থ উপসন্নো ভবতি। ততস্তমুপসন্নং মানবকং আচার্য্যঃ প্রথমং পাদং পাদং ততোঽর্দ্ধমর্দ্ধং ততঃ কৃৎস্নাং সাবিত্রীং অধ্যাপয়েৎ। ততো আচার্য্যো মানবকং মহাব্যাহৃতীঃ পৃথক্ পৃথক্ কৃত্বা প্রণবপূর্ব্বিকাং অধ্যাপয়েৎ। ততো বৈল্বং পালাশং বা মানবক পরিমাণং দণ্ডং মানবকায় প্রযচ্ছন্ আচার্য্যো মানবকং মন্ত্রং বাচয়তি। ততো গৃহীত দণ্ডো ব্রহ্মচারী প্রথমং মাতরং ভিক্ষাং প্রার্থয়তি। ততো মাতৃ বন্ধুন্ ততঃ পিতরং ততঃ পিতৃবন্ধুন্ ততোঽন্যাংশ্চ প্রার্থয়েৎ। ততঃ সর্ব্বং লব্ধভৈক্ষং আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ। ততঃ পূর্ব্ববদাচার্য্যঃ ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমং কৃত্বা প্রাদেশ প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য উদীচ্যং শাট্যায়ন হোমাদি বাম দেব্যগাণান্তং কর্ম্ম নিবর্ত্তয়েৎ।

ততঃ যদি পিতৈবাচার্য্যস্তদা কর্ম্মকারয়িতৃব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। অথান্য এবাচার্য্যো বৃতঃ তদা যেন বৃতঃ স তস্মৈ দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ব্রহ্মচারীতু তত্রৈব স্থানে দিনান্তং যাবৎ বাগ্‌যতস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ প্রাপ্তায়ং সন্ধ্যায়াং সন্ধ্যামুপাস্য কুশণ্ডিকোক্ত বিধানেন সমুদ্ভব নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য মন্ত্রং জপ্তা দক্ষিণং জানুভূমৌ নিধায় দক্ষিণ পশ্চিমোত্তর ক্রমেণ উদকাঞ্জলিসেকমগ্নি পর্য্যুক্ষণঞ্চ কৃত্বা সমিদ্ধোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাদেশ প্রমাণং ঘৃতাক্তং সমিত্রয়ং গৃহীত্বা আদ্যন্তয়োস্তূষ্ণীং মধ্যে সমন্ত্রকং অগ্নৌ জুহুয়াৎ। ততঃ কর্ম্ম শেষোক্ত বিধিনা পুনরপি অগ্নি পর্য্যুক্ষনোপক্রমং দক্ষিণ পশ্চিমোত্তর ক্রমেণ উদকাঞ্জলিসেকং কুর্য্যাৎ। ততঃ ব্রহ্মচারী অগ্নি মভিবাদ্য মন্ত্রেনাগ্নিং বিসৃজ্য অতীতায়াং সন্ধ্যায়াং ভিক্ষালব্ধমন্নং ক্ষীর লবণ বর্জ্জিতং সঘৃত মুদকেনাভ্যুক্ষ্য ভক্ষণ প্রকরণোক্ত বিধিনা ভুঞ্জীত। এতচ্চ অগ্নি কর্ম্ম সমাবর্ত্তন পর্য্যন্তং প্রত্যহং সায়ং প্রাতঃ কর্ত্তব্যং।

শিষ্য। প্রভো! আপনি উপনয়ন সময়ে স্থান বিশেষে অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ করিলেন, তাহা হইলে কোন্ কার্য্যে কোন্ অগ্নির উল্লেখ করতঃ পূজা করিতে হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! কর্ম্ম বিশেষে অগ্নির ভিন্ন নাম হইয়া থাকে যথা:—

লৌকিকে পাবকোহ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অগ্নেস্ত মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে॥

পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্‌ভো জাতকর্ম্মণি॥
নাম্নি স্যাৎ পার্থিবোঽগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচি স্তথা।
সত্যনামাথ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ॥
গোদানে সূর্য্য নামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গেতু বিবাহে যোজকস্তথা॥
চতুর্থ্যন্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নি স্তথা পরে।
প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞেতু সাহসঃ॥
লক্ষ হোমে বহ্নিঃস্যাৎ কোটি হোমে হুতাশনঃ।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়োনাম শান্তিকে বরদস্তথা॥
পৌষ্ঠিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারিকে।
বশ্যর্থে শমনো নাম বরদানেঽতিদূষকঃ॥
কোষ্ঠেতুজঠরো নাম ক্রব্যাদোমৃত ভক্ষণে॥

লৌকিক অর্থাৎ নবগৃহ প্রবেশাদি কালে পাবক নামক অগ্নি, গর্ভাধানাখ্য সংস্কার কর্ম্মে মারুত নামক অগ্নি, পুংসবনাখ্য সংস্কার কর্ম্মে চন্দ্র নামক অগ্নি, শুঙ্গাকর্ম্মে শোভন নামক অগ্নি, সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গলনামক অগ্নি, জাতকর্ম্মে প্রগল্‌ভ নামক অগ্নি, নামকরণে পার্থিবঅগ্নি, অন্নপ্রাশনেশুচি নামক অগ্নি, চূড়াকর্ম্মে সত্য নামক অগ্নি, উপনয়নে সমুদ্ভব নামক অগ্নি, বিসর্গে (বিসর্গ-সাগ্নি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষে) বৈশ্বানর নামক অগ্নি ও বিবাহে যোজকনামক অগ্নি, বিবাহান্তে চতুর্থী হোমে শিখী, অপরে ধৃতি হোমে অগ্নি, এবং প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু

নামক অগ্নি, পাকাঙ্গক হোমে অর্থাৎ বৃষোৎসর্গাদি হোমে সাহস নামক অগ্নি, লক্ষহোমে বহ্নি নামক অগ্নি, কোটি হোমে হুতাশন নামক অগ্নি, পূর্ণাহুতি কালে মৃড় নামক অগ্নি, শান্তি কর্ম্মে বরদ অগ্নি, পৌষ্ঠিক কর্ম্ম বিষয়ে বলদ নামক অগ্নি, আভিচারিক কর্ম্মে ক্রোধ নামক অগ্নি, বশ্যার্থে শমন নামক অগ্নি, বরদানে অভিদূষক, কোষ্ঠে জঠর নামক অগ্নি, অমৃত ভক্ষণে ক্রব্যাদ নামক অগ্নির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক হোমাদি করিতে হয়।

অগ্নির ধ্যান যথা :—

পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থ-সাক্ষ সূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চি শক্তি ধারকঃ॥

শিষ্য। প্রভো! শুঙ্গাকর্ম্ম কাহাকে বলে ভাল বুঝিতে পারিলাম না বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। বৎস! শ্রবণ কর।

শোভন নামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষ জপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য বটবৃক্ষস্য পূর্ব্বোত্তর শাখায়াং ফল যুগল শালিনীং ক্বষিভিরনুপহতাং বটশুঙ্গাং যবানাং মাষানাম্বা ত্রিভিস্ত্রিভি-র্গুড়কৈঃ সপ্তবারান্ সপ্তভির্মন্ত্রৈঃ ক্রীনীয়াৎ। সপ্তানাং মন্ত্রাণা মৃষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। প্রজাপতি ঋষি সোম বরুণ বসু রুদ্রা দিত্যমরু দ্বিশ্বেদেবা দেবতা ন্যগ্রোধ শুঙ্গ পরিক্রয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদ্যপি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীনামি। ইতি গুড়ক ত্রয়েন একং পরিক্রয়ণং। যদ্যপি বারুনী বরুনায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীনামি ইতি গুড়কত্রয়েন দ্বিতীয়ং পরিক্রয়ণং। যদ্যপি

বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীনামি। ইতি গুড়ক ক্রয়েন তৃতীয়ং পরিক্রয়ণং। যদ্যপি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতিগুড়ক ত্রয়েন চতুর্থং পরিক্রয়ণং। যদ্যপি আদিতেভ্যোঃ আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ইতিগুড়ক ত্রয়েণ ষষ্ঠং পরিক্রয়ণং। যদ্যপি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ইতিগুড়ক ত্রয়েণ সপ্তমং পরিক্রয়ণং। ততঃ ক্রীতাং বটশুঙ্গাং অনেন মন্ত্রেণ বৃক্ষাদান য়েৎ। প্রজাপতির্ঋষিরোষধ্যো দেবতা ন্যগ্রোধ শুঙ্গচ্ছেদনে বিনিয়োগ। ওষধয়ঃ সুমনসো ভূত্বা অস্যাবীর্য্যং সমাধত্ত ইয়ং কর্ম্ম করিষ্যতি। ততস্তাং বটশুঙ্গাং তৃণেন বেষ্টিতা মন্তরীক্ষেণা- নীয় অন্তরীক্ষে স্থাপয়েৎ। ততঃ কৃতশোভন নাম্নো অগ্নেরু- ত্তরতঃ প্রক্ষালিত শিলায়াং ব্রহ্মচারী কুমারী বা শ্রুত স্বাধ্যায় শীলো বা ব্রাহ্মণঃ আচারতো নীহার জলেনাবৃত লোষ্ট্রেন পুনঃ পুনঃ পেষয়েৎ। ততঃ অগ্নে পশ্চিমতঃ উত্তরাগ্রেষু কুশেষু পশ্চিমাভিমুখাং বধূং পূর্ব্বাদিগানত মস্তকাং কৃত্বা পৃষ্ঠদেশে স্থিতঃ পতি দক্ষিণপানে রঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বস্ত্রবদ্ধাং পেষিত বট শুঙ্গা রসং নিক্ষিপতি অনেন মন্ত্রেণ। প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টু- পছন্দোঽগ্নীন্দ্র বৃহস্পতয়ঃ দেবতা ন্যগ্রোধ শুঙ্গারসস্য দানে বিনিয়োগঃ। পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমাণ দেবো বৃহস্পতি পুমাং সং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমানমু জায়তাং। ততো মহাব্যা হৃতি হোমং কৃত্বা প্রাদেশ প্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তুষ্ণী মগ্নৌ হুত্বা প্রকৃতং কর্ম্ম সমাপ্য উদীচ্যং শাট্যায়ন হোমাদি বাম

দেব্যগানানন্তং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্ম কারয়িতৃ ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ। ইতি ভবদেবঃ।

গুরু। বৎস! এই শুঙ্গাকর্ম্ম একটী সংস্কারকর্ম্ম, গর্ভাধানের পর এই সংস্কার করিতে হয়, এক্ষনে অস্মদ্দেশে এই সংস্কার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। তোমার কৌতূহল বিনিবৃত্তির নিমিত্ত এখানে উল্লেখ করা গেল, এক্ষনে ব্রহ্মচারী কত দিন গুরুগৃহে থাকিবেন তোমাকে সেই সকল বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

অগ্নিন্ধনং ভৈক্ষ্যচর্য্যামধঃশয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥

ব্রহ্মচারী যতদিন সমাবর্ত্তনবিধির অনুষ্ঠান না করেন অর্থাৎ অধীতশাস্ত্র হইয়া পুনঃ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন ততদিন গুরুগৃহে থাকিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে যজ্ঞীয়কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিপ্রজ্বালন, ভিক্ষাচরণ, অধঃশয্যায় শয়ন ও গুরুর হিতকর কার্য্যাদি করিবেন।

শিষ্য! কোন্ কোন্ ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে অধ্যাপনার উপযুক্ত পাত্র?

গুরু। আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষুর্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ॥
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ॥

আচার্য্যপুত্র, সেবাশুশ্রূষা কারক, ধার্ম্মিক, শুচি এবং আত্মীয় ও অধ্যয়ন করিতে সমর্থ, ধনদাতা সাধু ও পুত্রাদি এই কয়জন ধর্ম্মানুসারে অধ্যাপনার যোগ্যপাত্র।

না পৃষ্টঃ কস্য চিদ্ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক মাচরেৎ॥
অধর্ম্মেণ চ যঃ প্রাহ যশ্চাধর্ম্মেণ পৃচ্ছতি।
তয়োরন্য তরঃপ্রৈতি বিদ্বেষং বিধি গচ্ছতি॥
ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বক্তব্যা শুভং বীজ মিবোষরে।
বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্ম বাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নাত্বনামি রিণে বপেৎ॥

শিষ্য ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি জিজ্ঞাসা না করিলে কোন কথা বলিতে নাই। ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় ভাবে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধিমানব্যক্তি জানিলেও তাহার উত্তর দিবেন না প্রত্যুত মূকের ন্যায় অবস্থান করিবেন।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মানুসারে উত্তর প্রদান করেন এবং যিনি অন্যায় ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন প্রশ্নোত্তর ধর্ম্মের ব্যতিক্রমকারী এই দুই জনের মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। অথবা এক জন অন্যের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট বীজযেমন অনুর্ব্বর ভূমিতে বপন করিতে নাই, তদ্রূপ যে স্থানে ধর্ম্ম বা অর্থলাভ নাই অথবা তদনুরূপ সেবা শুশ্রূষাদিও নাই তথায় বিদ্যা দান করিতে নাই।

জীবিকানির্ব্বাহের অত্যন্ত কষ্ট হইলে ব্রহ্মবাদী অধ্যাপক বিদ্যার সহিত বরং মরিয়া যাইবেন তথাপি অপাত্রে কখন বিদ্যা-দান করিবেন না।

শিষ্য। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু॥ বিদ্যাব্রাহ্মণ মেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষমাম্।
অসূয়কায় মাং মাদাস্তথাস্যাং বীর্য্য বত্তমা॥
যমেবতু শুচিং বিদ্যা নিয়তং ব্রহ্মচারিণং।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধি পায়া প্রমাদিনে॥

বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট সমাগতা হইয়া বলেন আমি তোমার অমূল্যনিধি। আমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিও। অশ্রদ্ধাদি দোষযুক্ত অপাত্র ব্যক্তির হস্তে আমাকে অর্পণ করিও না। তাহা হইলে আমি অতিশয় বীর্য্যপ্রবলা থাকিব।

যাহাকে সর্ব্বদা শুচি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে বিদ্যারূপ নিধিপ্রতিপালক সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির হস্তে আমাকে অর্পণ করিবে।

শিষ্য। আচার্য্য ও উপাধ্যায় কাহাকে বলে ?

গুরু। উপনায়তু যঃ শিষ্যং বেদ মধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥
এক দেশন্তু বেদস্য বেদাঙ্গান্যপি বা পুনঃ।
যোঽধ্যাপয়তি বৃত্ত্যর্থ মুপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে॥

যিনি উপনয়ন দিয়া ব্রহ্মবিদ্যা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান তাঁহাকে আচার্য্য বলে।

যিনি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বেদের একদেশমাত্র কিম্বা বেদাঙ্গমাত্র অধ্যয়ন করান তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া থাকে।

শিষ্য। ঋত্বিক্ কাহাকে বলে?

গুরু। অগ্ন্যাধেয়ং পাক যজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান।
যঃ করোতি বৃতো যস্য তস্যর্ত্বি গিহোচ্যতে॥

যিনি বৃত হইয়া অগ্নিস্থাপন পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া থাকেন তাঁহাকে ঋত্বিক বলে।

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োনুশাসনম্।
বাক্‌চৈব মধুরা শ্লক্ষ্মা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥
যস্য বাঙ্মনসী শুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
সবৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপ গতং ফলং॥

অতি তাড়না সহকারে শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা করাইতে নাই। ধর্ম্মকামনায় যিনি শিক্ষা প্রদান করেন তিনি শিষ্যের প্রতি সর্ব্বদা মধুর এবং নম্রবাক্য প্রয়োগ করিবেন।

যিনি পরুষবাক্য মিথ্যাকথা এবং রাগ ও দ্বেষ না করেন এবং যিনি বাক্য ও মনকে অসদৃশ কর্ম্মে প্রয়োগ না করেন তিনিই নিখিল বেদান্তশাস্ত্র অবগত হইয়াছেন।

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহ কর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যো দ্বিজ তে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥

একান্ত পীড়িত হইলেও অন্যের মর্ম্মপীড়া দেওয়া উচিত নহে। যাহাতে অন্যের অনিষ্ট সম্ভাবনা হইতে পারে এরূপ কোন কর্ম্ম করা বা তাহার চিন্তাও করিতে নাই এবং যে কথা বলিলে অন্যের চিন্তার কারণ হয় এমন কথা বলিবে না।

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্য মুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদব মানস্য সর্ব্বদা॥

ব্রাহ্মণ ইহকালীন যশঃ ও সম্মানকে বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃত তুল্য মনে করিবেন।

শিষ্য। প্রভো! যশঃ সঞ্চয়ের নিমিত্ত লোকে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানার্জ্জন ও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। আপনি বলিতেছেন সেই যশঃ ও সম্মানকে বিষবোধে পরিত্যাগ করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। বৎস! অবমাননা সহ্য করিতে পারিলে ও যশঃলিপ্সা প্রবল না থাকিলে ব্রাহ্মণ স্বকর্ম্মে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলেই তিনি অভিপ্রেত ফল প্রাপ্ত হইবেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা:—

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতি বুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেস্মিন্নবমন্তা বিনশ্যতি॥
অনেন ক্রম যোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।
গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুয়াদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ॥

যিনি অবমাননা সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তাঁহার কদাপি অপমান জনিত ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া অন্তঃকরণ আকুলিত হয় না, সুতরাং তিনি নিরুদ্বেগে সুখে নিদ্রা যাইতে ও সুখে জাগরিত হইতে পারেন এবং তিনি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যুত অপমানকারীর অত্যন্ত আ

গ্লানি উপস্থিত হইয়া অহঃরহ কষ্ট হয় এবং তাঁহার এই প্রকার পাপবশতঃ ইহলোক ও পরলোক নষ্ট হইয়া যায়। উপনীত বালক গুরুকুলে বাসকালীন এইরূপে সংযমী হইতে চেষ্টা করিবেন।

তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধি চোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোহি গন্তব্যঃ সরহস্য দ্বিজন্মনা॥
বেদমেব সদাভ্যসেত্তপ স্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পর মিহোচ্যতে॥

নানাবিধ তপশ্চরণ এবং বিবিধ প্রকার ব্রতানুষ্ঠান করিয়া উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদাধ্যয়ন করা দ্বিজাতিগণের কর্ত্তব্য। যিনি তপস্যা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যাবজ্জীবন বেদাভ্যাস করিবেন। ইহলোকে বেদাভ্যাসই ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা।

শিষ্য। প্রভো! মাল্যাদি ধারণ যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিরোধী, তখন বেদাধ্যয়ন কালে মাল্যাদি ধারণ কিরূপে অনুষ্ঠেয় হইতে পারে?

গুরু। বৎস! ইহাতে কোনও দোষ নাই, কারণ স্বাধ্যায়ধ্যান যখন ব্রাহ্মণের একমাত্র তপস্যা, তখন তদঙ্গীভূত মাল্যধারণে কোন দোষ নাই।

আহৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ম্ শক্তিতোঽন্বহঃ॥
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

ঋষিগণ বলিয়াছেন, যিনি যথাশক্তি বেদপাঠ করেন, মাল্যাদি ধারণ ব্রহ্মচর্য্যের বিরোধী হইলেও তিনি দোষগ্রস্ত হন না। যিনি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য বিদ্যাধ্যয়ন করেন তিনি ইহজীবনেই সবংশে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ স্যৈব কর্ম্মে তদ্রূপ দিষ্টং মনীষিভিঃ।
রাজন্য বৈশ্যয়ো স্ত্বেবং নৈতৎ কর্ম্ম বিধীয়তে॥

মন্বাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণব্রহ্মচারীর প্রতি এইরূপ বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতি এরূপ বিধি নাই।

চোদিত গুরুণানিত্যম প্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্ন মাচার্য্যস্য হিতেষু চ॥
শরীর ঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলি স্তিষ্ঠে দ্বীক্ষমানো গুরোর্মুখম্॥

গুরু আদেশ করুন আর নাই করুন ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানে যত্নশীল হইবেন। শরীর বাক্য বুদ্ধি ও মনঃসংযম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন।

শিষ্য। গুরুসমীপে কি তবে শিষ্যকে উপবেশন করিতে নাই?

গুরু। নিত্য মুদ্ধৃত পানিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযুতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসিতাভিমুখং গুরোঃ॥
হীনান্ন বস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরু সন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ॥

বৎস! গুরুসমীপে গুরুর অনুমতি ব্যতীত শিষ্যকে উপবেশন করিতে নাই এবং বসিবার সময় উত্তরীয় বস্ত্র হইতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া, বস্ত্রাবৃতদেহ হইয়া, "উপবেশন কর" বলিয়া গুরু অনুমতি দিলে গুরুর অভিমুখে শিষ্য উপবেশন করিবেন। গুরুসমীপে হীনবেশ ধারণ করিবে, আচার্য্যের উত্থানের পূর্ব্বে এবং শয়ানের পরে শিষ্যের উত্থান ও শয়ন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। কিরূপ অবস্থায় গুরুর কথা শ্রবণ বা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে নাই।

গুরু। প্রতি শ্রবণ সম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ॥
আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যদভি গচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদগম্য ত্বব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥
পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেত্য চান্তিকম্।
প্রণম্যতু শয়ানস্য নিদেশে চৈব তিষ্ঠতঃ॥

শয়নাবস্থায় অথবা উপবিষ্ট থাকিয়া কিম্বা ভোজন করিতে করিতে অথবা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া কিম্বা অনভিমুখ অর্থাৎ অন্যদিকে মুখ রাখিয়া গুরুর সহিত সম্ভাষণ বা তাঁহার কথা শুনিতে নাই। গুরু যদি আসনে উপবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা করেন, তবে শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিবেন এবং গুরু উত্থিত অবস্থায় আজ্ঞা প্রদান করিলে কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিবে। গুরু আগমন করিতে করিতে অনুমতি প্রদান করিলে শিষ্য তাঁহার প্রত্যুদগমন করিয়া

এবং গুরু দ্রুতগমন করিতে করিতে অনুমতি প্রদান করিলে শিষ্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া আজ্ঞা গ্রহণ করিবে। গুরু যদি অন্যদিকে মুখ রাখিয়া সম্ভাষণ করেন, তবে শিষ্য তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক সাভিমুখ হইয়া তাঁহার নিদেশ পালনে যত্নপর হইবেন। গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য নিকটস্থ হইয়া এবং শয়ান বা নিকটে থাকিলে শিষ্য অবনত মস্তকে তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন।

শিষ্য। গুরুর নিকট অবস্থান করিতে হইলে শিষ্যের আসন কিরূপ হওয়া উচিত এবং গুরুর বিষয়ে শিষ্যের কোন্ কোন্ কার্য্য দোষার্হ ইহা বলিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরু সন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥
নোদা হরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতি ভাষিত চেষ্টিতম্॥
গুরো র্যত্র পরীবাদো নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

গুরুসমীপে শিষ্যের আসন বা শয্যা গুরুর আসন বা শয্যা অপেক্ষা হীন হওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থান হইতে গুরু দেখিতে পান, এমন স্থানে শিষ্যকে যথেচ্ছভাবে অর্থাৎ অসংযত হস্তপাদাদি হইয়া উপবেশন করিতে নাই। গুরুর অসাক্ষাতে সামান্য ভাবে নামোচ্চারণ অথবা পরিহাস করিয়া তাঁহার চেষ্টা বা গমনাদির অনুকরণ করিতে নাই। যে স্থানে গুরুর নিন্দা হয়, সে স্থানে

হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন অথবা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! গুরুর নিন্দা করিলে অথবা শ্রবণ করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। পরিবাদাৎ খরো ভবতি শ্বাবৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী॥

গুরুর পরীবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি, নিন্দা করিলে কুকুরযোনি এবং অন্যায়রূপে গুরুর দ্রব্য উপভোগ করিলে কৃমি ও গুরুর প্রতি মাৎসর্য্যপরায়ণ হইলে কীটযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ।
যানাসনস্থশ্চৈবৈ নমবরুহ্যাভি বাদয়েৎ॥

স্বয়ং গুরুসমীপে উপস্থিত না হইয়া অন্যদ্বারা মাল্যচন্দনাদির দ্বারা গুরুর পূজা করিবে না, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থিত থাকিলে তখন গুরুর পূজা করিবে না। যান অথবা আসনে উপবেশন করিয়া কখনও গুরুকে প্রণাম করিবে না।

প্রতিবাতেঽনুবাতে চ নাসিত গুরুণা সহ।
অসংশ্রবে চৈব গুরোর্নকিঞ্চিদপি কীর্ত্তয়েৎ॥
গোঽশ্বোষ্ট্র, যান প্রাসাদ প্রস্তরেষু কটেষুচ।
আসীত গুরুনাসার্দ্ধং শিলা ফলক নৌষুচ॥
গুরো গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তি মাচরেৎ।
ন চানিসৃষ্টো গুরুণা স্বা ন গুরু নাভি বাদয়েৎ॥

শরীরস্থ গন্ধ অথবা কথোপকথন সময়ে রসাদি গুরুর অঙ্গে লাগিতে পারে এরূপভাবে অর্থাৎ প্রতিবায়ু বা অনুবায়ুক্রমে গুরুর সহিত কথোপকথন বা উপবেশন করিবে না। অথবা গুরু শুনিতে না পান এমনভাবেও কথা কহিবে না।

গোযান, অশ্বযান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ, শিলাফলকে এবং নৌকায় গুরুর সহিত একত্র বসিতে পারে। গুরুর গুরু উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি গুরু তুল্য ব্যবহার করিবে। তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়া নিজ গুরুকে অভিবাদন করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! দ্বিজ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণকে প্রতীত হয় কেন?

গুরু। মাতুর গ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জী বন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞ দীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি চোদনাৎ॥
তত্র যদ্ ব্রহ্ম জন্মাস্য মৌঞ্জী বন্ধন চিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতাস্থাচার্য্য উচ্যতে॥
বেদ প্রদানাদাচার্য্যং পিতরং পরি চক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জী বন্ধনাৎ॥

দ্বিজগণ মাতা হইতে প্রথম জন্মগ্রহণ করেন এবং উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা দ্বিতীয়বার জন্মপরিগ্রহ করেন, এই জন্য "দ্বিজ" শব্দে উচ্চারিত হইয়া থাকেন। তদনন্তর জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞদীক্ষা লাভ করিলে তৃতীয় জন্ম হয়। এই তিন জন্মের মধ্যে মেখলাবন্ধনচিহ্নিত উপনয়ন-সংস্কাররূপ দ্বিজগণের যে ব্রহ্মজন্ম তাহাতে গায়ত্রী মাতা ও আচার্য্য পিতা বলিয়া কথিত

হয়। উপনয়নের পূর্ব্বে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কার্য্যে অধিকার হয় না। উপনয়নকালে পিতা বেদ প্রদান করেন বলিয়া পিতাকে আচার্য্য বলিয়া থাকে।

শিষ্য। উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত না হইলে কি তাহার কোন কর্ম্মে অধিকার হয় না?

গুরু। নাভিব্যা হারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধা নিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেনহি সমস্তাবৎ যাবদ্বেদে নজায়তে॥

শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে ব্রাহ্মণের উপনয়নসংস্কার না হইলে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই, যতদিন ব্রহ্মজন্ম না হয় ততদিন শূদ্রতুল্য হইয়া থাকেন।

কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশ ন মিষ্যতে।
ব্রহ্মণোগ্রহণ ঞ্চৈব ক্রমেন বিধি পূর্ব্বকং॥

উপনয়ন সম্পন্ন হইলে দ্বিজগণ ত্রৈবিদ্যাদি অর্থাৎ মধুমাংসাদি বর্জ্জন পূর্ব্বক যথাবিধি বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া থাকেন।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

সেবেতা মাংস্ত নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থ মাত্মনঃ॥
নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি পিতৃতর্পণং।
দেবতা ভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিধাদান মেবচ॥

যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিবেন ততদিন ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক স্বকীয় উন্নতির নিমিত্ত আশ্রমাবিরোধী নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে শুদ্ধ-

ভাবে দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন, দেবতাগণের পূজা করিবেন এবং সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

কারণ বেদে উক্ত আছে "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং কুর্য্যাৎ" এই বিধি স্থলে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে যতদিন মনুষ্য বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন সর্ব্বসময়েই হোম করিতে হইবে, তাহা হইলে অন্যান্য বিধি প্রতিপালিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্থানান্তরে কথিত "সায়ং প্রাতর্জুহুয়াৎ" এই বিধি বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে হোমবিধির অনুষ্ঠান করিবে।

শিষ্য। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাসকালীন কোন্ কোন্ দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবেন ?

গুরু। বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্‌স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি প্রাণি নাঞ্চৈব হিংসনং ॥

গুরুগৃহে বাসকালে দ্বিজব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবেন না। গন্ধদ্রব্য ব্যবহার, মাল্যাদি ধারন, গুড় প্রভৃতি রস দ্রব্যের গ্রহণ এবং স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারিবেন না।

যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কার্য্যগুণে অম্ল হয় এই রূপ অর্থাৎ দধি প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য এবং সমুদয় শুক্তদ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন ও কদাচ প্রাণীহিংসা করিবেন না।

শিষ্য। প্রভো! শুক্ত শব্দে কাহাকে বুঝায় ?

গুরু। শুক্ত শব্দে মাংস বুঝায়। শব্দচন্দ্রিকায় এইরূপ লিখিত আছে। পরন্তু দ্রবদ্রব্য বিশেষেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে যথা :—

কন্দমূল ফলাদীনি সস্নেহে লবনানি চ।

যত্তদ্রব্যেংভিস্যন্তে তচ্ছুক্ত মভিধীয়তে ॥

অস্তগুণাঃ —

শুক্ত তীক্ষ্ণোষ্ণ লবণং পিত্তকৃৎকটুকং লঘু।

রুক্ষং কৃম্যুদরানাহ শোথার্শো বিষকুষ্ঠনুৎ ॥ রাজনির্ঘণ্ট।

প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে লিখিত আছে যথা :—

শুক্তং যন্মধুরং কাল বশাদম্লতাং গতং।

কন্দ, মূল, ফলাদি ও স্নেহ দ্রব্যকে শুক্ত বলে।

শুক্ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ উগ্রবীর্য্য, পিত্তবৃদ্ধিকারক। কটু এবং লঘুপাক। রুক্ষ, শোথ, অর্শ এবং কুষ্ঠ নষ্টকারী।

যে সকল মধুর দ্রব্য কার্য্যকালে অম্লত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে শুক্ত বলে।

তস্য ভক্ষণ নিষেধো যথা যমঃ।

অপূপাশ্চ করম্ভাশ্চ ধানাবটক শক্তবঃ।

শাকং মাংস মপূপঞ্চ সূপং কৃশরমেবচ ॥

যবাগুঃ পায়সঞ্চৈব যচ্চান্যৎ স্নেহ সম্ভবং।

সর্ব্বং পর্য্যুষিতং ভক্ষ্যং শুক্তঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

তৎপ্রতিপ্রসবো যথা মনুঃ।

দধি ভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্ব্বঞ্চ দধি সম্ভবং। ইতি তিথ্যাদি তত্ত্বং।

শিষ্য। গুড় প্রভৃতি রসযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন?

গুরু। বৎস! শাস্ত্রে গৌড়ী মাধ্বী ও পৈষ্টী এই ত্রিবিধ

সুরার উল্লেখ আছে। গুড় হইতে গৌড়ী, মধু হইতে মাধ্বী ও অন্ন হইতে পৈষ্টী সুরার উৎপত্তি হইয়া থাকে। যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ, তখন ব্রহ্মচারীর পক্ষে গুড় ব্যবহারেরও নিষেধ আছে। পরন্তু এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যেরও নিষেধ আছে। যথা :—

অভ্যঙ্গ মঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপান চ্ছত্র ধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীত বাদনম্॥
দ্যূতঞ্চজন বাদঞ্চ পরীবাদং তথা নৃতম্।
স্ত্রীনাঞ্চ প্রেক্ষনালম্ভমুপঘাতং পরস্যচ॥
একঃশয়ীত সর্ব্বত্র নরেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রত মাত্মনঃ॥
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্র মকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ॥

তৈলাভ্যঙ্গ কজ্জল প্রভৃতি চক্ষুরঞ্জন পদার্থ, পাদুকা, ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও নৃত্য গীত বাদন, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথাকলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিত অভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ, ব্রহ্মচারী এই সকল পরিত্যাগ করিবেন।

সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন, কদাচ হস্তাদির দ্বারা রেতঃপাত করিবেন না। কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত একবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নেও রেতঃপাত হয়, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্য দেবের আরাধনা করিবেন। এবং "পুনর্ম্মাম এতু ইন্দ্রিয়"

অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র বারত্রয় উচ্চারণ করিবেন।

উদকুম্ভং স্মুমনসো গোশকৃম্মৃত্তিকা কুশান্।
আহরেদ্যাবদর্থানি ভৈক্ষ্য ঞ্চাহরহশ্চরেৎ॥
বেদ যজ্ঞৈরহীতানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মস্থ।
ব্রহ্মচারী হরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্॥
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতি কুল বন্ধুষু।
অলাভেত্বন্য গেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥
সর্ব্বং বাপি চরেদ্ গ্রামং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে।
নিয়ম্য প্রয়তো বাচ মভিশস্তাং স্তুবর্জ্জয়েৎ॥

ব্রহ্মচারী আচার্য্যের প্রয়োজনানুরূপ জল পুষ্প গোময় মৃত্তিকা ও কুশাদি আহরণ করিবেন এবং প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বৈদিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান-পরায়ণ হইয়া স্ব স্ব বৃত্তির দ্বারা সন্তুষ্ট মনে জীবিকার্জ্জন করেন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাঁহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষা লাভ করিবেন। গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতি-কুলে বা মাতুলাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। যদ্যপি ভিক্ষোচিত গৃহ না পাওয়া যায় তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গৃহস্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর পর কুল অর্থাৎ মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা লাভ করিবেন। আবার যদি পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষোচিত গৃহস্থেরও অসম্ভাব হয় তাহা হইলে সংযতচিত্ত হইয়া ভিক্ষাবাক্য বর্জ্জনপূর্ব্বক মৌনী হইয়া গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণের

নিকটেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু অভিশপ্ত মহাপাতকাদি রোগযুক্ত গৃহস্থের ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।

দূরাদাহৃত্য সমিধঃ সন্নিদধ্যাদ্বিহায়সি।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ তাভিরগ্নি মতন্দ্রিতঃ॥
অকৃত্বা ভৈক্ষাচরণ মসমিধ্য চ পাবকম্।
অনাতুরঃ সপ্তরাত্র মবকীর্নি এতং চরেৎ॥

ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধাদি আহরণ পুরঃসর অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিরলস হইয়া সেই কাষ্ঠে সায়ংকালীন ও প্রাতঃকালীন হোম বিধির অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় নিরন্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষাচরণ ও সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে সমিধাদি দ্বারা হোম বিধির অনুষ্ঠান না করেন, তবে তাঁহাকে অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

শিষ্য। অবকীর্ণী কাহাকে বলে?

গুরু। অবকীর্ণী শব্দে ক্ষতব্রতঃ।

অবকীর্ণী চরেগত্বা ব্রহ্মচারীতু যোষিতঃ।

প্রায়শ্চিত্ততত্বে লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী যদি যোষিদ্গমন করেন তবে তিনি অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিবেন।

শিষ্য। ব্রহ্মচারী কি কেবল ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?

গুরু। বৎস!

ভৈক্ষেন বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্ ব্রতী।
ভৈক্ষেন ব্রতিনো বৃত্তি রূপ বাস সমাস্মৃতা॥

প্রতিদিন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিবেন কিন্তু এক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যহ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে নাই। ঋষিগণ বলেন, ভিক্ষান্নদ্বারা ব্রহ্মচারীর জীবিকার্জ্জন উপবাসের ন্যায় পুণ্যজনক।

শিষ্য। যদি কোন ব্যক্তি ব্রহ্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে, তবে তিনি আহার করিয়া ব্রত হইতে পতিত হইবেন কি?

গুরু। ব্রত বদ্দেবদৈবত্যে পিত্র্যে কর্ম্মণ্যথর্ষিবৎ।
কামমভ্যর্থিতোহশ্নীয়াদ্ ব্রতমস্য ন লুপ্যতে॥

দেবোদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রহ্মচারী যথেচ্ছ মধু মাংসাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক ভোজন করিতে পারিবেন। পিত্রাদি উদ্দেশ্যে আরণ্য (নীবারাদি*) অন্নগ্রহণ করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয় না, অথবা ভিক্ষাব্রতেরও দোষ হয় না।

শিষ্য। আর কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্রতি গুরুতুল্য আচরণ করিতে হইবে?

গুরু। বিদ্যা গুরুদ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্ব যোনিষু।
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপ দিশৎস্বপি॥
শ্রেয়ঃসু গুরু বদ্বৃত্তিং নিত্য মেব সমাচরেৎ।
গুরু পুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥
বালঃ সমান জন্মা বা শিষ্যোবা যজ্ঞ কর্ম্মনি।
অধ্যাপয়ন্ গুরু সুতো গুরু বন্মাণ মর্হতি॥

* ধান্য বিশেষ।

বিদ্যাদাতা, স্বগোত্রপিতৃব্যাদি, প্রতিসিদ্ধ কর্ম্মের প্রতিরোধক অর্থাৎ অধর্ম্মকার্য্য করিতে যিনি নিষেধ করেন এবং হিতোপদেষ্টা ইহাদিগকেও গুরুর ন্যায় মান্য করিবে। বিদ্যা ও তপস্যানিরত আত্মীয়জন, বয়োবৃদ্ধগুরুপুত্র, আর্য্যব্রাহ্মণ এবং গুরুর পিতৃব্যাদি-বন্ধুগণের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে।

কনিষ্ঠ সমবয়স্ক অথবা যজ্ঞবিদ্যাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন এরূপ গুরুপুত্রকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে।

শিষ্য। গুরুপুত্রের পাদ প্রক্ষালনাদিও কি করিতে হইবে?

গুরু। উৎসাদনঞ্চ গাত্রানাং স্নাপনোচ্ছিষ্ট ভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরু পুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনে জনম্॥

গুরুপুত্রের গাত্রমর্দ্দন, স্নাপন, উচ্ছিষ্টভোজন ও পাদপ্রক্ষালন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে গুরুপত্নীদিগের প্রতি শিষ্যের কিরূপ মান্য প্রদর্শন কর্ত্তব্য, তাহা বলুন।

গুরু। গুরুবৎ প্রতি পূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরু যোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভি বাদনৈঃ॥
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎ সাদন মেবচ।
গুরু পত্ন্যা ন কার্য্যানি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্॥
গুরু পত্নীতু যুবতি র্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণ বিংশতি বর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা॥

গুরুর সবর্ণাভার্য্যাদিগের প্রতি গুরুতুল্য মান্য প্রদর্শন করিবে কিন্তু অসবর্ণাভার্য্যা অভ্যুত্থান অভিবাদন দ্বারাই

সম্মানার্হা। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলম্রক্ষণ, স্নান ও তাঁহার গাত্র-মর্দ্দন বা কেশসংস্কার করিবে না। গুণ দোষাভিজ্ঞ যুবা শিষ্য তরুণী গুরুপত্নীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! গুরুপত্নীর পাদগ্রহণে দোষ কি?

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

স্বভাব এষ নারীণাং নরাণা মিহ দূষনম্।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংস মপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধ বশানুগম্॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব, এই জন্য পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে কখন প্রমত্ত বা অসাবধান হন না। সংসারে দেহধর্ম্ম বশতঃ সকলেই কাম ক্রোধের বশীভূত, বিদ্বানই হউন আর মূর্খই হউন, রমণীগণ অনায়াসে তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতে পারে, এই নিমিত্ত মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সহিতও নির্জ্জনবাস শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর দুর্নিবার হয় যে পণ্ডিতগণও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না।

বৎস! দুর্নির্ব্বার ইন্দ্রিয়দ্বারা মনুষ্যগণ চালিত হইয়া পশুবৎ আচরণ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সংযম করিবার নিমিত্ত মহাত্মা ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া স্থিরচিত্ত হইয়াছেন, স্বর্গ তাঁহাদের করায়ত্ত, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়গণ সময়ে সময়ে অত্যন্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা যুবা ও যুবতীকে একত্র থাকিতে কদাচিৎ পরামর্শ দেন না, এমন কি গুরুপত্নী যদি যুবতী হয়েন এবং শিষ্য যদি যুবা হন তবে তাঁহাদের পাদগ্রহণ বিষয়েও মত প্রদান করেন না।

কামন্তু গুরু পত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহ মিতি ব্রুবন্॥

যদি ইচ্ছা হয় যুবাশিষ্য যুবতীগুরুপত্নীর পাদবন্দন না করিয়া "আমি অমুক আপনাকে প্রণাম করিতেছি" এই বলিয়া ভূমিতে প্রণিপাত করিবে।

বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণ মন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরু দারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্ম মনুস্মরন্॥
যথা খনন খনিত্রেন নরো বার্য্যধি গচ্ছতি।
তথা গুরু গতাং বিদ্যাং শুশ্রূষু রধিগচ্ছতি॥

প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্টাচারানুসারে যুবাশিষ্য প্রথম দিন বৃদ্ধাগুরুপত্নীর পাদবন্দনা করিয়া প্রণাম করিতে পারেন, তদনন্তর প্রতিদিন তাঁহাকে ভূমিতেই প্রণাম করিবেন। খনিত্র দ্বারা ভূমিখনন করিতে করিতে যেরূপ জল পাওয়া যায়, সেইরূপ গুরুশুশ্রূষা করিতে করিতে গুরুর নিকট হইতে পরা-বিদ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিষ্য। ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী যদি ব্রাহ্মণগুরু প্রাপ্ত না হন, অথবা

বিষম বিপৎপাত হয়, তবে বর্ণেতর কোনও ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করিতে পারে কিনা?

গুরু। অব্রাহ্মণাদধ্যয়ন মাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যাচ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥

ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য জাতির নিকট অধ্যয়ন করিতে পারেন এবং যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবেন, তৎকালে পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি ভিন্ন অনুগমন প্রত্যুদ্গমন দ্বারা তাঁহার সেবা করিবেন।

শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতা বরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি॥
বিষাদপ্য মৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্ত মমেধ্যাদপি কাঞ্চনং॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যাধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইতর লোকের নিকট হইতেও পরমাবিদ্যা লাভ করিবে। অন্ত্যজ চাণ্ডালাদির নিকটেও পরমধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করিবে। বিষ হইতে অমৃত সংগ্রহের চেষ্টা করিবে এবং বালক হইতে মিষ্টবাক্য সংগ্রহ করিবে।

শত্রু যদি সদনুষ্ঠান করে, তবে তাহাদের নিকট হইতেও তাহার অনুকরণের চেষ্টা পাইবে এবং অপবিত্রস্থান হইতেও স্বর্ণাদি দ্রব্য গ্রহণ করিবে। স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ ও

হিতকথা এবং বিবিধপ্রকার শিল্পশিক্ষা সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে পারে।

শিষ্য। ব্রাহ্মণব্রহ্মচারী বর্ণেতর আচার্য্যের গৃহে অথবা আচারদুষ্ট সবর্ণ আচার্যের গৃহে ব্রহ্মচারীভাবে যাবজ্জীবন বাস করিতে পারে কিনা?

গুরু। না ব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যবাস মাত্যন্তিকং বসেৎ।
ব্রাহ্মণে চাননূচানে কাঙ্ক্ষন্ গতি মনুত্তমাম্॥

যিনি মোক্ষপদ-প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি অব্রাহ্মণ গুরুগৃহে কিম্বা আচারদুষ্ট গুরুগৃহে যাবজ্জীবন বাস করিবেন না।

শিষ্য। যিনি যাবজ্জীবন বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কি করিবেন?

গুরু। যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে।
যুক্ত পরিচরেদেনাং মাশরীর বিমোক্ষণাৎ॥
আসমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে স্বয়ম্।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রাহ্মণঃ সদ্মশাশ্বতম্॥

যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে যাবজ্জীবন বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জীবিতকাল পর্য্যন্ত যথাবিধি গুরুশুশ্রূষা করিবেন।

যিনি শরীর বিমোক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুশুশ্রূষা করেন, তিনি অনায়াসে অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গুরুকে কি দক্ষিণা দিতে হইবে?

গুরু। ন পূর্ব্বং গুরবে কিঞ্চিদুপ কুর্ব্বীত ধর্ম্মবিৎ।
স্নাস্যংস্তু ব্রাহ্মণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্ব্বর্থ মাহরেৎ ॥
ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহ মাসনম্।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতি মাবহেৎ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ শিষ্য সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কিছু দক্ষিণা দিবে না, কিন্তু গুরুর আজ্ঞানুসারে যখন ব্রত সমাপনান্তে স্নান করিবেন, তখন যথাশক্তি ক্ষেত্র, সুবর্ণ, গো, অশ্ব, ছত্র, পাদুকা, আসন, ধান্য, শাক, বস্ত্র এবং যাহা কিছু গুরুর প্রীতিজনক হয়, তাহা দিয়া গুরুর সন্তোষ উৎপাদন করিবেন।

আচার্য্যেতু খলুপ্রেতে গুরু পুত্রে গুণান্বিতে।
গুরু দারে সপিণ্ডেবা গুরুবদ্ বৃত্তিমাচরেৎ।
এতেষ বিস্ত মানেষু স্থানাসন বিহার বান।
প্রযুঞ্জানোহগ্নি শুশ্রূষাং সাধয়েদ্দেহ মাত্মনঃ ॥
এবং চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্য মবিপ্লুতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥

আচার্য্য প্রেতীভূত হইলে, গুণবান আচার্য্যপুত্র অথবা গুরুপত্নী কিম্বা গুরু সপিণ্ডকে নিয়মপরায়ণ ব্রহ্মচারী শুশ্রূষা করিবেন। ইহাঁদের অভাব হইলে, গুরুস্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক অগ্নিপ্রীণয়ন-দ্বারা দেহপাত করিবেন। যিনি এইরূপে নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিপালন করেন, তিনি আর মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করেন না, তিনি অনায়াসে অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! যিনি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপনান্তর বিবাহাদি

করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কতদিন গুরুগৃহে অবস্থান করিবেন?

গুরু। ষটত্রিংশদাব্দিকং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিক মেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যা গৃহস্থাশ্রম মাবসেৎ।

এইরূপে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্ত্রিংশৎবর্ষ বেদাধ্যয়নার্থ বিহিতধর্ম্মের আচরণ করিবেন কিম্বা তাহার অর্দ্ধেক কাল অথবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বেদ আয়ত্ত করিতে না পারেন, ততদিন গুরুগৃহে বাস করিবেন। সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া এবং বিধিমতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করিয়া, গুরুর নিকট হইতে অনুমতিগ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন। যাঁহারা এইরূপে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত কার্য্য অনায়াসলভ্য হয়।

ইতি তত্ত্বসংহিতায়াং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাম তৃতীয়-স্তবকঃ।

চতুর্থ-স্তবকঃ।

গৃহস্থাশ্রম।

উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল অর্ণবমধ্যে নাবিক যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে তরণী রক্ষা করা বড় কঠিন হয়; সেইরূপ এই সংসার-সমুদ্রে, যাঁহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন, তাঁহারাও অশেষবিধ বিপদে পতিত হন। এই সংসার বিশ্বপতির সাম্রাজ্য, সকলেই নিয়মের অধীন হইয়া এখানে পরিচালিত হইতেছে। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সকলেই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে; কক্ষভ্রষ্ট হইলেই জগতে বিষম অনর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে। নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার কাহারও শক্তি নাই। রাজা স্বরাজ্য শাসনে নিমিত্ত নানাবিধ নিয়ম সংস্থাপন করেন, দেশরক্ষার নিমিত্ত শিক্ষিত সৈন্য সকল প্রতিপালন করেন, সৈন্য পরিচালনের নিমিত্ত তাহাদের উপরে একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন, দোষী ব্যক্তির দণ্ড বিধানের নিমিত্ত বিচারালয় সংস্থাপন করেন এবং নানাবিধ আইন-বদ্ধ করিয়া দোষ বিশেষে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া সুশৃঙ্খলায় রাজ্য রক্ষা করেন। যদি তিনি নিয়মের বহির্ভূত হইয়া কোন কার্য্য করেন, অমনি রাজ্যমধ্যে নানাবিধ রাজদ্রোহ উপস্থিত হইয়া বিষম অনর্থ আনয়ন করে। সেইরূপ তোমার এই ক্ষুদ্র সংসারও একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, তুমি ইহার রাজা এবং নিয়ম

ও পালন কর্ত্তা। যদি তুমি সুনিয়মে ইহা রাখিতে পার, তবে তুমি নিরুপদ্রবে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইবে, নতুবা তোমাকে বিষম কষ্ট পাইতে হইবে। এই নিমিত্ত তোমাকে প্রথম হইতে চরিত্র সঙ্গঠন করিয়া নিয়ম সকল শিক্ষা করিতে হইবে, তৎপরে তুমি গৃহপতি হইতে পারিবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম বিবরণ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় অনুগৃহীত হইয়াছি। এক্ষণে যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম কি তদ্বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিয়া চরিতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! গৃহস্থাশ্রম সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই কথিত আছে। কারণ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যিনি নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্য পরিসমাপন ও শ্রীভগবচ্চরণে মন অর্পিত করিয়া কালযাপন করেন, তিনি স্বর্গরাজ্য অনায়াসে করায়ত্ত করিতে পারেন। এক্ষণে তোমাকে গৃহীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য উপদেশ দিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহাত্মা ঔর্ব্ব সগর রাজাকে এই বিষয়ে যে সকল অমৃতময় উপদেশ দিয়াছিলেন, তোমাকে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত আছে যথা :—

ততোঽনন্তর সংস্কার সংস্কৃত গুরু বেশ্মনি।
যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্ বিদ্যা পরিগ্রহম॥

গৃহীত বিদ্যা গুরবে দত্বা চ গুরু দক্ষিণাং।
গার্হস্থ্য মিচ্ছন্ ভূপাল! কুর্য্যাদ্দার পরিগ্রহম্॥
ব্রহ্মচর্য্যেন বা কালং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্প পূর্ব্বকম।
গুরোঃ শুশ্রূষনং কুর্য্যাৎ তৎপুত্রাদেরথাপিবা॥
বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্বাযথেচ্ছয়া।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক কুর্য্যান্মহীপতে॥

বালক উপনয়নসংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক যথা-বিধানে বিদ্যাভ্যাস করিবে, গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক কৃত-বিদ্য হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে। তদনন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিবে, অথবা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যাবজ্জীবন ব্রতপরায়ণ হইয়া গুরু অথবা গুরুপুত্রাদির সেবাতৎপর হইয়া কালযাপন করিবে, কিম্বা বনবাসী, হইয়া প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক যথেচ্ছ ভ্রমণ করিবে। যিনি যেরূপ ভাবে অবস্থান করিবেন, পূর্ব্বে তাহার সঙ্কল্প করিবেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথাঃ—

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥

গুরুর অনুমতি গ্রহণান্তর ব্রতস্নান সমাপনান্তর দ্বিজগণ লক্ষণান্বিতা সবর্ণাকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন।

শিষ্য। প্রভো! বিবাহ করার উদ্দেশ্য কি?

গুরু। বৎস! সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইলে দারপরিগ্রহ ব্যতীত সংসার ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়না। কারণ মনুষ্যের হৃদয়ে দেবভাব ও পশুভাব একত্রে বাস করে। মনুষ্যগণ যখন নানা

প্রকার প্রলোভনে মুগ্ধহইয়া দেবভাব হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয়া থাকে, সেইসময়ে তাহার হৃদয়ে ঐ দেবভাব পুনরানয়নের জন্য একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর প্রয়োজন হয়, এই নিমিত্ত আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে ধর্ম্ম্য বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ মনুষ্যগণ জন্মগ্রহণ সময়ে দৈব পৈত্র ও আর্ষ এই ত্রিবিধ ঋণজালে জড়িত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সকল ঋণ অবশ্য পরিশোধনীয়। পুত্রজননের দ্বারা মনুষ্যগণ পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন, এইনিমিত্ত গৃহী পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করিবেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন যথা :—

লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তি পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাৎ তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেবা ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥

পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হইলে মনুষ্যগণ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এই জন্য রমণীগণকে সর্ব্বদা সযত্নে এবং সমাদরে রক্ষা করিবে।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

ন গৃহং গৃহ মিত্যাহুঃ গৃহিনী গৃহ মুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

রমণীদ্বারা মনুষ্যগণ সকল পুরষার্থই লাভ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত স্ত্রীকেই গৃহিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শিষ্য। প্রভো! যখন বিবাহ দ্বারা এতাদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন কিরূপ কন্যা বিবাহ্যা এবং কিরূপ কন্যা অবিবাহ্যা তাহা নির্দ্দেশ করুন।

গুরু। বৎস! প্রথমে কিরূপ কন্যা অবিবাহ্যা, তাহাই তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মনু বলিয়াছেন যথা:—

নাতিকেশা মকেশাং বা নাতিকৃষ্টাং ন পিঙ্গলাম্।
নিসর্গতো বিকলাঙ্গীমধিকাঙ্গীং চ নোদ্বহেৎ॥
নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বা কুলজাং বাতি রোগিনীম্।
ন দুষ্টাং দুষ্ট বাচাটাং ব্যঙ্গিনীং পিতৃ মাতৃতঃ॥
ন শ্মশ্রুব্যঞ্জন বতীং নচৈব পুরুষাকৃতিম্।
ন ঘর্ঘর স্বরাং ক্ষাম্ বাক্যাং কাকস্বরাং নচ॥
নানিবদ্ধেক্ষণাং তদ্বৎ বৃত্তাক্ষীং নোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম।
যস্যাশ্চ লোমশে জঙ্ঘে গুলফৌ যস্যাস্তথোন্নতৌ॥
গণ্ডয়োঃ কূপকৌ যস্যাহসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্বহেৎ।
নোদ্বহেৎ তাদৃশাং কন্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্য্য বিশারদঃ॥
নাতি রুক্ষ্ম চ্ছবিং পাণ্ডুকর জামরুণেক্ষনাম্।
আপীন হস্ত পাদাঞ্চ ন কন্যা মুদ্বহেদ্বুধঃ॥
ন বামনাং নাতি দীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতভ্রূবম্।
ন চাতিশ্ছিদ্র দশনাং ন করাল মুখীং নরঃ॥
পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীং।
উদ্বহেত দ্বিজ ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনানৃপ॥

যিনি বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তিনি আপনার বয়ঃক্রমের তৃতীয়াংশ বয়োচিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইজন্য স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে। "ত্র্যষ্ট বর্ষো অষ্ট বর্ষাং

কন্যামুদ্বহেৎ" অর্থাৎ চতুর্বিংশতিবয়স্ক যুবা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। অতিকেশা অথবা স্বল্পকেশা, অতিকৃষ্ণবর্ণা বা অতিপিঙ্গলবর্ণা কন্যা বিবাহ যোগ্যা নহে।

স্বভাবতঃ অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা অর্থাৎ মহাপাতকাদিরোগযুক্তা, কর্কশশরীরা, উৎকটরোগিনী, দুষ্কুলসম্ভূতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে না। শূদ্রাদি কর্ত্তৃক পরিপালিতা, কটুভাষিনী, পিতা মাতা অনুসারে বিকলাঙ্গী, শ্মশ্রুচিহ্নবিশিষ্টা, পুরুষাকৃতি, ঘর্ঘরস্বরবিশিষ্টা, স্বভাবত অতিক্ষীণ, কাকস্বরা, পক্ষরহিতনয়নবিশিষ্টা অথবা বহুপক্ষাবৃতনয়নবিশিষ্টা কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমযুক্ত, যাহার গুলফ উন্নত, হাস্যকালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত হয়, এরূপ কন্যা বিবাহ করিবে না। যাহার আকার কোমল নহে, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ, যাহার নয়ন রক্তবর্ণ এরূপ কন্যাকেও বিবাহ করিবে না। যাহার হস্ত পদ অত্যন্ত স্থূল, যাহার চক্ষু টেরা, যাহার শরীর অতিদীর্ঘ, যাহার ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত এরূপ কন্যাকেও বিবাহ করিবে না। গৃহস্থব্যক্তি মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম কন্যা ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম কন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবাহ করিবেন।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপ যচ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকা ধর্ম্ম শঙ্কয়া॥

যে কন্যার ভ্রাতা নাই এবং পিতার বিশেষবৃত্তান্ত অবগত

হওয়া যায় না, এরূপ কন্যাকে পুত্রিকা অথবা জারজ বা মদ্যপ-জাত আশঙ্কায় বিবাহ করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে কিরূপ কন্যা বিবাহ যোগ্যা তাহা বলুন।

গুরু। অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌখ্য নাম্নীং হংস বারণ গামিনীম্।
তণুলোম কেশ দশনাং মৃদ্বঙ্গী মুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্॥

যে কন্যার কোনরূপ অঙ্গবিকৃতি নাই, যাহার নাম অনায়াসে উচ্চারণ করিতে পারা যায়, যাহার গমন হংস অথবা হস্তীর ন্যায়, যাহার লোম কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল এমন কোমলাঙ্গী ও সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! সগোত্র বিবাহ করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। সগোত্রাং চেদমত্যোপযচ্ছেৎ মাতৃবেদনাং বিভৃয়াৎ পরিত্যাগ শ্রবনাচ্চ।

বৎস! যদ্যপি অজ্ঞাননিবন্ধন সগোত্রাকন্যার পাণিগ্রহণ করে, তবে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতার ন্যায় ভরণ পোষ-নাদি দ্বারা প্রতিপালন করিবে। উপরুক্ত বচনের দ্বারা যখন প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতি রহিয়াছে, তখন সগোত্রা বিবাহ করিতে নাই।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দার কর্ম্মনি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানা মিমাস্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণ প্রথম বিবাহকালে সবর্ণাস্ত্রী গ্রহণ করিবে, কারণ সবর্ণাস্ত্রীই প্রশস্তা। স্বেচ্ছাকৃত পুনর্ব্বার দার-

পরিগ্রহ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের অনুলোম স্ত্রী শ্রেষ্ঠা হইয়া থাকে।

শূদ্রৈব্য ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ সাচ বিশঃ স্মৃতেঃ।
তে চস্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাগ্র জন্মনঃ॥

শূদ্রজাতির শূদ্রকন্যাই বিবাহযোগ্যা। বৈশ্যজাতির স্বেচ্ছা-কৃত অনুলোমবিবাহকালে শূদ্রকন্যা ও বৈশ্যকন্যা বিবাহার্হা। ক্ষত্রিয়জাতির অনুলোম বিবাহকালে শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ যোগ্যা এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে উক্ত চারি জাতি কন্যাই বিবাহ্যা।

শিষ্য। ব্রাহ্মণের শূদ্র বিবাহ অথবা শূদ্রজাতির অন্যবর্ণ বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি?

গুরু। বৎস! কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে "শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্র বর্জ্জিতমিতি" অর্থাৎ মন্ত্র বর্জ্জনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ শূদ্রানী বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু মনু ইহা নিষেধ করিয়াছেন। যথাঃ—

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥
হীন জাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসান্তানানি শূদ্রতাম্॥
শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্য তনয় স্যচ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥
শূদ্রাং শয়ন মারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধো গতিম্।

জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মন্যাদেব হীয়তে ॥
দৈব পিত্র্যাতি থেয়ানি তৎ প্রধানানি যস্তু।
মাশ্নন্তি পিতৃদেবাংস্তাং নচ স্বর্গং সগচ্ছতি ॥
বৃষলীফেণ পীতস্য নিশ্বাসোপ হতস্যচ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ণ বিধয়তে ॥

ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়গণ আপদকালেও শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন না। দ্বিজাতিগণ অজ্ঞানতানিবন্ধন হীনজাতিয়া কন্যা বিবাহ করিলে তাঁহারা অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সসন্তান অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অত্রি ও উতথ্যপুত্র গৌতম বলেন,শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হন। শৌনক বলেন, শূদ্রাতে অপত্য উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন।

ভৃগু বলেন, শূদ্রোৎপন্ন সন্তানের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। শূদ্রপত্নীগমন করিলে ব্রাহ্মণের অধগোতি হয় এবং তাহাতে পুত্রোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব তিরোহিত হয়। যে দ্বিজজাতির দেবকার্য্য পৈত্র্যকার্য্য ও আতিথ্যাদি কার্য্যে শূদ্রা প্রধানা অর্থাৎ শূদ্রা গৃহিনীভাবে কার্য্য করে, তাঁহার প্রদত্ত হব্য কব্যাদি পিতৃলোক গ্রহণ করেন না এবং সেই গৃহস্থও তাদৃশ হব্য কব্যাদি ও অতিথিসৎকার দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না। যে দ্বিজজাতি শূদ্রাপত্নীর অধরসুধা পান করেন অথবা তাহাতে পুত্রাদি উৎপন্ন করেন, তাঁহাকে নিঃসন্দেহ নিরয়গামী হইতে হয়।

শিষ্য। শূদ্রগণ যদি ব্রাহ্মণী বিবাহ করে, তবে তাহার কি হইবে?

গুরু। বৎস! শূদ্র কখন ব্রাহ্মণী বিবাহ করিবে না, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি শূদ্র কেবল শূদ্র জাতিই বিবাহ করিবে।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে শূদ্র জাতির ধর্ম্ম প্রকরণে লিখিত আছে যথা ঃ—

বিপ্রানামর্চ্চনং নিত্যং শূদ্র ধর্ম্ম বিধীয়তে।
তদ্দ্বেষী তদ্ধন গ্রাহী শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গৃধ্রঃ কোটি সহস্রানি শত জন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ শত জন্মানি শূদ্রো বিপ্র ধনাপহা॥
যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণী গামী মাতৃগামী স পাতকী।
কুম্ভীপাকে পচ্যতে স যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতং॥
কুম্ভীপাকে তপ্ত তৈলভুক্তঃ সর্পৈরহর্ণিশং।
শব্দঞ্চ বিকৃতাকারং কুরুতে যম তাড়নাৎ॥
তদা চাণ্ডাল যোনিঃ স্যাৎ সপ্তজন্ম সপাতকী।
সপ্তজন্মসু সর্পশ্চ জলৌকা সপ্ত জন্মসু॥
জন্মকোটি সহস্রঞ্চ বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।
যোনি ক্রিমিঃ পুংশ্চলীনাংস ভবেৎ সপ্ত জন্মসু॥
গবাং ব্রণ কৃমিঃস্যাশ্চ পাতকী সপ্ত জন্মসু।
যোনৌ যোনৌ ভ্রমত্যেবং ন পুনর্জায়তে নরঃ॥

ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণদ্বেষী, ব্রাহ্মণের ধনহারী শূদ্র চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদনন্তর

সহস্রবৎসর গৃধ্রযোনি বাস করিয়া শত জন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। শূদ্র বিপ্রের ধন হরণ করিলে শতজন্ম শ্বাপদযোনি প্রাপ্ত হয়। যে শূদ্র ব্রাহ্মণী গমন করে সে মাতৃগামী এবং মহাপাতকী, শতবৎসর সে কুম্ভীপাকনরকে বাস করে এবং সে স্থানে তপ্ততৈল পানকরতঃ যমযন্ত্রনায় অত্যন্ত বিকৃতাকার শব্দ করিয়া থাকে। সেই পাতকী চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয় এবং সপ্তজন্ম জলৌকা ও সপ্তজন্ম সর্প হইয়া সহস্রবৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম পুংশ্চলীযোনি কীট হইয়া, সপ্তজন্ম গোগণের ব্রণকীট হইয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়া আর নরজন্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যথাঃ—

> তথা মদ্যস্য পানেন ব্রাহ্মণী গমনেন চ।
> বেদাক্ষর বিচারেন শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

শূদ্র যদি মদ্য পান করে কিম্বা ব্রাহ্মণী গমন করে বা বেদাক্ষর বিচার করে তবে সে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইবে।

শিষ্য। প্রভো! বিবাহ কয় প্রকার?

গুরু। চতুর্ণামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।
অষ্টাবিমান সমাসেন স্ত্রী বিবাহেন নিবোধত॥
ব্রাহ্মো দৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচ শ্চাষ্টমোহধমঃ॥

বৎস! ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ ভেদে বিবাহ অষ্টপ্রকার। এই সকল বিবাহের

মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠ। এই সকল বিবাহ দ্বারা যে সকল স্ত্রী লাভ করা যায়, তাঁহারা ইহকালে ও পরকালে মনুষ্যের হিতকারিণী।

শিষ্য। প্রভো! এই অষ্টবিধ বিবাহের লক্ষণ কি এবং সকলেই কি এই প্রকার বিবাহ করিতে পারে?

গুরু। মনু বলিয়াছেন যথা :—

যো যস্য ধর্ম্ম্যো বর্ণস্য গুণ দোষৌচ যস্য যৌ।
তদ্বঃ সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি প্রসবে চ গুণা গুণান্॥
ষড়ানু পূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।
বিট্ শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্ম্যা ন রাক্ষসান্॥
চতুরো ব্রাহ্মণ স্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়োবিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈক মাসুরং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ॥
পঞ্চানান্তু ত্রয়োধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতা বিহ।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন॥
পৃথক্ পৃথক্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষস শ্চৈব ধর্ম্মৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥
আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুত শীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
যজ্ঞেতু বিততে সম্য গৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃতা সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥
একং গো মিথুনং দ্বেবা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যা প্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্ম স উচ্যতে॥

সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানু ভাষ্য চ।
কন্যা প্রদান মভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্য বিধিস্মৃতঃ॥
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিনং দত্বা কন্যায়ৈচৈব শক্তিতঃ।
কন্যা প্রদানং স্বচ্ছন্দা দাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥
ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগো কন্যায়াশ্চ বরস্যচ।
গান্ধর্ব্বং সতুবিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কাম সম্ভবঃ॥
হত্বাচ্ছিত্বা চ ভিত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যা হরণং রাক্ষসো বিধি রুচ্যতে॥
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাংবা রহো যত্রোপ গচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠ বিবাহানাং পৈশাচাষ্টমোঽধমঃ॥

যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্মানুগত এবং যে বিবাহ দ্বারা বিবাহোৎপন্ন সন্তানের যে গুণ বা দোষ জন্মায় এবং যে বিবাহে যে প্রকার গুণ ও দোষ আছে তাহাও তোমাকে বলিতেছি।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ব্ব এই ছয় প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত। আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ এই চারি প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের বিহিত। এবং বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পক্ষে আসুর, গান্ধর্ব্ব ও পৈশাচ বিবাহ বিহিত। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহ দ্বারা সুসন্তান জন্মায় বলিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে এই কয় প্রকার বিবাহ প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র রাক্ষস বিবাহ এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল মাত্র আসুরিক বিবাহ প্রশস্ত।

কিন্তু এই সকল বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব ও

রাক্ষস এই তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক; অবশিষ্ট পৈশাচ ও ও আসুর বিবাহ অধর্ম্মজনক।

শিষ্য। মিশ্র বিবাহ কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! যে স্থানে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনুরাগ আছে অথবা বিবাহ যুদ্ধসাধ্য এরূপ স্থানে যদি কন্যা যুদ্ধলব্ধ হয়, তবে তাহাকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব্বরাক্ষস বলে। যথা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণ মিশ্রবিবাহ। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কেবল মাত্র গান্ধর্ব্ববিবাহ এবং বিচিত্রবীর্য্য ও অম্বিকার বিবাহ কেবল মাত্র রাক্ষস বিবাহ।

কন্যাকে বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ অলঙ্কারাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যা ও তপোযুক্ত আচারনিষ্ঠ পাত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কন্যা দান করাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে যদি অলঙ্কৃতা কন্যা দান করেন, তবে তাহাকে দৈববিবাহ বলে। দৈব কার্য্য সিদ্ধির কামনায় এই বিবাহ সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে দৈববিবাহ বলে।

যাগাদির অনুষ্ঠান নিমিত্ত বরপক্ষ হইতে একযুগ অর্থাৎ দুইটী বলিবর্দ্দ গ্রহণপূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহাকে আর্ষবিবাহ বলে।

"তোমরা পরস্পর গৃহস্থধর্ম্মাচরণ কর" বলিয়া বিধিবৎ অলঙ্কৃতা কন্যা দান করার নাম প্রাজাপত্য বিবাহ। এই বিবাহ দৈবাদি হইতে হীন।

কন্যার পিতাকে শুল্ক প্রদান অথবা কন্যাকে ধন দিয়া অশাস্ত্রীয় উপায়ে যে বিবাহ তাহাকে আসুর বিবাহ বলে।

কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে বিবাহ তাহাকে গান্ধর্ব্ববিবাহ বলে। এই গান্ধর্ব্ববিবাহ কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সঙ্ঘটিত। পরন্তু হোমাদির দ্বারা পশ্চাৎ এই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে দহন করিয়া, ছেদন করিয়া বা তাহাদের গৃহভেদ করিয়া রোরুদ্যমাণা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা তাহার নাম রাক্ষসবিবাহ।

নিদ্রাভিভূতা অথবা মদ্যপানাশক্তা এবং উন্মত্তাবস্থায় স্ত্রীলোকের নিকট গমন করিলে তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অত্যন্ত পাপজনক ও অধর্ম্মজনক, সুতরাং ইহা সর্ব্বথা ত্যজ্য।

এক্ষণে এই সকল বিবাহ দ্বারা যেরূপ সন্তান জন্মে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দশপূর্ব্বান্ পরান্ বংশ্যানাত্মানঞ্চৈক বিংশকম্।
ব্রাহ্মীপুত্রঃ সুকৃত কৃন্মোচয়ত্যেনসঃ পিতৄন্॥
দৈবোঢ়াজ সুতশ্চৈব সপ্ত সপ্ত পরা বরান্।
আর্ষোঢ়াজ সুতঃ স্ত্রীং স্ত্রীন্ ষট্ ষট্ কায়োঢ়জঃ সুতঃ।
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানু পূর্ব্বশঃ।
ব্রহ্ম বর্চ্চস্বিনঃ পুত্রাঃ জায়ন্তে শিষ্ট সম্মতাঃ॥
রূপ সত্ব গুণোপেতা ধন বন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্ত ভোগা ধর্ম্মিষ্ঠং জীবন্তি চ শতং সমাঃ॥

ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসা নৃত বাদিনঃ ॥
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্ম ধর্ম্ম দ্বিষঃ সুতাঃ ॥
অনিন্দিতৈঃ স্ত্রী বিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈ র্নিন্দিতাঃ নৃণাং তথান্নিন্দান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা পরলোক-গত দশ পূর্ব্বপুরুষ ও পুত্র পৌত্রাদি দশ পরপুরুষ এবং আত্মা অর্থাৎ স্বয়ং, এই একবিংশতি পুরুষ পাপ হইতে নির্মুক্ত হন।

দৈব বিবাহোৎপন্ন পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বসপ্ত পুরুষ এবং পুত্রাদি প্রভৃতি পর পর সপ্ত পুরুষ ও আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে।

আর্ষবিবাহোৎপন্ন সন্তান পিত্রাদি তিন ও পুত্রাদি তিন ও আপনাকে মুক্ত করিয়া থাকে।

প্রাজাপত্য বিবাহোৎপন্ন পুত্র পিত্রাদি ছয় ও পুত্রাদি ছয় ও আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে যে পুত্রোৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও সাধু, তাহারা সুরূপ, সত্বগুণাবলম্বী ধনবান, যশস্বী, পর্য্যাপ্ত ভোগবান ও ধার্ম্মিক এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট চারিটি ইতর বিবাহ অর্থাৎ আসুর গান্ধর্ব্ব রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদবিদ্বেষী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অনিন্দিতা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে অনিন্দ্যসন্তান ও নিন্দিতাস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে নিন্দিতসন্তান জন্মিয়া থাকে। এই হেতু নিন্দিত বিবাহ ত্যাগ করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ব্রাহ্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্ব রাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচ শ্চাষ্টমাধমঃ ॥
এতেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্তোক্তো মহর্ষিভিঃ।
কুর্ব্বীত দারা হরণং তেনান্যং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
সধর্ম্ম চারিনীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিত স্তয়া।
সমুদ্বহেদ্ দদাত্যেষা সম্যগূঢ়া মহাফলম্ ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ ভেদে বিবাহ আট প্রকার। এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ কর্ত্তব্য বলিয়া মহর্ষিরা কীর্ত্তন করিয়াছেন তদনুসারে দারপরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচ বিবাহ করা বিধেয় নহে। এইরূপে সংসারাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক সধর্ম্মচারিনীপত্নীর পাণিগ্রহণ করিলে সেই বিবাহিতা নারী মহাফল প্রদান করেন।

শিষ্য। প্রভো! বিবাহ যদি একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তবে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে কি না?

গুরু। বৎস! জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ উচিত নহে।

হারীত মুনি বলিয়াছেন যথা :-

জ্যেষ্ঠেঽনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা পরিকর্ত্তা যাজকস্তে সর্ব্বে পতিতাঃ ভবন্তি।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা জ্যেষ্ঠাভগিনী অবিবাহিত অবস্থায় থাকিলে কনিষ্ঠসহোদর অথবা কনিষ্ঠাসহোদরার বিবাহ হইলে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, ভগিনী, দাতা ও পুরোহিত ইহাঁরা সকলেই পতিত হন এবং কন্যা পরিবেদনদোষ প্রাপ্ত হয়, অতএব জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ যুক্তিযুক্ত নহে।

শিষ্য। প্রভো! যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা ভগিনী বিবাহাযোগ্যা হয়, তবে কি কনিষ্ঠভ্রাতা বা ভগিনীর বিবাহ হইবে না?

গুরু। বৎস! তাহা হইতে পারে।

ছন্দোগপরিশিষ্টনামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা:—

দেশান্তরস্থ ক্লীবৈক বৃষনান সহোদরান্।
বেশ্যাভিষক্ত পতিত শূদ্র তূল্যাতিরোগিণঃ॥
জড়মূকান্ধ বধির কুব্জ বামন কুণ্ঠকান্।
অতি বৃদ্ধান ভার্য্যাংশ্চ কৃষি সক্তান্ নৃপস্যচ॥
ধন বৃদ্ধি প্রসংক্তাশ্চ কামতঃ কারিণ স্তথা।
কুলটোন্মত্ত চৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্নদূষ্যাতি॥

জেষ্ঠভ্রাতা যদ্যপি দেশান্তরস্থ, ক্লীব, একবৃষণ অর্থাৎ এক-অণ্ড বিশিষ্ট, বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রতূল্য, অতিরুগ্ন, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুণ্ঠক, অতিবৃদ্ধ, অভার্য্য অর্থাৎ যে সকল দোষ থাকিলে বিবাহ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সর্ব্বদা কৃষিশক্ত অথবা নৃপশক্ত, কামনানুসারে ধনবার্ধুষিক, কুলট অর্থাৎ দত্তকাদি, উন্মত্ত অথবা চোর হইলে সে স্থানে পরিবেদন দোষ হয় না।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

দারাগ্নি হোত্র সংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্ত পূর্ব্বজঃ॥
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা চ যয়াচ পরিবিদ্যতে।
সর্ব্বেতে নরকং যান্তি দাতৃ যাজক পঞ্চমাঃ॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত অথবা অকৃতঅগ্নিহোত্রী থাকিলে কনিষ্ঠসহোদর যদি বিবাহ করে বা অগ্নিহোত্রী হয় তবে সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবেত্তা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবিত্তি বলে।

পরিবেদন দোষযুক্ত হইলে কন্যা, পুরোহিত, কন্যাদাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং কনিষ্ঠসহোদর সকলেই পতিত হয়, এই নিমিত্ত এই প্রকার বিবাহ কখন শাস্ত্র সম্মত নহে।

কশ্যপমুনি বলিয়াছেন যথা :—

সপ্ত পৌনর্ভবা কন্যা বর্জনীয়া কুলাধমা।
বাচাদত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুক মঙ্গলা॥
উদক স্পর্শিতা যাচ যাচ পানিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যাচ পুনর্ভূ প্রভবাচ যা॥
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তিকুল মগ্নিবৎ।

সমান গোত্র বা সমান প্রবর হইলে বিবাহ করিতে নাই। শিষ্যকন্যা, ব্রহ্মদাতাগুরু ও অধ্যাপকগুরু ইহাদের কন্যাও বিবাহ করিতে নাই।

যে কন্যা বাগ্দত্তা, যে কন্যা মনোদত্তা, যাহার বদ্ধকঙ্কনাদি হইয়াছে, অথবা উদকস্পর্শিতা হইয়াছে, যে অগ্নিপরিগতা

হইয়াছে এবং যে পুনর্ভূ কর্ত্তৃক প্রসূতা হইয়াছে, এইরূপ পৌনর্ভব কন্যাও বিবাহ করিতে নাই।

শিষ্য। প্রভো! যদ্যপি কোন কন্যা বাগ্দত্তা হইয়া থাকে, এমন অবস্থায় যদি সেই কন্যার ভাবীপতির মৃত্যু হয়, তবে কি সেই কন্যার বিবাহ হইবে না?

গুরু। বৎস! এই প্রকার কন্যার বিবাহ হইতে পারে না। তবে যদি তাহার দেবর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে এবং কন্যা অনুমতি দেয়, তবে এই প্রকার কন্যার বিবাহ হইতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতেপতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ॥
যথাবিধ্যভিগম্যৈনাং শুক্ল বস্ত্রাং শুচিব্রতাং।
মিথোভজেতাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥
দেবরায় প্রদাতব্যা যদি কন্যানুমন্যতে।
অদ্ভির্ব্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতোর্দ্ধং বরোযদি॥

যে স্থানে বাক্য দ্বারা বিবাহ দিব, এই কথা স্থির হইয়াছে, পরে ভাবীপতির মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় যদি সেই কন্যা অনুমতি দেয়, তবে তাহার ভাবী দেবর তাহাকে বিবাহ করিতে পারে এবং প্রসবকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে তাহাতে অভিগমন করিতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! কন্যাদাতা যদি নিঃস্ব হয় তবে সে বরপক্ষ হইতে শুল্ক গ্রহণ করিতে পারে কি না?

গুরু। বৎস! কন্যা বিক্রয় অতীব দূষনীয়, যে ব্যক্তি কন্যা

বিক্রয় করে সে ঘোরনারকী, সে আত্মবিক্রয়ী, তাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিলেও পাপ হয়।

কশ্যপ বলিয়াছেন যথা :—

শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতাং লোভ মোহিতাঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপাত্মামহাকিল্বিষকারিণঃ॥
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলং।
আদদীত ন শূদ্রোঽপি শুল্কং দুহিতরং দদৎ॥

যে ব্যক্তি লোভবশতঃ শুল্কগ্রহণ করিয়া কন্যা বিক্রয় করে সে মহাপাপী, আত্মবিক্রয়ী, সপ্তকুল সহিত ঘোর নরকে পতিত হয়। শূদ্রও কখন কন্যা প্রদান করিয়া শুল্ক গ্রহণ করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! কতদিনের মধ্যে পিতাকে কন্যা দান করিতে হইবে।

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাতু রোহিনী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তেতু দ্বাদশেবর্ষে কন্যাং যো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যা পিতা পিবতি শোনিতং॥

দশম বর্ষের মধ্যে কন্যা দান করিতে হইবে। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কন্যা দান না করিলে সেই কন্যার পিতা যতদিন পর্য্যন্ত কন্যাদান না করিবেন ততদিন কন্যার প্রতিমাসীয় রজপান করিয়া থাকেন এবং নরকে গমন করেন।

গৃহস্থ বিবাহ করিয়া বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন

করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সুতরাং ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত গৃহী পুত্রোৎপাদনে সর্ব্বদা যত্নবান হইবেন।

শৌনক বলিয়াছেন যথা :—

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি। তস্মাৎ পুত্রাণ আধেহি।

অপুত্রক ব্যক্তির সদ্গতি হয় না এই নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনে যত্নবান হইবে।

শিষ্য। প্রভো! পুত্রোৎপাদন না করিলে যখন পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয় না বা সদ্গতি লাভ হয় না এবং মৈথুন ধর্ম্ম-ব্যতিরেকেও যখন পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে না, তখন দারোপ-গমনের কোন প্রকার নিয়ম আছে কি? এবং দারোপগমনের কোন কালাকাল আছে কি?

গুরু। বৎস! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ঋতুকালাভি গামী স্যাৎ স্বদার নিরতঃ সদা।
পর্ব্ব বর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতোরতিকাম্যয়া॥
ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীনাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধ মহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥
তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশরাত্রয়ঃ॥
যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্॥
পুমান্ পুংসোঽধিকে শুক্রে স্ত্রীভবত্যধিকে স্ত্রিয়া।
সমেঽপুমান্ পুংস্ত্রিয়ৌ বাক্ষীণেঽল্পে চ বিপর্য্যয়ঃ॥

নিন্দ্যাশ্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্য্যের ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

ঋতুকালে অবশ্য স্ত্রীগমন করিবে, ঋতুকাল উল্লঙ্ঘন করিবেনা। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যকালেও ভার্য্যার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত রতিকামনায় স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে, কিন্তু কি ঋতুকালে কি অন্যকালে কোনকালেই অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে স্ত্রীগমন করিবেনা।

শিষ্য। প্রভো! পর্ব্বদিন কাহাকে বলে? এবং পর্ব্বদিনে স্ত্রীগামীহইলে কি পাপ হয়?

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা:—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমীচৈব অমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবি সংক্রান্তিরেবচ॥
স্ত্রীতৈলমাংস সম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈপুমান্।
বিন্মুত্র ভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ॥

অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি ইহাদিগকে পর্ব্বদিন বলে। এই সকল পর্ব্বকালে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈল ব্যবহার বা মাংসাদি ভোজন করিলে বিন্মুত্র নামক নরক ভোগ করিতে হয়।

স্ত্রীগণের স্বাভাবিক ঋতুকাল ষোড়শ দিন, তন্মধ্যে প্রথম চারিরাত্রি, একাদশরাত্রি ও ত্রয়োদশরাত্রি স্ত্রীগমনে নিষিদ্ধ, অবশিষ্ট দশদিবস স্ত্রীগমনে প্রশস্ত। এই দশরাত্রির মধ্যে ছয়, আট বা দশ যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে যদি গর্ভ হয় তাহাতে পুত্র জন্মে, এবং পাঁচ বা সাত অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে

কন্যা জন্মে, অতএব পুত্রার্থী ব্যক্তি যুগ্মদিনে এবং কন্যার্থী ব্যক্তি অযুগ্মদিনে স্ত্রীগমন করিবেন।

পক্ষান্তরে যদি পুরুষের বীর্য্যাধিক্য হয় তবে অযুগ্ম রাত্রিতেও পুত্রোৎপত্তি হইতে পারে। স্ত্রীর বীর্য্যাধিক্য হইলে যুগ্ম রাত্রিতেও কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে। উভয়ের বীর্য্য সমান হইলে ক্লীব অথবা যমজ সন্তান জন্মে। আবার উভয়ের বীর্য অল্প বা অসার হইলে সন্তান জন্মায় না। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ও পর্ব্বাদিবস পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হইলেও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে স্খলিত হন না।

শিষ্য। প্রভো! কন্যা বা ভগিনীর স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে পারে কি না?

গুরু। বৎস। কাত্যায়নমুনি দায়ভাগে বলিয়াছেন যথা :--

স্ত্রীধনানি তু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারী যানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিম্॥

পিতা বা বন্ধুগণ মোহবশতঃ কন্যা বা ভগিনীর স্ত্রীধন অথবা তৎসম্বন্ধীয় দাসী, বাহন বা বস্ত্রাদি উপভোগ করিলে সেই পাপমতি পুরুষেরা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভিঃ দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্রনার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতি পূজিতাঃ।
তানিকৃত্যা হতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তথাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতি কামৈ র্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষুচ॥
সন্তুষ্ট ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্রবৈধ্রুবম্॥
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে॥
স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাস্ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে॥

বহুকল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি বন্ধুগণ বহুমানপুরঃসর ভোজনাদি ও অলঙ্কারাদি দ্বারা প্রমদাগণকে সন্তুষ্ট রাখিবেন, কারণ যে কুলে ললনাগণ সম্যক সমাদর প্রাপ্ত হন, দেবতাগণ সেই কুলের প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সেই পরিবারের যাগাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হয়। যে স্থানে স্ত্রীগণ সতত দুঃখিত থাকেন, সেই কুল সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে কুলে স্ত্রীলোকের দুঃখ নাই, সেই কুল সতত শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে গৃহে রমণীগণ অসৎকৃত অবস্থায় থাকেন, সেই কুল অভিচার হতবৃক্ষের ন্যায় শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অতএব যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন তাঁহারা বিবিধ সৎকার্য্য দ্বারা ও

ভূষণাদি দ্বারা রমনীগণকে সতত প্রফুল্লিত রাখিবেন। উৎসব-কালে নিয়ত অশন, বসন ও ভূষণ দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। যে পরিবারমধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, কল্যাণ সেই গৃহে সতত নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে। বস্ত্র ও আভরণাদিদ্বারা কান্তিমতি না হইলে নারী স্বামীর প্রমোদ জন্মাইতে পারে না, আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলে সন্তানোৎপাদন হয় না। স্ত্রী যদি ভূষণাদিদ্বারা মনোহর ভাবে সজ্জিত থাকেন, তবে সমুদায় গৃহই শোভা পাইয়া থাকে। আর যদি স্ত্রী প্রীতিমতী না হয়, তাহা হইলে সমুদায় গৃহ শোভা বিহীন হয়।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

কুবিবাহৈঃ ক্রিয়া লোপৈর্ব্বেদানধ্যয়নেনচ।
কুলাণ্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতি ক্রমেণ চ॥
শিল্পেন ব্যবহারেণ শূদ্রাপত্যৈশ্চ কেবলৈঃ।
গোভিরশ্বৈশ্চ যানৈশ্চ কৃষ্যা রাজোপ সেবয়া॥
অযাজ্য যাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্ম্মনাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ॥
মন্ত্রতস্তু সমৃদ্ধানি কুলান্যল্প ধনান্যপি।
কুলসঙ্খ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্ যশঃ॥

কুবিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ালোপ, বেদাদি শাস্ত্রের অনধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণের প্রতি হিংসা করা, এই সকল কারণে অতি শ্রেষ্ঠকুলও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্পকার্য্য, বৃদ্ধিলোভে ধন প্রয়োগ, শূদ্রার গর্ভে সন্তানোৎপাদন, গো বা অশ্বযান প্রভৃতি ক্রয়

বিক্রয়, কৃষি, রাজসেবা, অযাজ্যের যাজন, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের প্রতি নাস্তিক্য বুদ্ধি এবং মন্ত্রহীন অর্থাৎ বেদহীন হইলে, কুল সকল সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কুল বেদাদি দ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান ও বেদবিহিত কর্ম্মের নিত্য অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেই কুল নির্ধণ হইলেও ত্বরায় উৎকৃষ্ট কুল মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে গৃহস্থের আচার বিষয়ে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুণ।

গুরু। বৎস! ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা সগররাজা মহর্ষি ঔর্ব্বের নিকট গৃহস্থের সদাচার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর তাঁহাকে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

সাধবঃক্ষীণ দোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষা মাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

সৎ অর্থাৎ সাধু, যাঁহারা দোষাদি বিবর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু। সাধুদিগের যে আচার বা ব্যবহার তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুস্থেচ মানসে মতিমানন্নৃপ।
বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মম্ অর্থঞ্চাস্যা বিরোধিনম্॥
অপীড়য়া তয়োঃ কাম মুভয়োরপি চিন্তয়েৎ।
দৃষ্টাদৃষ্ট বিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকালে অন্তঃকরণ সুস্থ ও প্রশান্ত থাকে, বুদ্ধিমান-

ব্যক্তি সেই সময়ে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থচিন্তা করিবে। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কাম চিন্তা করিবে, কারণ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এতত্রিতয়ের কোনটীরই অপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষরূপে হানি না হয় এমন ভাবে এই ত্রিবর্গের প্রতি গৃহী দৃষ্টি রাখিবে।

শিষ্য। প্রভো! সংসার নির্ব্বাহের জন্য ধর্ম্ম চিন্তার অবিরোধী হইয়া অর্থচিন্তা কিরূপে করিতে পারে?

গুরু। বৎস! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

পরিত্যজেদর্থ কামৌ ধর্ম্মপীড়া করৌ নৃপ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোক বিদ্বিষ্ট মেবচ ॥

যাহাতে ধর্ম্মের হানি হয় এমন ভাবে অর্থোপার্জ্জন পরিবর্জ্জন করিবে এবং যে ধর্ম্ম দ্বারা অশান্তি হইতে পারে এবং যাহা সমাজবিরুদ্ধ তাদৃশ ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবে না।

এক্ষণে গৃহীব্যক্তি প্রতিদিন কিরূপভাবে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মের অবিরোধে অর্থোপার্জ্জন এবং নিত্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর।
নৈর্ঋত্যামিষু বিক্ষেপ মতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ ॥
দুরাদাবসথান্মুত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥
আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গো সূর্য্যাগ্ন্যনিলাং স্তথা।
গুরু দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বাসভবনের নৈঋৎদিকে বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর বাণ যাইতে পারে সেই পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া পুরীষত্যাগ করিবে, গৃহপ্রাঙ্গনে, অপরিষ্কৃতস্থানে পুরীষত্যাগ করিবে না। গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, দ্বিজাতি ও গুরু ইহাঁদের অভিমুখে ও নিজের এবং বৃক্ষের ছায়ায় কদাচ পুরীষত্যাগ করিবে না।*

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ন কৃষ্টে শষ্য মধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদি তীর্থেষু পুরুষর্ষভ॥
নাপ্সু নবাস্তনস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্॥
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীত মুখোনিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব॥
তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্র প্রাবৃত মস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥

যে জমিতে হলসঞ্চালন করা হইয়াছে সে স্থানে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবেনা। যে স্থানে শষ্য হইয়াছে সে স্থানে এবং গোচারণস্থানে, জনসমীপে, পথিমধ্যে এবং সরোবর ও নদী-তীরে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না, বাসস্থান হইতে দূরতর প্রদেশে

* ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শয়নকাল পর্য্যন্ত গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালা নামক গ্রন্থে বিশদরূপে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

গমন করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। যে স্থানে মনুষ্যের গতিবিধি অনুভূত হয় তাদৃশ স্থানে বা গৃহপ্রাঙ্গণে মূত্র বা পুরীষ ত্যাগ করা কদাপি বিধেয় নহে। নিজের ছায়ায় বা গৃহদ্বারে, গো, ব্রাহ্মণ ও তরুচ্ছায়ায়, বায়ু বা অগ্নি সম্মুখে অথবা সূর্য্যাভিমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই। দিবাভাগে উত্তরমুখে ও রাত্রিকালে দক্ষিণমুখে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। যে স্থানে পুরীষত্যাগ করিবে সেই স্থান তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মস্তক আবৃত পূর্ব্বক এবং কোন প্রকার শব্দ উচ্চারণ না করিয়া পুরীষ-ত্যাগ করিবে।

হারীতমুনি বলিয়াছেন যথা :—

> ন মূত্রং পথিকুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।
> ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং নচ পর্ব্বতে॥
> ন জীর্ণ দেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
> ন সসত্বেষু গর্ত্তেষু নগচ্ছন্নাপি চ স্থিতঃ॥
> ন নদীতীর মাসাদ্য নচ পর্ব্বত মস্তকে।
> বায়্বগ্নি বিপ্রমাদিত্য মপঃ পশ্যং স্তথৈবচঃ।
> ন কদাচন কুর্ব্বীত বিন্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্॥

হলাদিদ্বারা কৃষ্টভূমিতে, শষ্যযুক্তক্ষেত্রে, গোষ্ঠে ও গোপ্রচারস্থানে, পথিমধ্যে, নদনদীরগর্ভে, তীর্থস্থানে, জলমধ্যে, জলাশয়ের তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষত্যাগ করিবেনা। যদি কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তবে দিবাভাগে উত্তরমুখ ও রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে। মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া

পুরীষত্যাগ করিবে এবং সে স্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করিবে না, বা কোন কথা বলিবে না।

শিষ্য। প্রভো! ইষু বিক্ষেপ স্থান হইতে দূরে পুরীষত্যাগ করিবার কারণ কি?

গুরু। বৎস! প্রাচীন কালে প্রায়শঃ বালকগণ অতি-প্রত্যুষে বাণশিক্ষা করিত এবং বাণের গতি অন্যূন ১৫০ হস্ত পর্য্যন্ত হইত, এইনিমিত্ত বাসস্থান হইতে ১৫০ হস্ত দূরে মল পরিত্যাগার্থ উপবিষ্ট হইলে বাণবিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এইজন্য ইষুবিক্ষেপ হইতে দূরে পুরীষত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! কৃষ্টভূম্যাদিতে মূত্রত্যাগের প্রতিষেধ কি নিমিত্ত?

গুরু। বৎস! কৃষ্টভূমিতে মূত্রত্যাগ করিলে ভূমধ্যস্থিত বৃশ্চিকাদি নির্গত হইয়া দংশন করিতে পারে এবং শস্যের বীজও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এইনিমিত্ত কৃষ্টভূমিতে মূত্রত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

জলাশয় প্রভৃতিতে মলমূত্র ত্যাগ করিলে জল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতে পারে, এইনিমিত্ত জলাশয়ে মূত্রত্যাগ নিষেধ করিয়াছেন।

শিষ্য। প্রভো! রাত্রিকালে দক্ষিণমুখাভিমুখ হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিতে কি নিমিত্ত বলিলেন?

গুরু। বৎস! আর্য্যগণ প্রথমতঃ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতেন, তত্রত্য আদিমনিবাসী অসভ্যজাতিগণ তাঁহাদের দ্বারা

কতক বন্দী হইয়া তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া সেই স্থানে বাস করিত,এবং কতকগুলি পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণভাগে মহারণ্যে প্রবেশ করে। অবশেষে আর্য্যগণ তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃতির নিমিত্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত আক্রমণ পূর্ব্বক আয়ত্তাধীন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত হিমালয়াবধি বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত স্থানকে আর্য্যাবর্ত্ত বলে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে মুনিগণ তপস্যা করিতেন। আদিম অসভ্যজাতিগণ* মধ্যেমধ্যে দাক্ষিণাত্য হইতে রাত্রিকালে আসিয়া, মুনিগণের উপর দৌরাত্ম্য করিত, এইনিমিত্ত তাহারা নিশাচর নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে বনমধ্যে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিবার নিমিত্ত উপবেশন করিলে রাত্রিচরদিগের আগমন জানিতে পারিয়া সাবধান হইতে পারা যায়। দিবাভাগে নিশাচরের ভয় নাই, কিন্তু রাজগণ উত্তরদিক হইতে মৃগয়ার্থ অরণ্যে প্রবেশ করিতেন, অতএব দিবাভাগে উত্তরমুখ হইয়া বসিলে দূর হইতে দেখিয়া সাবধান হইতে পারা যায়, এই নিমিত্ত দিবাভাগে উত্তরদিকাভিমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা থাকিলে যথাভিমুখে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে পারে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ছায়ায়া মন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথাসুখ মুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণবাধ ভয়েষুচ ॥

* আর্য্যগণ অসভ্য জাতিদিগকেই রাক্ষস সংজ্ঞা দিয়াছেন।

রাত্রিকালেই হউক বা দিবসেই হউক, মেঘাদির ছায়াদ্বারা অন্ধকারে দিগ্বিদিক জ্ঞান না হইলে, কিম্বা পীড়িত হইলে বা ভয়ের কোন কারণ থাকিলে, ইচ্ছামত যে কোন অভিমুখে মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

নিদ্রাং জহ্যাদ্ গৃহীরাম নিত্যমেবারুণোদয়ে।
বেগোৎসর্গং ততঃ কৃত্বা দন্তধাবনপূর্ব্বকং॥
স্নানং সমাচরেৎ প্রাতঃ সর্ব্বকল্মষ নাশনং॥

গৃহীব্যক্তি প্রতিদিন অরুণোদয়কালে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূরীষত্যাগ করিয়া দন্তধাবন পূর্ব্বক সর্ব্বপাপক্ষয়কারক প্রাতঃস্নান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! অরুণোদয়কাল কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাত্তদ্ধি পুন্যতমং স্মৃতং॥

সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বকাল অরুণোদয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই কালে স্নান অতিশয় প্রশস্ত ও পুণ্যতম।

শিষ্য। প্রভো! যদি অরুণোদয়কালে স্নান প্রশস্ত হয়, তবে অগ্রে মলমূত্র পরিত্যাগ না করিয়া স্নান করিলে দোষ কি?

গুরু। বৎস! তাহা হইতে পারে না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

বেগরোধং ন কর্ত্তব্য মন্যত্র ক্রোধবেগতঃ।

ক্রোধবেগ ব্যতীত অন্য কোন বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য নহে।

আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে লিখিত আছে যথা ঃ—

ন বেগিতোঽন্যসিদ্ধিঃ স্যান্নাজিত্বা সাধ্য মাময়ং।

মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে কদাচ বেগরোধ করিবে না, বেগধারণ করিলে চিত্ত স্থির হয় না এবং তাহার অন্য কার্য্যও সিদ্ধ হয় না।

অঙ্গিরা বলিয়াছেন যথা ঃ—

উত্থায় পশ্চিমে রাত্রেস্তত আচম্য চোদকং।
অন্তর্দ্ধায় তৃণৈর্ভূমিং শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা॥
বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছাস বর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্র পুরীষেতু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥

রাত্রি অবসন্না হইলে আচমন করতঃ বস্ত্রদ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন করিবে, এবং তৃণদ্বারা ভূমি সমাচ্ছাদিত করিয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবে, সেইকালে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ বা কোন বাক্য উচ্চারণ করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! ইতিপূর্ব্বে আপনি অতি গোপনীয় স্থানে মূত্রপুরীষত্যাগের বিষয় বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি?

গুরু। বৎস! বশিষ্ট বলিয়াছেন যথা ঃ—

আহার নির্হার বিহার যোগাঃ সুসম্বৃতা ধর্ম্ম বিদাতু কার্য্যাঃ।
বাগ্ বুদ্ধি গুপ্তিশ্চ তপ স্তথৈব ধনায়ুষী গুপ্ততমেতু কার্য্যে॥

আহার, বিহার, মলমূত্রত্যাগ, যোগ অর্থাৎ চিত্তসংযম পূর্ব্বক সমাধি, বাক্যের গোপন অর্থাৎ অশুভালাপ প্রভৃতি নির্জ্জনে করিবে।

হারীতমুনি বলিয়াছেন যথা :—

আহারন্তু রহঃ কুর্য্যান্নির্হারঞ্চৈব সর্ব্বদা।

গুপ্তাভ্যাং লক্ষ্যাপেতঃ স্যাৎ প্রকাশে হীয়তে তয়া॥

ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ ভোজন, মূত্র, পুরীষত্যাগ, বিহার অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গ, যোগ অর্থাৎ চিত্তনিরোধপূর্ব্বক সমাধি, বাগ্‌গুপ্তি অর্থাৎ অশুভালাপ অতি গোপনে করিবে।

নির্জ্জনে বসিয়া আহার করিবে, মূত্রপুরীষত্যাগ ও নির্জ্জনে করিবে, যাঁহারা এই বিষয় গোপনে সম্পন্ন করেন, তাঁহারা লক্ষ্মী-বন্ত হন, না করিলে হীনশ্রী হইয়া থাকে।

মূত্রপুরীষাদিত্যাগকালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে।

যম বলিয়াছেন যথা :—

কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠ লম্বিতং।

বিন্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাদ্ যদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ॥

মূত্র ও পুরীষত্যাগকালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে কিম্বা কণ্ঠে রক্ষা করিবে।

সাংখ্যায়ন বলিয়াছেন যথা :—

পবিত্রং দক্ষিণে কর্ণে কৃত্বা বিন্মূত্রমাচরেৎ।

মূত্র ও পুরীষাদি ত্যাগকালে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ কর্ণে রাখিবে।

শিষ্য। প্রভো! মলমূত্র পরিত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত রাখিতে বলিলেন কেন?

গুরু। বৎস! দক্ষিণ কর্ণ অতি পবিত্র স্থান এই নিমিত্ত দক্ষিণ কর্ণে রাখিতে বলিয়াছেন।

সাংখ্যায়ন বলিয়াছেন যথা :—

আদিত্যা বসবোরুদ্রা বায়ুরগ্নিশ্চ ধর্ম্মরাট্।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ॥

আদিত্য,অষ্টবসু, বায়ু, রুদ্র, অগ্নি, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য দেবতা-গণ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে সতত বাস করেন।

শিষ্য। প্রভো! খাদ্যদ্রব্য হস্তে করিয়া মলমূত্রত্যাগ করিতে পারে কি?

গুরু। বৎস! সকল সময়ে পারে না, তবে বিপদের সময় পারে।

মদনপারিজাত নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

অরণ্যে নির্জ্জনে রাত্রৌ চৌর ব্যালাকুলে পথি।
কৃত্বা মূত্র পুরীষঞ্চ দ্রব্য হস্তো ন দূষ্যতি।

রাত্রিকালে, নির্জ্জন প্রদেশে, চোর কিম্বা হিংস্রজন্তুর ভয় উপ-স্থিত হইলে, হস্তে অদনীয়দ্রব্যাদি লইয়া মূত্রপুরীষাদি পরিত্যাগ করিলেও দ্রব্য অশুচি হইবে না।

এই প্রকারে পুরীষত্যাগ করিয়া যথাবিধানে শৌচ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! শৌচ কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

অভক্ষ্য পরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মেচ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং॥

অভক্ষ্য দ্রব্যের পরিহার, অনিন্দিত ব্যক্তির সংসর্গ এবং স্বধর্ম্মে অবস্থান করাই শৌচ।

বাহ্য ও অন্তর ভেদে শৌচ দুই প্রকার। মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বহিরিন্দ্রিয়ের পরিমার্জ্জনাকে বাহ্যশৌচ ও প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তশুদ্ধিকে অন্তরশৌচ কহে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

একা লিঙ্গে গুদে তিস্র স্তথা বাম করে দশ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপ পাদিকাঃ॥

অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনা বুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিত॥

নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রি শৌচস্ত পাদা বভ্যুক্ষ্য বৈপুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎসলিলংতেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ॥

শীর্ষন্যানি ততঃ স্বানি মূর্দ্ধানঞ্চ নৃপালভেৎ।
বাহু নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ॥

বাহ্য শৌচার্থ লিঙ্গদেশে একবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে, গুহ্য দেশে তিনবার, বামকরে দশবার এবং হস্তদ্বয়ে সপ্তবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে।

অনন্তর গন্ধশূন্য ফেন ও বুদ্বুদরহিত নির্ম্মল সলিলদ্বারা আচমন করিবে, পরন্তু আচমনের পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক পাদশৌচ সম্পাদন করিবে, তৎপরে তিনবার কুল্লি করিয়া দুইবার মুখ মার্জ্জনা করিবে এবং মস্তকের সমুদায় স্থান, ইন্দ্রিয় সমুদায়, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভিদেশ ও হৃদয় এই সমুদায় স্থান সজল হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে।

শঙ্খ ও দক্ষ বলিয়াছেন যথা :—

তিস্রস্তু মৃত্তিকা দেয়াঃ কৃত্বা নখ বিশোধনং।
ত্রিস্রস্তু পাদয়োর্দ্দেয়াঃ শুদ্ধি কামেন নিত্যশঃ॥

শুদ্ধিকামী ব্যক্তি পাদদেশে তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবেন ও নখ বিশোধন পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ হইবেন।

শিষ্য। প্রভো! যদি কোন ব্যক্তি পীড়িত হয়, তাহা হইলে এই ভাবে শৌচ করিতে হইলে তাহার অধিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা, অতএব রোগীব্যক্তিগণের পক্ষে কিরূপভাবে শৌচাচার হইবে?

গুরু। বৎস! রোগী ব্যক্তি সাধ্যানুসারে শৌচ করিবে, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এইপ্রকার শৌচ জানিবে।

দক্ষ বলিয়াছেন যথা :—

যথোদিতং দিবা শৌচমর্দ্ধং রাত্রৌ বিধীয়তে।
আতুরে তু তদর্দ্ধং স্যাত্তদর্দ্ধং তু পথিস্মৃতং॥

দিবামানে যে প্রকার শৌচের বিধি আছে রাত্রিকালে তাঁহার অর্দ্ধেক এবং রোগী ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেক করিবে।

দক্ষ ও বৌধায়ন বলিয়াছেন যথা :—

দেশং কালং তথাত্মানং দ্রবং দ্রব্য প্রয়োজনং।
উপপত্তি মবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বা শৌচং প্রকল্পয়েৎ॥

দেশ, কাল, নিজশরীর, দ্রব্য ও দ্রব্যের প্রয়োজন এবং অবস্থাদি যখন যেরূপ হইবে শৌচও সেইরূপে করিবে।

শিষ্য। প্রভো! শৌচকার্য্যকালে মৃত্তিকাদি আহরণের কোন নিয়ম আছে কি?

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

বল্মীক মূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপ সম্ভবাম্॥
অন্তঃ প্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হালোৎখাতাঞ্চ ভূমিপ।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচ সাধনম্॥
বাপীকূপ তড়াগেষু নাহরেদ্ বাহ্যতোমৃদং।
আহরেজ্জল মধ্যাত্তু পরতো মণিবন্ধনাৎ॥

বল্মীক ও মূষিক মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা অর্থাৎ কোন ব্যক্তি শৌচ করিয়া মৃত্তিকা রাখিয়া গিয়াছে এরূপ মৃত্তিকা ও গৃহলেপ সম্ভূত মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ করিবে না। কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাতমৃত্তিকা ও জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা দ্বারা শৌচ করিবে না, কিন্তু বাপীকূপতড়াগাদিতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্ত ডুবাইয়া মৃত্তিকা গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে শৌচ করিতে পার।

এইরূপে শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দন্তধাবন করিবে। কারণ মুখ পর্য্যুষিত থাকিলে মনুষ্যগণ সর্ব্বদা অশুচি হইয়া থাকে।

বৃদ্ধ শাতাতপ বলিয়াছেন যথা :—

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়োত নর।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

মনুষ্যগণ মুখপ্রক্ষালন না করিলে অপবিত্র হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত যত্নসহকারে দন্তধাবন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! দন্তধাবন করিতে হইলে কোন্ কোন্ দ্রব্যের দ্বারা এবং কোন্ সময়ে দন্তধাবন করিবে ও মুখপর্য্যুষিত থাকিলে কি নিমিত্ত অশুচি হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! যজ্ঞবরাহ বলিয়াছেন যথা :—

মনুষ্যাঃ কিল্বিষী ভদ্রে কফপিত্ত সমন্বিতঃ।
পূয শোণিত সংপূর্ণো দুর্গন্ধং মুখমস্তুতৎ ॥

কফ, পিত্ত, পূয ও শোণিতযুক্ত মনুষ্যগণের মুখপ্রদেশ সর্ব্বদা গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে এই নিমিত্ত মুখপ্রক্ষালন করিবে।

ছন্দোগপরিশিষ্টে লিখিত আছে যথা :—

নারদাদ্যুক্ত বার্ক্ষ্যে মষ্টাঙ্গুল মপাটিতং।
সত্বচং দন্তকাষ্ঠং স্যাত্তদগ্রেণ প্রধাবয়েৎ ॥
উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্যাতু মন্ত্রেণ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং ॥
আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশু বসূনিচ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে ॥

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নয়নপ্রক্ষালনপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত সত্বচ দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করতঃ "হে বনস্পতি আপনি আমার আয়ুঃ, বল, যশঃ, তেজ, প্রজা, বিত্ত ও পশু বৃদ্ধি করুন," এই মন্ত্র বলিয়া দন্তমার্জ্জনা করিবে।

কোন্ কোন্ কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

নারদমুনি বলিয়াছেন যথা :—

"সর্ব্বেকণ্টকিনঃপুণ্যাঃ ক্ষীরিণশ্চ যশস্বিনঃ।"

* মলমূত্র ত্যাগ, শৌচকার্য্য ও দন্তধাবন সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় মৎ প্রণীত আহ্নিককৃত্যমালায় বিশদভাবে লিখিত আছে দেখিবেন।

সমস্ত কণ্টকবৃক্ষ পবিত্র, ক্ষীরি অর্থাৎ যাহার ডাল ভাঙ্গিলে দুগ্ধবৎ পদার্থ নির্গত হয়, এইরূপ বৃক্ষ যশোবর্দ্ধক, অতএব এই সকল বৃক্ষের দণ্ডদ্বারা দন্তধাবন করিবে।

নৃসিংহ পুরাণে লিখিত আছে যথা ঃ—

খদিরশ্চ কদম্বশ্চ করঞ্জশ্চ তথা বটঃ।
তিন্তিড়ীবেণু পৃষ্ঠশ্চ আম্র নিম্বৌ তথৈবচ॥
অপামার্গশ্চ বিল্বশ্চ অর্কশ্চোডুম্বর স্তথা।
এতে প্রশস্তাঃ কথিতা দন্তধাবন কর্ম্মসু॥
তিক্তং কষায়ং কটুকং সুগন্ধি কণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণোবৃক্ষ গুল্মানাং ভক্ষয়েদন্তধাবনং॥

খদির, কদম্ব, করঞ্জ, বট, তিন্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্কবৃক্ষ, যজ্ঞডম্বুর, কটু ও কষায় রসবিশিষ্ট বৃক্ষ, কণ্টকীবৃক্ষ, সুগন্ধীবৃক্ষ ও ক্ষীরিবৃক্ষ এই সকল বৃক্ষের দণ্ডদ্বারা দন্তধাবন করিবে। দন্তধাবন কালে কাহারও সহিত কথা বলিবে না এবং পর্ব্বদিনে দন্তধাবন করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! যদি দন্তকাষ্ঠ না পাওয়া যায় তবে কি করিবে?

গুরু। বৎস! দন্তকাষ্ঠ না পাইলে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখ ধৌত করিবে।

নৃসিংহ পুরাণে লিখিত আছে যথা ঃ—

অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধ দিনে তথা।
অপাং দ্বাদশ গণ্ডূষৈ র্মুখ শুদ্ধির্বিধীয়তে॥

দন্তকাষ্ঠের অভাব হইলে এবং প্রতিষিদ্ধ দিনে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে, কিন্তু জিহ্বা মার্জ্জনা প্রতিদিনই করিবে।

গুবাক, তাল, হিন্তাল, তাড়ী, কেতকী, খর্জ্জুর, নারিকেল প্রভৃতি তৃণরাজ বৃক্ষদ্বারা কখন দন্তধাবন করিবে না। মধ্যাহ্ন-স্নানকালেও দন্তধাবন করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! আপনি প্রতিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন করিতে নিষেধ করিলেন, প্রতিষিদ্ধ দিন কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেঽজীর্ণ সম্ভবে।
ব্রতেচৈবোপবাসে চ বর্জয়েদ্দন্ত ধাবনং॥

শ্রাদ্ধদিন, জন্মতিথি, বিবাহদিন, অজীর্ণ হইলে, চান্দ্রায়ণ করিতে হইলে এবং উপবাস দিন এই সকলকে প্রতিষিদ্ধ দিন বলে।

শিষ্য। প্রভো! দন্তধাবন করিলে শুচি হইয়া থাকে, না করিলে কোন কার্য্যে অধিকার হয় না, এই সকল বলিয়া পুনরায় দন্তধাবন নিষেধ করিতেছেন কেন?

গুরু। বৎস! যে সকল কার্য্য করিলে বৈধকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা কর্ত্তব্য হইলেও করিবে না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

দন্তরক্তং যদা যাত মত্যন্ত মশুচির্ভবেৎ।
নিত্য নৈমিত্তিকং কর্ম্ম ন কুর্য্যাত্তদ্দিনে দ্বিজঃ॥
জানূর্দ্ধে ক্ষতজে জাতে নিত্য কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নৈমিত্তকঞ্চ তদধঃ স্রবদ্রক্তো ন চাচরেৎ॥

যদ্যপি দন্ত হইতে রক্তপাত হয়, তাহা হইলে অশুচি নিবন্ধন নৈমিত্তিক ক্রিয়া লোপ হয়, এই নিমিত্ত ঐ সকল কালে দন্তধাবন নিষেধ করিয়াছেন। জানুর উর্দ্ধে ক্ষত হইলে নিত্য কর্ম্ম (অর্থাৎ সন্ধ্যাদি) করিতে পারিবে, যদি জানুর অধোদেশে ক্ষতস্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতে পারিবে না।

দন্তসংলগ্ন বস্তু সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যথা :—

"দন্তলগ্নমসং হার্য্যং দন্তবৎ মন্যেত সদা"।

দন্তসংলগ্ন বস্তু যাহা অনায়াসে বাহির না হইবে তাহাকে দন্তবৎ জানিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! ক্ষতাশৌচ হইলে নিত্য কর্ম্ম কেন করিবে?

গুরু। বৎস! নিত্যকর্ম্ম না করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত ক্ষতাশৌচে সন্ধ্যাদি করিবে।

মদনপারিজাতে লিখিত আছে যথা :—

সন্ধ্যাং স্নানং ত্যজন্ বিপ্রঃ সপ্তাহাৎ শূদ্রতাং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ স্নানঞ্চ সন্ধ্যাঞ্চ সূতকেঽপি ন সংত্যজেদিতি॥

সপ্তাহকাল সন্ধ্যা ও স্নান না করিলে দ্বিজ শূদ্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব ক্ষতাদি নিমিত্ত অশৌচ হইলে ব্রাহ্মণ নিত্য কার্য্য করিবে, কিন্তু জনন-মরনাশৌচে নিত্য কার্য্য করিবে না।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞং নৈত্তিকং স্মৃতি কর্ম্মচ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃ ক্রিয়া॥

সন্ধ্যা, পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং নিত্যনৈমিত্তিকস্মৃতিকর্ম্ম অশৌচ-কালে করিবে না। দশদিবস অতীত হইলে পুনরায় অনুষ্ঠান করিবে।

বৎস! এই রূপে দন্তধাবন ও পাদপ্রক্ষালণ পূর্ব্বক আচমন করিয়া শুচি হইবে।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে পাদপ্রক্ষালণের বিষয় বলুন।

গুরু। বৎস! দেবল মুনি বলিয়াছেন যথা ঃ—

প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ।
উদঙ্মুখো দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ॥

অচঞ্চল ভাবে পূর্ব্বাস্য হইয়া পাদপ্রক্ষালণ করিবে, দৈবকার্য্যে উত্তরাভিমুখে এবং পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখ হইয়া পাদপ্রক্ষালণ করিবে।

পারস্কর বলিয়াছেন যথা ঃ—

সব্যং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং প্রক্ষালয়তি।

যদ্যপি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের পাদধৌত করিয়া দেয়, তবে তাহাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণপাদ প্রথমে দিবে এবং শূদ্র হইলে বামপদ প্রথমে দিবে এবং নিজেও অগ্রে বামপদ প্রক্ষালণ করিবে।

আশ্বলায়নগৃহ্যে লিখিত আছে যথা ঃ—

দক্ষিণ মগ্রে ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছেৎ সব্যং শূদ্রায়েতি।
স্বয়ং প্রক্ষালনে সব্যস্যৈব প্রাথম্যমিতি হরি শর্ম্মা॥

ব্রাহ্মণ পদধৌত করিয়া দিলে তাহাকে অগ্রে দক্ষিণপদ দিবে

এবং শূদ্রকে অগ্রে বামপদ দিবে, নিজে পাদপ্রক্ষালণকালে বাম-পদ অগ্রে ধৌত করিবে।

বৃদ্ধপরাশর বলিয়াছেন যথা :—

কৃত্বাথ শৌচং প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌচ মৃজ্জলৈঃ।
নিবদ্ধ শিখঃ আসীনো দ্বিজ আচমন ঞ্চরেৎ॥
কৃত্বোপবীতং সব্যেহংশে বাঙ্মনঃ কায়সংযতঃ॥

শৌচানন্তর পাদ ও হস্ত জলাদিদ্বারা বিধৌত করিয়া বস্ত্রত্যাগ করিবে, পরে শিখাবন্ধন পূর্ব্বক আসনে সমাসীন হইয়া, উপবীত বামদিকে রাখিয়া, বাক্য মন ও শরীর সুসংযতঃ পূর্ব্বক আচমন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! শিখাবন্ধন কিরূপে করিতে হয়?

গুরু। বৎস। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যথা :—

গায়ত্র্যাতু শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মবন্ধ্রতঃ।
জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবন্ধ্র হইতে নৈঋত দিকের কেশদ্বারা গায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখাবন্ধন করিয়া পশ্চাৎ জুটিকাবন্ধন করিবে।

শূদ্রগণ নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা শিখাবন্ধন করিবে যথা :—

ব্রহ্মবাণী সহস্রানি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেন শিখাবন্ধং করোম্যহং॥

সহস্র ব্রহ্মবাণী, শত শিববাক্য এবং বিষ্ণুর সহস্রবার নামোল্লেখ করিলে যে পুণ্যোদয় হয়, আমি আপনাকে বন্ধন করিয়া যেন সেই পুণ্য প্রাপ্ত হই, এই বলিয়া শিখাবন্ধন করিবে।

শূদ্র শিখা মুক্ত করিবার সময় এই মন্ত্র বলিবে যথা :—

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখা মুক্তং করোম্যহং॥

হে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! আপনারা স্ব স্ব স্থানে গমন করুন, আমি শিখা মুক্ত করিতেছি। হে মাতর্লক্ষ্মী! আপনি স্থির হইয়া এই স্থানে অবস্থান করুন।

এক্ষণে কিরূপে আচমন করিতে হয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

অন্তর্জানু শুচৌদেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্বা ব্রাহ্ম্যেণ তীর্থেণ দ্বিজো নিত্য মুপস্পৃশেৎ॥

জানুর মধ্যে হস্তাদি রাখিয়া পবিত্র স্থানে উত্তরাভিমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম্যতীর্থদ্বারা আচমন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! ব্রাহ্ম্যতীর্থ কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যা পানে র্দক্ষিণস্য চ।
এতদ্ব্রাহ্ম্য মিতি খ্যাতং তীর্থ মাচমনায় বৈ॥

দক্ষিণহস্তে অঙ্গুষ্ঠের উত্তরে যে রেখা আছে তাহাকে ব্রাহ্ম্য-তীর্থ কহে। কেবল ব্রাহ্মণগণই ব্রাহ্ম্যতীর্থে আচমন করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ব্রাহ্ম্যেণ বিপ্রস্তীর্থেন নিত্যকাল মুপস্পৃশেৎ।
কায় ত্রৈদশিকাভ্যাম্বা ন পিত্র্যেণ কদাচন॥

ব্রাহ্ম্যতীর্থ দ্বারা ব্রাহ্মণ সতত আচমন করিবে। প্রজাপতি ও

দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন করিবে না, কিন্তু অসুস্থ হইলে প্রজাপতি ও দৈবতীর্থে আচমন করিবে। পিতৃতীর্থদ্বারা কদাচ আচমন করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! প্রজাপতি দৈব ও পিতৃতীর্থ কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! কনিষ্ঠমূল, তর্জ্জনীমূল এবং অঙ্গুল্যগ্রভাগকে যথাক্রমে প্রাজাপত্যাদি তীর্থ বলিয়া জানিবে।

কনিষ্ঠমূলে প্রজাপতিতীর্থ, তর্জনীমূলে পিতৃতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূলে ব্রাহ্ম্যতীর্থ ও অঙ্গুল্যগ্রভাগ দৈবতীর্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! আচমনের জলের অভাব হইলে কি করিবে?

গুরু। বৎস! দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিলেই আচমন সিদ্ধ হইবে, কিন্তু পাদপ্রক্ষালণের অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিবে না, যদি কর, তবে ভূমিতে সেই জল ছিটাইয়া তাহা দ্বারা আচমন করিবে এবং কাংসপাত্রে আচমন করিবে না।

উশনা বলিয়াছেন যথা :—

কাংস্যায়সেন পাত্রেণ ত্রপুসীসক পিত্তলৈঃ।
আচান্তঃ শত কৃত্বোপি ন কদাচিচ্ছুচির্ভবেৎ॥

কাংস্য, আয়স, সীসক, পিত্তল ও রঙ্গ নির্ম্মিত পাত্রে কখন আচমন করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! গমন করিতে করিতে বা শয়ন করিয়া আচমন করিতে পারে কি?

গুরু। বৎস! গমন করিতে করিতে বা শয়নাবস্থায় আচমন করিবে না।

দেবলমুনি বলিয়াছেন যথা :—

ন গচ্ছন্ ন শয়ানশ্চ ন চলন্ ন পরান্ স্পৃশন্।
ন হসন্ নৈব সংজল্পন্ নাত্মানঞ্চৈব বীক্ষয়ন্॥
কেশান্নিবীমধঃ কায়মস্পৃশন্ ন ধরনীমপি।
যদি স্পৃশতি চৈতানি ভূয়ঃ প্রক্ষালয়েৎ করং॥
ন বহির্জানু স্তরথা নাসনস্থো ন চোত্থিতঃ।
ন পাদুকাস্থো নাচিত্তঃ শুচিঃ প্রযত মানসঃ।
উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যং শুদ্ধঃ পূতো ভবেন্নরঃ॥

গমন করিতে করিতে, শয়ন করিয়া, সঞ্চরণ করিতে করিতে, অন্যকে স্পর্শ করিয়া, হাসিতে হাসিতে, মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে এবং হৃদয় অবলোকন করিতে করিতে, কেশাদি, নিবী ও অধোদেশ স্পর্শ করিয়া এবং অস্পৃশ্য পদার্থ স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে না, যদি স্পর্শ কর, তবে পুনরায় করপ্রক্ষালণ করিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া, জানুর বহির্দ্দেশে হস্ত রাখিয়া, অস্থিরচিত্ত হইয়া এবং পাদুকাদি স্পর্শ করিয়া আচমন করিবে না। সংযত চিত্ত হইয়া আচমন করিবে। ভোজন করিয়া আসনে পাদ রাখিয়া আচমন করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ভুক্ত্বা সনস্থোহপ্যাচামেন্নান্য কালে কদাচন॥

ভোজন করিয়া আসনস্থ হইয়া আচমন করিবে, অন্য কালে করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! যে স্থানে জলস্থ এবং স্থলস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে সে স্থানে কি করিবে?

গুরু। বৎস! পৈঠীনসি বলিয়াছেন যথা ঃ—

জল স্থলোভয় কর্ম্মানুষ্ঠানার্থং।
জল স্থলৈক চরণেনাচমনং কর্ত্তব্যং॥
অন্তরুদকে আচান্তোঽন্তরেব পূতো ভবতি
বহিরুদকে আচান্তো বহিরের শুদ্ধঃ স্যাত্ত
স্মাদন্তরেকং বহিরেকঞ্চ পাদং কৃত্বা আচামেৎ॥

জলে দাঁড়াইয়া আচমন করিলে জলবিহিত কর্ম্ম এবং স্থলে বসিয়া আচমন করিলে স্থলবিহিত কর্ম্মসম্বন্ধে শুচি হইয়া থাকে, সুতরাং এবম্বিধস্থলে জলে একপদ ও স্থলে একপদ রাখিয়া আচমন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! অতি বৃহৎ কাষ্ঠাদিতে অনেকের সহিত আচমন করিতে পারে কি?

গুরু। বৎস! গত্যন্তর না থাকিলে তাহা পারে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যথা ঃ—

অনেকোদ্বাহ্যে দারুশিলে
ভূমিসমে ইষ্টকাশ্চ সংকীর্ণীভূতা।

অনেক লোক দ্বারা বাহিত কাষ্ঠাদি ও শিলাদি ভূমিতুল্য হয় এবং পরস্পর সংলগ্নভূত ইষ্টকাদিও ভূমিতুল্য, সুতরাং সে স্থানে আচমন করিতে পারে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা ঃ—

স্নাত্বা পীত্বা ক্ষুতে সুপ্তে ভুক্ত্বা রথ্যোপসর্পনে।
আচান্তঃ পুনরাচা মেদ্বাসো বিপরিধায় চ॥

স্নান করিয়া, পান করিয়া, হাঁচিয়া, নিদ্রানন্তর জাগরিত হইয়া, ভোজন করিয়া, পথে গমন করিয়া, পুনরায় আচমন করিবে।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রুপাতনে।
কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥

কোন বৈধকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া যদি হাঁচি হয়, নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, কিম্বা চক্ষে জল আসে অথবা বস্ত্র পরি-ত্যাগ করিতে হয় বা নিদ্রা আসে তবে আচমন না করিয়া দক্ষিণ-কর্ণ স্পর্শ করিলেই শুচি হইবে।

শিষ্য। প্রভো! ভোজন শৌচ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই আচমনের প্রয়োজন বলিতেছেন। আচমন কিরূপে করিবে বিশদ্‌ভাবে তাহা বলিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! দক্ষমুনি বলিয়াছেন যথা :—

প্রক্ষাল্যপানী পাদৌচ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতং।
সম্বৃত্যাঙ্গুষ্ঠ মূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখং॥
সং হত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্ব মাস্ত মেব মুপ স্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রানং পশ্চাদনন্তরং॥
অঙ্গুষ্ঠ নাসিকা ভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেনবৈ॥
সর্ব্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।

হস্তপদাদি প্রক্ষালণপূর্ব্বক আচমনের জল নিরীক্ষণ করিয়া

তিনবার পান করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠমূল ঈষৎ অধোদিকে বক্রীভাব করিয়া তাহাদ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও শ্রোত্র, কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভিদেশ এবং হস্তের তলদেশ দ্বারা হৃদয় এবং সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিয়া মস্তক স্পর্শ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আচমনের নিমিত্ত জলের পরিমাণ আছে কি?

গুরু। বৎস! ভরদ্বাজ মুনি বলিয়াছেন যথা:—

মাষ মজ্জন মাত্রাস্ত,সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ।
আয়তং পর্ব্বনাং কৃত্বা গোকর্ণা কৃতি মৎকরং॥
সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পানিনা দ্বিজঃ।
মুখাঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠাভ্যাং শেষেনাচমনং চরেৎ॥

দক্ষিণহস্ত গোকর্ণের ন্যায় করিয়া একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে এই পরিমিত জল লইয়া বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্ব্বক আচমনের জল পান করিবে।

আশ্বলায়নগৃহ্য-পরিশিষ্টে লিখিত আছে যথা:—

আচামেৎ প্রকৃতিস্থ মফেনা বুদ্বুদ্ মুদক মীক্ষিতং দক্ষিণেন পানিনাদায়।

বুদ্বুদ্ রহিত, ফেনশূন্য এবং অবিকৃত জল দক্ষিণহস্তে লইয়া আচমন করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্যঃ বলিয়াছেন যথা:—

অদ্ভিস্ত প্রকৃতিস্থাভি র্হীনাভিঃ ফেন বুদ্বুদৈঃ।

হৃৎকণ্ঠ তালুগাভিশ্চ যথা সংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ।
শুদ্ধেরন্ স্ত্রী চ শূদ্রশ্চ সকৃৎ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥

একটি মাষকলাই ডুবিতে পারে অথচ ফেনাদি বিরহিত, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ অদুষ্ট এবং কণ্ঠ তালু ও হৃদয়দেশ স্পর্শ করিতে পারে এই পরিমাণ জলদ্বারা আচমন করিবে।

স্ত্রী ও শূদ্রগণ ওষ্ঠপ্রান্তে জলস্পর্শ করিয়া আচমন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! হৃদয় কণ্ঠ তালু স্পর্শ করিতে পারে, এরূপ জলদ্বারা আচমন করিতে বলিলেন, ইহার অর্থ কি?

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিশ্চ শূদ্র স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ॥

ব্রাহ্মণ হৃদ্গত জলদ্বারা, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত জলদ্বারা, বৈশ্য কেবল জলপানদ্বারা এবং শূদ্র ওষ্ঠপ্রান্তে জল স্পর্শ করিয়া আচমনে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই প্রকারে আচমন করিয়া শুচি হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আচমনানন্তর শুচি হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে বলিলেন, এস্থানে শুচি শব্দে কিরূপ বুঝিতে হইবে?

গুরু। বৎস! শুচি অর্থে প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া সন্ধ্যা করিবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

মুখ ও পাদপ্রক্ষালন এবং আচমন সম্বন্ধে মৎপ্রণীত আহ্নিকতত্ত্বমালায় বিশদ্‌ভাবে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

প্রাতঃস্নানং ততঃ কৃত্বা সংক্ষেপেণ যথোদিতং।
সন্ধ্যাঞ্চাপি তথা কুর্য্যাদিতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ॥
যথাঽহনি তথা প্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
দন্তান্ প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গেহে চেত্তদমন্ত্রবৎ॥

দন্তধাবনের পর প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা করিবে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রাতঃকালে স্নান করিবে না। মধ্যাহ্নকালে অনাতুর ব্যক্তি যেরূপ স্নান করিয়া থাকে, দন্তধাবনপূর্ব্বক সেইরূপ প্রতিদিন নদী কিম্বা সরোবরে গমনপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে। গৃহমধ্যে স্নান করিলে অমন্ত্রক স্নান করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার কাল সমুপস্থিত হইলে স্নান না করিয়া অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! প্রতিদিন দুইবার স্নান করিতে হইবে, ইহার প্রমাণ কি?

গুরু। বৎস! বৌধায়নমুনি বলিয়াছেন যথা :—

উভে সন্ধ্যে চ স্নাতব্যং ব্রাহ্মণৈশ্চ গৃহাশ্রিতৈঃ।
তিসৃষ্বপি চ সন্ধ্যাসু স্নাতব্যঞ্চ তপস্বিভিঃ॥
স্রবন্তীষু নিরুদ্ধাসু ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রাতঃরুত্থায় কর্ত্তব্যং দেবর্ষি পিতৃতর্পণং॥

গৃহীগণ প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্নান করিবে এবং তপস্বীগণ তিনবার স্নান করিবেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নদী, সরোবর কিম্বা প্রস্রবণের নিকটে গমন করিয়া দন্তধাবনপূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে তোমাকে

বলিয়াছি, সুতরাং এস্থানে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

স্নানানন্তর তিলক ধারণ করিবে।

সমুদ্রকরভাষ্যে লিখিত আছে যথা :—

মৃত্তিকা তিলকং কুর্য্যাৎ স্নাত্বা হুত্বা চ ভস্মনা।
দৃষ্টদোষ বিঘাতার্থং চাণ্ডালাদ্যস্থ দর্শনে ॥

স্নান করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা তিলক করিবে। হোম করিয়া ভস্মদ্বারা তিলক করিবে, কারণ তিলক ধারণ করিলে চাণ্ডালাদি দর্শনে কোন প্রকার দোষ হয় না।

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

কর্ম্মাদৌ তিলকং কুর্য্যাদ্রূপং তদ্ বৈষ্ণবং পরং।
গো প্রদানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং ॥
ভস্মী ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতং ॥

বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথমে তিলক ধারণ করিতে হয়, না করিলে হোম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ সমস্তই বিফল হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অনামিকার্থদা নিত্যং মুক্তিদা চ প্রদেশিনী ॥

অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তিলক করিলে পুষ্টিলাভ, মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা তিলক

* প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা সম্বন্ধে মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় বিশদ্‌ভাবে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, অনামিকাঙ্গুলিদ্বারা তিলক করিলে অর্থাগম এবং প্রদেশিনীদ্বারা তিলক করিলে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

ব্যাস বলিয়াছেন যথা ঃ—

জাহ্নবী তীর সম্ভূতাং মৃদং মুর্দ্ধা বিভর্ত্তি যঃ।
বিভর্ত্তিরূপং সোঽর্কস্য তমো নাশায় কেবলম্॥

সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ যিনি কপালে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে মনের অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়।

শাতাতপ বলিয়াছেন যথা ঃ—

গোমতী তীর সম্ভূতাং গোপীদেহ সমুদ্ভবাং।
মৃদং মূর্দ্ধা বহেদ্যস্তু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাত্ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সহ।
তিলকং বৈদ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যদৃচ্ছয়া॥
ঊর্দ্ধ পুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ড্রকং।
অর্দ্ধচন্দ্রন্তু বৈশ্যস্য বর্ত্তুলং শূদ্রজাতিষু॥

গোমতী-তীরসম্ভূত-গোপী-দেহসমুদ্ভব মৃত্তিকাদ্বারা যাঁহারা তিলক নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন।

মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র এবং চন্দন দ্বারা* যদৃচ্ছা তিলকাদি করিবে। ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্র এবং শূদ্রগণ বর্ত্তুলাকার তিলক করিবে।

---

* তিলকধারণ সম্বন্ধে মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় বিশদভাবে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া সাগ্নিক ব্যক্তি হোম করিবেন, অনন্তর নিরগ্নি ও সাগ্নিক উভয়েই গুরু ও মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শন করিবেন।

শিষ্য। প্রভো! মাঙ্গলিক দ্রব্য কি?

গুরু। বৎস! নারদ বলিয়াছেন যথা:—

লোকেঽস্মিন মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণ গৌ হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥
যতীনাং দর্শনঞ্চৈব স্পর্শনং ভাষণং তথা।
কুর্ব্বাণং তে নিত্যং তস্মাৎ পশ্যেত নিত্যশঃ॥

ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, সুবর্ণ, সূর্য্য, জল এবং রাজা এই সকল মঙ্গলজনক, অতএব ইহাদের দর্শনে মঙ্গল হইয়া থাকে।

ঋষিগণের দর্শন, তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ এবং তাঁহাদের স্পর্শ সর্ব্বদা শুভ হইয়া থাকে।

দিবসের প্রথম যামে এই প্রকার আচরণ করিয়া বেদাভ্যাস করিবে।

শিষ্য। প্রভো! বেদাভ্যাসের ফল কি?

গুরু। বৎস! দক্ষ বলিয়াছেন যথা:—

দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।
বেদাভ্যাসোহি বিপ্রাণাং পরমন্তপ উচ্যতে॥
ব্রহ্ম যজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গ সহিতশ্চ যঃ॥

বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ তপস্যা, অতএব প্রতিদিন বেদাভ্যাস করিবে। ষড়ঙ্গবেদই ব্রহ্মযজ্ঞ, অতএব নিত্য ইহার অনুষ্ঠান করিবে। অনন্তর সমিৎ কুশ পুষ্প আহরণ করিবে। *

* পুষ্পাদি আহরণ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত আহ্নিকতত্ত্বমালায় বিশদভাবে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

শিষ্য। প্রভো! এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আর কি করিবে?

গুরু। বৎস! এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেশ-প্রসাধনপূর্ব্বক অর্থচিন্তা করিবে। কারণ অর্থসম্পত্তি না থাকিলে ব্যয়সাপেক্ষ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হয় না এবং অবশ্যপোষ্য-বর্গেরও গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থাপন করিতে পারা যায় না, সুতরাং যাহাতে নিত্য অর্থাগম হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন যথা:—

আচান্তশ্চ ততঃকুর্য্যাৎ পুমাণ কেশ প্রসাধনম্।
আদর্শাঞ্জন মাঙ্গল্য দূর্ব্বাদ্যা লভনানিচ॥
ততঃ স্ববর্ণ ধর্ম্মেণ বৃত্ত্যর্থঞ্চ ধনার্জ্জনম্।
কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজ্ঞেচ্চ পৃথিবী পতে॥
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থা পাক সংস্থাশ্চ সংস্থিতাঃ
ধনে যতো মনুষ্যাণাং যতেত্তাতো ধনার্জ্জনে॥

প্রাতঃস্নানাদি সম্পন্নপূর্ব্বক কেশপ্রসাধন করিবে। আদর্শ-দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন লেপন ও সর্ব্বশরীরের যথাস্থানে দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য বিন্যাস করিবে। এই সকল কার্য্য সমাপনা-নন্তর গৃহস্থব্যক্তি জীবিকার্থ স্বজাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে এবং শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। সোম-সংস্থা অর্থাৎ অগ্ন্যাধান এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, পাকসংস্থা অর্থাৎ অন্বষ্টকা অষ্টকা * প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম অর্থ দ্বারায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ধনোপার্জ্জনে সতত যত্ন করা বিধেয়।

*অন্বষ্টকা অষ্টকা ইহা শ্রাদ্ধের নাম। অগ্রহায়ণ মাসাবধি মাঘমাস পর্য্যন্ত

এক্ষণে নিত্যস্নানের * বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

নদী নদ তড়াগেষু দেব খাত জলেষুচ।
নিত্য ক্রিয়ার্থ স্নায়ীত গিরি প্রস্রবনেষুচ॥
কূপেষূদ্ধৃত তোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃত তোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে॥

মধ্যাহ্নকালে নিত্য ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত নদ নদী তড়াগ অথবা দেবখাত কিম্বা পর্ব্বত-প্রস্রবণ-প্রদেশে স্নান করিবে।

যে দেশে এ সমুদায় স্নানযোগ্য তড়াগাদির অভাব হইবে, সে স্থানে কূপ হইতে জলোত্তোলন-পুরঃসর কূপপ্রান্তে অথবা কূপোদক গৃহে আনায়নপূর্ব্বক স্নান করিবে। যদি ইহা না হয়, তবে মন্ত্রদ্বারা স্নান করিলেই পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! স্নান কয় প্রকার এবং মন্ত্রস্নানই বা কি এবং স্নানানন্তর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে?

গুরু। বৎস! মান্ত্র, ভৌমভেদে স্নান সপ্ত প্রকার।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

অসামর্থাচ্ছরীরস্য কাল শক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া।
মন্ত্র স্নানাদিতঃ সপ্তকেচিদিচ্ছন্তি শূরয়ঃ॥
মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্য মেবচ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

প্রত্যেক কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে শাক, পিষ্টক ও মাংসের দ্বারা এই শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

* নিত্যস্নান শব্দে প্রাত্যহিক স্নান।

কাল এবং শক্তি অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য অনুসারে স্নান করিবে। মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস ভেদে স্নান সপ্ত প্রকার।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে এই সকল স্নানের লক্ষণ বলুন।

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

আপোহিষ্ঠা ময়োভুব স্তান উর্জ্জেদধাতন মহেরণায় চক্ষসে।
ওঁ যোবঃ শিবতমোরস স্তস্তভাজয়তেহন উষতীবির মাতরঃ॥
তস্মা অরঙ্গমাবো যস্তক্ষয়ায় জিন্বথ আপোজন যথা চনঃ।

এই সমস্ত ঋগ্বেদোক্তমন্ত্র দ্বারা যে স্নান তাহার নাম মান্ত্রস্নান। মৃত্তিকালেপনপূর্ব্বক অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপ দিয়া যে স্নান তাহাকে পার্থিব স্নান কহে। এই স্নান কেবলমাত্র মধ্যাহ্নকালে করিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! প্রাতঃকালে মৃত্তিকাস্নান নিষিদ্ধ কেন?

গুরু। বৎস! প্রাতঃকালে সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকালেপ দিয়া স্নান করিলে অত্যন্ত শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, তাহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

দক্ষ বলিয়াছেন যথা :—

ন প্রাত মৃ'ত্তিকা স্নানং কুর্য্যান্ন গোময়ৈর্নিশি।

প্রাতঃকালে মৃত্তিকাদ্বারা এবং রাত্রিকালে গোময়দ্বারা স্নান করিবে না।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

মৃদাস্নানং ন কুর্ব্বীত রাত্রি সন্ধ্যা গৃহেষু চ।

মৃত্তিকাদ্বারা রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে এবং গৃহমধ্যে স্নান করিবে

না। মৃত্তিকাদ্বারা স্নানকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া স্নান করিবে। পরন্তু তৈত্তিরীয়ারণ্যক গ্রন্থে ইহার ভিন্ন ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক মন্ত্রপাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মন্ত্র যথা :—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্বমাং পদে পদে ॥
ভূমির্ধেনুর্ধরণী লোক ধারিনী।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা ॥
মৃত্তিকে হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
তয়া হতেন পাপেন জীবামি শরদঃ শতং ॥
মৃত্তিকে দেহিমে পুষ্টিং ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতে সর্ব্বংতন্মে নির্ণুদ মৃত্তিকে ॥
তয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিং ॥

অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত প্রভৃতি-প্রদেশ-সম্বলিত হে লোকধারিণি ধেনুরূপিনি বসুন্ধরে! তোমাতেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তুমি আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

হে মৃত্তিকে! তুমি বরাহরূপী কৃষ্ণ দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছ, অতএব আমার দুষ্কৃতি সকল নষ্ট কর।

হে মৃত্তিকে! তুমি আমার পাপরাশি নষ্ট করিলে আমি শত বর্ষ জীবিত থাকিব। তোমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব আমাকে বল ও পুষ্টি প্রদান কর।

হে মৃত্তিকে! তোমা কর্ত্তৃক আমার পাপরাশি নষ্ট হইলে আমি উত্তম গতি লাভ করিব, এই মন্ত্র বলিয়া স্নান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি অশ্বক্রান্তাদি শব্দে দেশবিশেষের নাম বলিলেন,সেগুলি কোন্ দেশ এবং তথাকার আচার নির্ণয়ই বা কি, তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! নারদপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অশ্বক্রান্ত রথক্রান্ত বিষ্ণুক্রান্তৈর্দ্বিজর্ষভঃ।
বিভক্তং ভারতং বর্ষং বর্ণানামুত্তমং স্মৃতং॥

অশ্বক্রান্ত রথক্রান্ত বিষ্ণুক্রান্ত ইত্যাদি প্রদেশদ্বারা ভারতবর্ষ বিভক্ত এবং এই ভারতবর্ষই মনুষ্যসকলের বাসের শ্রেষ্ঠস্থান।

পদার্থদীপিকা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

অশ্বক্রান্তেষু জাতাখ্যো রথক্রান্তাংশুমানকঃ।
বিষ্ণুক্রান্তাসেচনক ইতি খণ্ড এয়ান্বিতঃ॥

ভারতবর্ষ অশ্বক্রান্ত অর্থাৎ ইষুজাত,রথক্রান্ত অর্থাৎ অংশুমান, বিষ্ণুক্রান্ত অর্থাৎ আসেচনক, এই সকল ভাগে বিভক্ত। সংপ্রতি এই সকল শব্দ অপভ্রংশরূপে ব্যবহৃত হইয়া ইয়ুরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়া নামে কথিত হইতেছে। এই জন্য ভারতবর্ষকেই প্রাচীন কবিগণ পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ইষুজাতে নরাঃ শুক্লাঃ শূরাঃ শিল্প বিশারদাঃ।
বাণিজ্যাদি রতাঃ ক্রূরাঃ মায়ামোহ বিমিশ্রিতাঃ॥

বামনতন্ত্রে লিখিত আছে যথা ঃ

অত্রজাতাঃ নরাঃশুক্লাঃ শূরা মার্জ্জার লোচনাঃ।
ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো মদাক্তা চিহ্ন সূচকাঃ

ইষু অর্থাৎ বর্ত্তমান ইয়ুরোপ নামক ভূভাগে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা শুক্লবর্ণ, মার্জ্জারলোচন, শিল্পবিশারদ, ক্রূর এবং বাণিজ্যরত হইবে এবং অত্যন্ত মায়া ও মোহজাল বিস্তার করিয়া মনুষ্যগণকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে।

রথক্রান্ত শব্দে অংশুমান বর্ষ, ইহার অপভ্রংশ বর্ত্তমান আফ্রিকা দেশ।

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অত্রজাতা নরাঃ কৃষ্ণাঃ প্রায়শো বিকৃতাননাঃ।
আমমাংস ভুজঃ সর্ব্বে শূরাঃ কুঞ্চিত মূর্দ্ধজাঃ॥

এই দেশে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিতকেশ এবং আমমাংস (অর্থাৎ কাঁচামাংস) ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং ইহারা প্রায়ই বিকৃতানন অর্থাৎ ইহাদের মুখ অতি ভয়াবহ হইয়া থাকে।

বিষ্ণুক্রান্ত শব্দে অসেচমকবর্ষ অথবা বর্ত্তমান আসিয়া প্রদেশ। এই দেশে মনুষ্যগণ কিরূপ হইবে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অভিজাতাঃ শাবরাস্তা বিপুলা শ্চিত্র মানবাঃ।
তৈর্বিমিশ্রাজনপদা আর্য্য ম্লেচ্ছাশ্চ ভাগশঃ॥

এই দেশে বহুপ্রকার মানব জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহারা আর্য্য ও ম্লেচ্ছ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এই স্থানে কালযাপন করিবে।

বৎস। ভারতবর্ষকে ঋষিগণ পৃথিবী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া-

ছেন, তাঁহার সত্যতাসম্বন্ধে এই সকল প্রমাণ দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমাকে অন্য স্নানের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর।

অঙ্গে ভস্ম দিয়া যে স্নান করা যায় তাহার নাম আগ্নেয় স্নান। গোরজদ্বারা যে স্নান তাহার নাম বায়ব্য স্নান। অবগাহন করিয়া যে স্নান করা যায় তাহাকে বারুণ স্নান বলে। মনে মনে বিষ্ণু-স্মরণ করিয়া যে স্নানের কল্পনা করা যায় তাহাকে মানস স্নান বলে এবং মেঘনিঃসৃত জলে যে স্নান করা যায় তাহার নাম দিব্য স্নান।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

মেঘনিঃসৃত তোয়েন স্নানং দিব্য মুদাহৃতম্।

মেঘনিঃসৃত জলের দ্বারা যে স্নান তাহাকে দিব্য স্নান বলে।

শিষ্য। প্রভো! শাস্ত্রে বলে মেঘনিঃসৃত জল দৈব ও পৈত্র কার্য্যে অযোগ্য, তাহা হইলে ইহাতে কিরূপে স্নান বিহিত হইতে পারে?

শঙ্খমুনি নিষেধ করিয়াছেন যথা :—

স্নান মাচমনং দানং দেবতা পিতৃতর্পনং।
শূদ্রোদকৈর্ন কুর্ব্বীত তথা মেঘাদ্বিনিসৃতৈঃ॥

শূদ্রানীত ও মেঘনিঃসৃত জলদ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেবতা ও পিতৃতর্পণ করিবে না।

গুরু। বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, কিন্তু ইহা সকল স্থানে নহে।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

কালে নবোদকং শুদ্ধং ন পাতব্যং হি তত্র্যহং।
অকালেতু দশাহংস্যাৎ পীত্বা নাদ্যাদহর্নিশং॥

কালে অর্থাৎ বর্ষাকালে নবোদক শুদ্ধ নহে, এই নিমিত্ত তিন দিবস তাহা পান করিবে না। অকালে অর্থাৎ বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে নবোদক দশদিন পর্য্যন্ত পান করিবে না। যেরূপ বর্ষাকালে নবোদক তিন দিন এবং অন্য সময়ে নবোদক দশ দিন পান করিবে না, সেইরূপ বর্ষাকালে নবোদকে তিন দিন এবং অন্য সময়ে দশ দিন মধ্যে বৈধ এবং কাম্যস্নান করিবে না।

শিষ্য। আপনি ইতিপূর্ব্বে যে দিব্য স্নানের কথা বলিলেন, তাহাতে প্রধান ও অপ্রধান অথবা গৌণ ও মুখ্যরূপে স্নানের কথা বলিলেন। ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। বৎস! পারিজাত গ্রন্থে শঙ্খ বলিয়াছেন যথা :—

স্নানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং গৌণমুখ্য প্রভেদতঃ।
তয়োস্তু বারুণং মুখ্যং তৎপুনঃ ষড়্‌বিধং ভবেৎ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াঙ্গং মল কর্ষণং।
ক্রিয়াস্নানং তথাষষ্ঠং ষোঢ়া স্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

গৌণ ও মুখ্য ভেদে স্নান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, তাহার মধ্যে বারুণ অর্থাৎ অবগাহনপূর্ব্বক স্নানই মুখ্য। নিত্য নৈমিত্তিক ভেদে এই স্নান ষট্ প্রকার।

হারীতমুনি বলিয়াছেন যথা :—

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপ্যাদি হবনাদিষু।
প্রাতঃস্নানং তদর্থন্তু নিত্য স্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥

স্নান না করিলে জপ হোমাদি কার্য্যে অধিকারী হইতে পারা যায় না, এই নিমিত্ত প্রাতঃকালেই স্নান করিবার বিধি আছে, এই স্নানকে নিত্যস্নান কহে।

চাণ্ডাল শব সূত্যাদি স্পৃষ্টা স্নাতাং রজস্বলাং।
স্নানার্হস্তু যদ স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ॥

চণ্ডাল, শব, প্রসবকারিণী এবং রজস্বলাস্পর্শনিবন্ধন যে স্নান, তাহাকে নৈমিত্তিক স্নান কহে।

পুষ্প স্নানাদিকং যত্তু দৈবজ্ঞ বিধিনোদিতং।
তদ্ধি কাম্যং সমুদ্দিষ্টং না কামস্তু প্রয়োজয়েৎ॥

কোন প্রকার অমঙ্গল দূর করিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞের বিধি অনুসারে, অরিষ্ট দোষ নষ্ট করিবার নিমিত্ত, পুষ্পাদিদ্বারা যে স্নান তাহাকে কাম্যস্নান কহে।

জপ্ত কামঃ পবিত্রানি অর্চ্চিষ্যন্দেবতান্ পিতৃণ।
স্নানং সমাচরেৎ যত্তু ক্রিয়াঙ্গং তৎ প্রকীর্ত্তিতং॥

জপ ও জপসূক্তাদি কামনা করিয়া এবং দেবতা ও পিতৃলোকের পূজাদির নিমিত্ত যে স্নান তাহাকে ক্রিয়াঙ্গস্নান কহে।

মলাপকর্ষণং নাম স্নান মভ্যঙ্গ পূর্ব্বকম্॥

মল অপকর্ষণ, অর্থাৎ শরীর পরিশুদ্ধি নিমিত্ত, অভ্যাঙ্গপূর্ব্বক যে স্নান তাহাকে মলাপকর্ষণ স্নান কহে।

সরঃসু দেবখাতেষু তীর্থেষুচ নদীষুচ।
ক্রিয়াস্নানং সমুদ্দিষ্টং স্নানং তত্র মতাক্রিয়া॥

সরোবর, দেবখাত, তীর্থ ও নদীতে ক্রিয়া-উদ্দেশে যে স্নান

তাহাকে ক্রিয়াঙ্গ স্নান কহে; অর্থাৎ কাশ্যাদি তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া কাশীতীর্থাগমন নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্নান আবশ্যক, এই সকল স্নান ক্রিয়াঙ্গস্নান নামে কথিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে তোমাকে স্নানবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

নৈর্ম্মল্যং ভাব শুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।
তস্মান্মনো বিশুদ্ধ্যর্থং স্নান মাদৌ বিধীয়তে॥
অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্বা জলৈঃ স্নানং সদাচরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়ে দ্বিদ্বান্ মূলমন্ত্রেন মন্ত্রবিৎ॥

স্নান না করিলে শরীরে নির্ম্মলতা এবং চিত্তের ভাবশুদ্ধি জন্মে না, এই নিমিত্ত উদ্ধৃত বা অনুদ্ধৃত জলে "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্রদ্বারা তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে।

দর্ভপানিস্ত বিধিনা আচান্তঃ প্রযতঃ শুচিঃ।
চতুর্হস্ত সমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ॥
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্ গঙ্গামেভি র্মন্ত্রৈ র্বিচক্ষণঃ॥

দর্ভপাণি হইয়া আচমনপূর্ব্বক চতুর্হস্ত পরিমিত জলে তীর্থকল্পনা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা গঙ্গাদির আবাহন করিয়া তাহাতে স্নান করিবে।

বিষ্ণোঃ পাদ প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহিনস্তেনস স্তস্মাদাজন্ম মরণান্তিকাৎ॥
ত্রিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানিতে সন্তি জাহ্নবি॥

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতিচ।

বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা॥

বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথালোক প্রসাদিনী।

ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তি প্রদায়িনী॥

এতানি পুণ্য নামানি স্নান কালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।

ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিণী॥

হে গঙ্গে! আপনি ভগবান-বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। আপনি বৈষ্ণবী, এই নিমিত্ত আপনি বিষ্ণু কর্ত্তৃকও পূজিতা হইয়া থাকেন। হে জাহ্নবি! আপনি কৃপাপূর্ব্বক মদীয় জন্মাবধি মরণান্তিক সমুদায় পাপরাশি নষ্ট করুন।

হে গঙ্গে! স্বর্গে তিন কোটী, অন্তরীক্ষে অর্দ্ধকোটী এবং পৃথিবীতে কোটী পরিমিত তীর্থ স্থান আছে, সেই সমস্ত তীর্থ আপনাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

হে জাহ্নবি! আপনার নাম নন্দিনী, নলিনী, বৃন্দা, পৃথ্বী সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, জাহ্নবী, শান্তা এবং আপনি লোকপ্রসাদিনী ও শান্তিপ্রদা এই সমস্ত পবিত্র নাম যিনি স্নানকালে পাঠ করেন, ভগবতী গঙ্গা উপনীত হইয়া থাকেন।

এইরূপে মন্ত্রপাঠ করিয়া করপুটদ্বারা মস্তকে তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার জল দিবে। অনন্তর "অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক "ওঁ নমো নারায়নায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রদ্বারা চতুষ্কোণ করতঃ সেই স্থানে তীর্থকল্পনা করিয়া অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! স্নানের নিমিত্ত সর্ব্বস্থান হইতে কি মৃত্তিকা আহরণ করিতে পারিবে?

গুরু। বৎস! সকল স্থানের মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

মৃত্তিকাঃ সপ্ত ন গ্রাহ্যা বল্মীকে মূষিকোৎকরে।
অন্তর্জলে শ্মশানে চ বৃক্ষমূলে সুরালয়ে॥
পরস্নানাবশিষ্টে চ শ্রেয়স্কামৈঃ সদা নরৈঃ॥

বল্মীকমৃত্তিকা, মূষিকের গর্ত্তসম্ভূত মৃত্তিকা, জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা, শ্মশানস্থ মৃত্তিকা, বৃক্ষমূলস্থ মৃত্তিকা, দেবতাস্থানস্থ মৃত্তিকা এবং অন্যের স্নানাবশিষ্ট মৃত্তিকাদ্বারা স্নান করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! অবগাহন করিবার কি কোন প্রকার বিধি আছে?

গুরু। বৎস! অবগাহনেরও একটি বিশেষ বিধি আছে। অবগাহনকালে চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও মুখ অঙ্গুলিদ্বারা প্রচ্ছাদন-পূর্ব্বক স্নান করিবে।

সমুদ্রকরভাষ্যে লিখিত আছে যথা :—

অঙ্গুলীভিঃ পিধায়ৈবং শ্রোত্র দৃঙনাসিকা মুখং।
নিমজ্জেত প্রতিস্রোত স্ত্রিঃ পঠেদঘমর্ষণং॥

অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্রপাঠ করিয়া স্রোতাভিমুখে স্নান করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

প্রাতঃ শিরোনাবধুনেৎ নাঙ্গেভ্যাস্তোয় মুদ্ধরেৎ ন তৈলং।
যা সংস্পৃশেয়া প্রোক্ষিতং পূর্ব্বধৃতং বাসো ন্নিভৃয়াৎ॥

স্নাত এব সোষ্ণীষো ধৌত বাসাংসি বিভূয়াৎ।
ন ম্লেচ্ছান্ত্যজ পতিতৈঃ সহ সম্ভাষণং কুর্য্যাদিতি॥

স্নাতো নাঙ্গানি নির্ম্মৃজ্যাৎ স্নান শাট্যা না পাণিনা॥

স্নানান্তে তৈলম্রক্ষণ করিবে না। অপ্রোক্ষিত বস্ত্র অথবা পূর্ব্বপরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না। ম্লেচ্ছ অথবা অন্ত্যজ ব্যক্তির সহিত কথা বলিবে না। পরিহিত বস্ত্রের দ্বারা অথবা যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করিবে, তাহাদ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! স্নানের পূর্ব্বে তৈলমর্দ্দন করিতে কি বিধি নাই?

গুরু। বৎস! তৈলমর্দ্দন করিবার বিধি আছে।

আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে যথা :—

অভ্যঙ্গ মাচরেন্নিত্যং স জরা শ্রমবাতহা।
শিরঃ শ্রবণ পাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
বর্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্তৈঃ কৃতসংশুদ্ধ্যজীর্ণিভিঃ॥

প্রতিদিন অবসাদ, শ্রম অর্থাৎ শারীরিক ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন করিবে। মস্তকে, পাদদেশে এবং কর্ণে তৈল প্রদান করিবে, কিন্তু অজীর্ণ কিম্বা কফগ্রস্ত হইলে তৈলমর্দ্দন করিবে না।

আয়ুর্ব্বেদে তৈলের গুণাগুণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যথা :—

তিল তৈলং হিতং বাতে শিরোঽভ্যঙ্গাবগাহনে।
বস্তি স্নেহানু পানেষু নাসা কর্ণাক্ষি পূরণে॥

সার্ষপং কটুতীক্ষ্ণোষ্টং কফ শুক্রানিলাপহং।
লঘু পিত্ত যকৃৎ কুষ্ঠাশ্র ব্রণ তীব্রমুৎ॥
তৈলং কুসুম্ভজং চোষ্ণং ত্বগ্ দোষ কফপিত্তনুৎ।
তৈল মেরণ্ডজং রম্যং গুরূষ্ণং মধুরং রসং॥
সুতীক্ষ্ণং পিচ্ছিলং বলং রক্তেরণ্ডোদ্ভবং ভৃশং।
কফ পিত্তানিল হরং রেচনং কটুদীপনং॥
হৃদ্বস্তি পার্শ্বজানূরু ত্রিক পৃষ্ঠাস্থিশূলিনাং।
আনাহাষ্ঠীব বাতাসৃক প্লীহোদাবর্ত্ত শূলিনাং॥
হিতং বাতা ময়শ্বাস গ্রন্থি ব্রধ্ন বিকারিনাং।

অবগাহনকালে অভ্যঙ্গনসময়ে ও বায়ুগ্রস্ত হইলে তিলতৈল ব্যবহার করিবে। নাসিকা, কর্ণ ও বস্তিদেশে এবং পদতলে তৈল প্রদান করিবে। সরিষার তৈল কটু, ও উগ্রবীর্য্য; কফ, মূত্র ও বায়ু দোষ নাশক, ইহা লঘু এবং পিত্ত,কুষ্ঠ ও ব্রণরোগ নষ্ট করে। কুসুম্ভতৈল উষ্ণ ও ত্বকদোষ নষ্ট করে। এরণ্ড তৈল গুরু, উষ্ণ, মধুর রসযুক্ত, পিচ্ছিল; ইহা কফ ও পিত্ত নাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, হৃদ্রোগ ও বস্তিদোষ নাশক, ইহা বাতশূল আনাহ প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। পর্ব্বদিনে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবাস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বান্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেবচ॥
স্ত্রীতৈল মাংস সম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্র ভোজনং নাম প্রযাতি নরকং ধ্রুবং॥

চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে তৈলমর্দ্দন করিলে বিণ্মূত্র-ভোজন-নামক নরকে গমন করে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।
শিরোভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈবচ॥

ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং পর্ব্বসন্ধিতে শিরোভ্যঙ্গ করিতে নাই।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

সন্তাপঃ কীর্ত্তিরল্পায়ুর্ধনং নিধনমেবচ।
আরোগ্যং সর্ব্ব কামাপ্তি রভ্যঙ্গে ভাস্করাদিষু॥
উপোষিতস্য ব্রতিনঃ কৃত্তকেশস্য নাপিতৈঃ।
তাবত্তিষ্ঠতি শ্রীর্তা যাবত্তৈলং ন সংস্পৃশেৎ॥

ভাস্করাদি তিথিতে অভ্যঙ্গ করিলে যথাক্রমে সন্তাপ, কীর্ত্তি, অল্পায়ু, ধন, নিধন, আরোগ্য এবং সর্ব্বকামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ রবিবারে তৈলমর্দ্দন করিলে সন্তাপ, সোমবারে কীর্ত্তিলাভ, মঙ্গলবারে অল্পায়ু, বুধবারে ধনপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে নিধন, শুক্রবারে আরোগ্য এবং শনিবারে সর্ব্ববিধ কামনা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

উপবাসদিনে, সংযমকালে এবং নাপিতদ্বারা কেশচ্ছেদন করিয়া তৈল স্পর্শ করিবে না।

কল্পতরু নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

নাভ্যঙ্গ মর্কে নচ ভূমি পুত্রে ক্ষৌরঞ্চ শুক্রেঽথ কুজেঽথ মাংসং।
বুধে চ যোষাং ন সমাচরেচ্ছ শেষেষু সর্ব্বানি সদৈব কুর্য্যাৎ॥

রবিবারে তৈল, মঙ্গলবারে ক্ষৌর, শুক্র ও কুজবারে মাংস এবং বুধবারে স্ত্রীপরিত্যাগ করিবে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যথা ঃ—

চিত্রাশ্বি হস্তা শ্রবণাষু তৈলং ক্ষৌরং বিশাখা প্রতিপৎসুবর্জ্জ্যং।
মুলে মৃগে ভাদ্রপদাসু মাংসং যোষিন্মঘাকৃত্তিকাস্থত্তরাসু॥

চিত্রা, অশ্বিনী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে তৈলমর্দ্দন করিবে না। বিশাখা নক্ষত্রে ও প্রতিপদ তিথিতে ক্ষৌর কার্য্য নিষিদ্ধ, মুলা, মৃগাশিরা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে।

জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

সোমে কীর্ত্তিঃ প্রভবতি স্বরাং রৌহিণেয়ে হিরণ্যং।
দেবাচার্য্যে রবিসুত দিনে বর্দ্ধতে দীর্ঘমায়ুঃ॥
তৈল স্নানা ত্তনয় মরণং দৃশ্যতে সূর্য্য বারে।
ভৌমে মৃত্যুর্ভবতি নিয়তং ভার্গবে বিত্তনাশঃ॥

সোমবারে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে কীর্ত্তিলাভ, বুধবারে সুবর্ণ-লাভ, বৃহস্পতি ও শনিবারে দীর্ঘজীবন লাভ হয়। রবিবারে তৈলমর্দ্দন করিলে পুত্রবিয়োগ, মঙ্গলবারে মৃত্যু এবং শুক্রে বিত্ত-নাশ হয়।

* গরুড়পুরাণে লিখিত আছে বৃহস্পতিবারে তৈলমর্দ্দন করিলে নিধন-প্রাপ্ত হয়, এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে বৃহস্পতিবারে তৈল মর্দ্দন করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে। তাহা হইলে এই বচনদ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হয়, এই বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত বলিতে হইবে বৃহস্পতিবারে সামান্য তৈল মর্দ্দন করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ হয় এবং অভ্যঙ্গ করিলে আয়ু-নাশ হয়, এইরূপে সকল বিরোধ পরিহার করিবে।

কর্ম্মোপদেশিনীগ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।

মদ্য লেপসমং তৈলং তস্মাতৈলং বিবর্জয়েৎ ॥

প্রাতঃস্নানকালে, ব্রত ও শ্রাদ্ধদিনে, দ্বাদশীতিথিতে এবং চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহণ কালে তৈলমর্দ্দন—সুরামর্দ্দন তুল্য, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই তৈল শব্দে তিলতৈল বুঝিতে হইবে।

কল্পতরুনামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্প বাসিতং।

অদুষ্টং পক্ক তৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেচ নিত্যশঃ ॥

রবৌপুষ্পং গুরৌদূর্ব্বাং ভূমিং ভূমিজ বাসরে।

ভার্গবে গোময়ং দদ্যাৎ তৈল দোষোপশান্তয়ে ॥

∴ ঘৃত, সার্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল এবং পক্কতৈল প্রতিদিনই ব্যবহার করিতে পারে। রবিবারে পুষ্প, বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা, মঙ্গলবারে ভূমি অর্থাৎ মৃত্তিকা, শুক্রবারে গোময় দিলে তৈলের দোষ নষ্ট হয়। অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন জন্য দুরদৃষ্ট নষ্ট হয়।

শিষ্য। প্রভো! স্নানের পর উষ্ণীষধারণ করিবার যে বিধি বলিয়াছেন, তাহা কি সর্ব্বদা ধারণ করিবে?

গুরু। বৎস! গাত্রের জল অপনয়ন নিমিত্ত কেবল উষ্ণীষ্ ধারণ করিবে।

মহাভারতে লিখিত আছে যথা :—

আপ্লুতঃ সাধিবাসেন জলেন চ সুগন্ধিনা।

রাজহংস নিভং প্রাপ্য উষ্ণীষং শিথিলার্পিতং ॥

জলক্ষয় নিমিত্তং বৈ বেষ্টয়া মাস মূর্দ্ধনি ॥

জলের দ্বারা দেহ ও শিরোদেশ আপ্লুত হইলে জলাপনয়ন-নিমিত্ত মস্তকে শিথিল ভাবে উষ্ণীষ প্রদান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধানের কোন প্রকার বিধি বলিলেন না, যদি থাকে তবে তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! স্নানান্তর বস্ত্রপরিধানের বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যতপা বলিয়াছেন যথা :—

প্রাগগ্রমুদগগ্রম্বা ধৌতং বস্ত্রং প্রসারয়েৎ।
পশ্চিমাগ্রং দক্ষিণাগ্রং পুনঃ প্রক্ষালনাচ্ছুচিঃ॥
স্বয়ং ধৌতেন কর্ত্তব্যা ক্রিয়াধর্ম্ম্যা বিপশ্চিতা।
নচ রাজক ধৌতেন না ধৌতেন ভবেৎ কচিৎ॥
পুত্র মিত্র কলত্রেণ স্বজ্ঞাতি বান্ধবেন চ।
দাস বর্গেণ যদ্ধৌতং তৎপবিত্রমিতি স্থিতিঃ॥

গৃহীব্যক্তি পূর্ব্বদিকে এবং উত্তরদিকে দশা অর্থাৎ বস্ত্রাগ্র-ভাগ রাখিয়া বস্ত্র শুষ্ক করিতে দিবে। পশ্চিমদিকে এবং দক্ষিণ-দিকে দশা রাখিয়া বস্ত্র শুষ্ক করিলে পুনরায় সেই বস্ত্র প্রক্ষালন করিবে। জ্ঞানীব্যক্তি স্বয়ং বস্ত্রধৌত করিবেন এবং তাহা পরি-ধান করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিবেন। রজকধৌত অথবা অধৌত বস্ত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াতে নিষিদ্ধ। পুত্র মিত্র কলত্র এবং স্বকীয় জ্ঞাতি ও বান্ধব এবং দাসবর্গের দ্বারা ধৌত বস্ত্র সর্ব্বদাই শুচি হয়।

শিষ্য। প্রভো! বিকক্ষ হইয়া বস্ত্রপরিধান করিলে দোষ কি?

গুরু। বৎস! বিকক্ষ হইয়া বস্ত্রপরিধান করিবে না। বিকক্ষ হইয়া বস্ত্রপরিধান করিলে দৈবকার্য্য সিদ্ধ হয় না।

ভৃগু বলিয়াছেন যথা :—

বিকক্ষোঽনুত্তরীয়শ্চ নগ্নশ্চাবস্ত্র এ বচ।
শ্রৌতং স্মার্ত্তং তথা কর্ম্ম ন নগ্নশ্চিন্তয়ে দপি॥
পরিধানাদ্বহিঃ কক্ষা নিবদ্ধাহ্যাসুরী ভবেৎ।
ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদ্বদ্ভির্বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ॥

বিকক্ষ অর্থাৎ (অসম্বৃত কচ্ছ) উত্তরীয়-শূন্য ও নগ্ন হইয়া শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিবে না, নগ্নব্যক্তি উক্ত কর্ম্ম চিন্তা করিলেও দোষ হইবে।

বিকক্ষ হইয়া কর্ম্ম করিলে অসুরগণ সেই কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত বিদ্বান ব্যক্তি তাহা করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! উত্তরীয় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিতে হয়?

গুরু। যথা যজ্ঞোপবীতঞ্চ ধার্য্যতে চ দ্বিজোত্তমৈঃ।
তথা সন্ধার্য্যতে যত্নাদুত্তরাচ্ছাদনং শুভং॥

যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে যথা :—

বস্ত্রং নান্যধৃতং ধার্য্যং ন রক্তং মলিনং তথা
জীর্ণস্বাপদশঞ্চৈব শ্বেতং ধার্য্যং প্রযত্নতঃ॥
উপানহং নান্যধৃতং ব্রহ্মসূত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
ন জীর্ণ মলবদ্বাসো ভবেচ্চ বিভবে সতি॥

যজ্ঞপবীত ধারণ এবং স্নান বিধি সংসকলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন।

অন্যপরিহিতবস্ত্র, রক্তবস্ত্র ও মলিনবস্ত্র পরিধান করিবে না। অন্যের ব্যবহার্য্য উপানহও পরিধান করিবে না। জীর্ণ ও মলিন বসন পরিধান করিবে না। স্নানাদি শেষ হইলে হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্ত দ্বিদণ্ডী যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিবে এবং উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব হইলে তৎপ্রতি-নিধিস্বরূপ কুশোত্তরীয় গ্রহণ করিবে। স্নানের পর তর্পণ করিবে, তর্পণের পূর্ব্বে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্ব্বং স্নান বস্ত্রন্তু তর্পণাৎ।
নিরাশাস্তস্য গচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ॥
অপ্রক্ষাল্য চ যঃ পাদৌ স্নাত্বা বিশতিমন্দিরং।
তস্য স্নান কৃতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥
হস্তেন মার্জ্জিতং গাত্রং স্নান বস্ত্রেন বা যদি।
শুনোদিষ্টং ভবেদ্‌গাত্রং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি॥

তর্পণের পূর্ব্বে যিনি বস্ত্র নিষ্পীড়ন করেন, তাঁহার পিতৃলোক হতাশ হইয়া দেবতাগণের সহিত প্রস্থান করেন। যিনি স্নানান্তে পাণি ও পাদপ্রক্ষালন না করিয়া পূজামন্দিরে প্রবেশ করেন, তাঁহার স্নানজন্য পুণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে। হস্তের দ্বারা বা স্নানবস্ত্রের দ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিলে কিম্বা কুকুর কর্ত্তৃক গাত্র স্পৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া পরিশুদ্ধি হইবে।

জাবালি বলিয়াছেন যথা :—

স্নানং কৃত্বার্দ্রবাসাস্তু বিণ্মুত্রং কুরুতে যদি।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পুনঃ স্নানেন শুদ্ধতি॥

স্নান করিয়া স্নানবস্ত্র পরিহিত হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিলে প্রাণায়াম করিয়া শুচি হইবে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির এইরূপে সমন্ত্রক স্নান এবং শূদ্র জাতির নমস্কার পূর্ব্বক স্নান বিহিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রভো! নদীস্নানের ফল কি?

গুরু। বৎস! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

নদ্যাং প্রতেকশঃ স্নানে ভবেদ্গোদানজং ফলং।
গোপ্রদানৈশ্চ দশভিস্তাসাং পুণ্যস্তু সঙ্গমে॥
ন নদীষু নদীং ব্রূয়াৎ পর্ব্বতেষু চ পর্ব্বতং।
নান্যৎ প্রশংসেতত্রস্থ তীর্থেষ্বায়তনেষু চ॥
অকারণং নদীপারং বাহুভ্যাং ন তরেত্তথা॥

নদীতে স্নান করিলে গোদানজন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং নদীসঙ্গমে স্নান করিলে দশগোদান জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নদীতে স্নানকালে নদী বলিবে না, পরন্তু গঙ্গাদি নামোল্লেখ করিয়া স্নান করিবে। তীর্থে বা নদীতে স্নান কালে অন্য নদী বা তীর্থের প্রশংসা করিবে না এবং অকারণে নদীপার হইবে না।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ন স্নান মাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥

আহার করিয়া স্নান করিবে না এবং পীড়িত ব্যক্তিও স্নান করিবে না। বহুবস্ত্রের সহিত ও অবিজ্ঞাত জলাশয়েও স্নান

করিবে না এবং মহানিশাতে স্নান করিবে না। পরন্তু নৈমিত্তিক স্নান সকলকালেই করিবে।

শিষ্য। প্রভো! মহানিশা কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যথা:—

মহানিশাতু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহরদ্বয়ং।
তস্যাং স্নানং ন কর্ত্তব্যং কাম্য নৈমিত্তিকাদৃতে॥

রাত্রির মধ্যম প্রহরদ্বয় মহানিশা নামে কথিত হইয়া থাকে, তৎকালে নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান ব্যতিরেকে অন্যস্নান করি[বে] না।

শিষ্য। প্রভো! শাস্ত্রে লিখিত আছে গ্রহণকালে স্নান দান ও তর্পণ করিতে হয়, কিন্তু রাত্রিকালে স্নান করিতে নাই, তবে চন্দ্রগ্রহণ জন্য কিরূপে রাত্রিকালে স্নান করিবে?

গুরু। বৎস! এই সকল কার্য্য নিরবকাশ অর্থাৎ কখন্ গ্রহণ হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সকল সময়েই স্নান করিতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! যদি গ্রহণকালে স্নান অত্যাবশ্যক হয় তবে স্ত্রীলোকের রজোযোগ হইলে তাহারা গ্রহণকালে কিরূপে স্নান করিবে?

গুরু। বৎস! রজোযোগ হইলেও স্নানাদি করিবে।

বৌধায়ন বলিয়াছেন যথা:—

উপাকর্ম্মনি চোৎসর্গে প্রেতস্নানে তথৈব চ।
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহে চৈব রজো দোষো ন বিদ্যতে॥

ছন্দোগপরিশিষ্টোক্ত বৈদিককর্ম্মে প্রেতস্নান অর্থাৎ মরণাশৌচ নিমিত্ত স্নান ও চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণ সময়ে রজোনিমিত্তক দোষ হইবেনা অর্থাৎ এই সকল সময়ে রজোযোগ হইলেও স্ত্রীগণ স্নান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! সকল জলেই কি তর্পণ করিতে পারে?

গুরু। বৎস! সকল প্রকার জলে তর্পণ করিতে পারে না। বৌধায়ন বলিয়াছেন যথা :—

স্রবন্তীষনিরুদ্ধাসু ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রাতরুত্থায় কুর্ব্বীরন্ দেবর্ষি পিতৃতর্পণং।
নিরুদ্ধাসু ন কুর্ব্বীরন্নংশ ভাক্‌সেতুকৃৎ ভবেৎ।
উদ্ধৃত্য বা ত্রীন্ পিণ্ডান্ কুপাত্ত্রীন্ ঘটাং স্তথা।
পরকীয় নিপানেষু স্নানংনৈব কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা হি দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি জাতিসকল প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রবাহযুক্ত অনিরুদ্ধ জলে দেব ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করিবেন। নিরুদ্ধ জলে কিম্বা সেতুদ্বারা আবদ্ধ জলে স্নান ও তর্পণ করিবে না। যদি আপদ্ কালে করিতে হয় তবে পরস্বামিক কূপ হইতে তিন ঘট জল তুলিয়া এবং নিপান হইতে পাঁচবার বা তিনবার মৃত্তিকা তুলিয়া স্নান ও তর্পণ করিবে।

ব্রাহ্মণাদি নদী পরিত্যাগ করিয়া অন্ন কৃত্রিম জলে স্নান করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! তর্পণ যদি স্নানের অঙ্গ হয়, তবে সমস্ত স্নানকালেই কি তর্পণ করিবে?

গুরু। বৎস! তাহা নহে।

বৌধায়ন বলিয়াছেন যথা :—

শ্মশ্রু কর্ম্মাশ্রুপাতঞ্চ মৈথুনং ছর্দ্দনং তথা।
অস্পৃশ্য স্পর্শনং কৃত্বা স্নায়াদ্বর্জ্যা জলক্রিয়া॥

ক্ষৌরকর্ম্ম, অশ্রুপাত ও মৈথুন করিয়া এবং অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া তর্পণ ব্যতিরেকে স্নান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! স্নানাঙ্গতর্পণ দ্বারা কি প্রধান তর্পণ সিদ্ধ হইতে পারে?

গুরু। স্নানাঙ্গতর্পণ করিলে পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণও সিদ্ধ হইবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৃণ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞ ক্রিয়া ফলং॥

ব্রাহ্মণগণ যে কোন প্রকারে তর্পণ করিলেই পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া থাকেন।

শাতাতপ বলিয়াছেন যথা :—

তর্পণন্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমং॥

প্রতিদিন স্নানানন্তর শুচি হইয়া দেবতা ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ করিবে। *

---

* প্রাতঃস্নানের সময়ে তর্পণ করিতে হয়, প্রাতঃসন্ধ্যার কাল সমুপস্থিত হইলে অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। সেই সময়ে নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিবে। পরন্তু এইরূপ অনুষ্ঠান না হইলে দিবাস্নানের পর করিলেও দোষ হয় না।

শিষ্য। প্রভো! আপনি স্নানের পর তর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তর্পণের অনুষ্ঠানবিষয় কিছুই বলিলেন না, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া আমায় কৌতূহল নিবারণ করুন।

গুরু। বৎস! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শুচি বস্ত্র ধরোস্নাতো দেবর্ষি পিতৃতর্পণম্।
তেষামেব হিতার্থেন কুর্ব্বীত সুসমাহিতঃ॥

ত্রিরাপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপ বর্জ্জয়েৎ।
তথর্ষীনাংযথান্যায়ং সকৃদ্বাপি প্রজাপতেঃ॥

পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবী পতে।
পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্॥

মাতামহায় তৎ পিত্রে তৎ পিত্রেচ সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেন তীর্থেন কাম্যঞ্চান্যৎ শৃনুষমে॥

মাত্রে প্রমাত্রেতন্মাত্রে গুরু পত্ন্যৈ তথা নৃপ।
গুরবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধ মিত্রায় ভূভুজে॥

ইদঞ্চাপি জপেদম্বু দদ্যাদাত্মেচ্ছয়ানৃপ।
উপকারায় ভূতানাং কৃত দেবাদি তর্পণং॥

দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্ব রাক্ষসঃ।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডা স্তরবঃ খগাঃ॥
জলেচরা ভূমিলয়া বায্বাহারশ্চ যে জন্তবঃ।
প্রীতি মেতে প্রযান্ত্বাশু মদ্দত্তে নাম্বুনা খিলাঃ॥
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্য জন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু যে চাস্মত্তোয় কাঙ্ক্ষিণঃ॥
যত্রয়ে বনস্রংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্।
ইদমপ্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্॥ *

মধ্যাহ্ন স্নানান্তর শুচি হইয়া বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া তত্বতীর্থে (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে যে তীর্থ বিহিত আছে) তাহার দ্বারা দেব ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে। দেবতাগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতিরুৎপাদনের নিমিত্ত তিনবার এবং প্রজাপতির প্রীতিসম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত একবার জলপ্রদান করিবে। এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিনবার জল প্রদান করিয়া পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগকে তর্জ্জনীমূলদ্বারা জলপ্রদান করিবে।

এইরূপে তর্পণবিধির অনুষ্ঠান করিয়া মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, গুরুপত্নী, গুরু ও মিত্রাদির উদ্দেশে তর্পণ করিবে। অনন্তর সমুদায় প্রাণীর উপকারার্থ নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা তর্পণ করিবে।

"দেবগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, সিদ্ধগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, বৃক্ষগণ, পক্ষিগণ, জলজন্তুগণ,

* নাভিমাত্র জলে তর্পণ করিবার বিধি আছে যদি তাহাতে অশক্ত হয় তবে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া তর্পণ করিবে।

ভূতলস্থ কীটাদিগণ, পবনাশনপ্রাণীগণ, ইহারা সকলেই মদ্দত্ত অম্বুদ্বারা পরিতৃপ্ত হউন।

যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিতেছে তাহাদের তৃপ্তি উদ্দেশে আমি জল প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার অবান্ধব, অথবা যাঁহারা আমার পূর্ব্বজন্মে বান্ধব ছিলেন এবং যাঁহারা আমার জল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলেই আমার প্রদত্ত জলদ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। যিনি যে কোন স্থানে অবস্থান করুন যদি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমার প্রদত্ত জলদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন।" *

শিষ্য। প্রভো! আপনি সন্ধ্যা উপাসনার মধ্যভাগে তর্পণবিধির উল্লেখ করিলেন, তাহা হইলে সন্ধ্যার অবশিষ্টাংশ কথন করিবে এবং সন্ধ্যা উপাসনার ফল কি তাহা বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! তর্পণ সমাপ্ত করিয়া অবশিষ্ট সন্ধ্যা করিবে। সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব প্রতিদিন সন্ধ্যাবিধির আচরণ করিবে।

ছন্দোগপরিশিষ্টে লিখিত আছে যথা :—

অতউর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্ধ্যোপাসনিকং বিধিঃ।
অনর্হঃ কর্ম্মনাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ॥

ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা না করিলে তাহার কোন প্রকার দৈব ও পৈত্র

* স্নান ও তর্পণ সম্বন্ধে মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় বিশদভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন।

কার্য্যে অধিকার হয় না। অতএব প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে যথানিয়মে সন্ধ্যা করিবে। ত্রৈকালীন সন্ধ্যা করিলে পরম পুরুষের উপাসনা করা হয়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

এতৎসন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতং।
যস্য নাস্ত্যাদর স্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

উপাস্যদেব এই সন্ধ্যাতেই অবস্থান করেন, যিনি যত্নপূর্ব্বক উক্ত সন্ধ্যা না করেন তিনি ব্রাহ্মণ নহেন।

শাতাতপ বলিয়াছেন যথা :—

অব্রাহ্মণাস্তুষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।
আদ্যো রাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয় বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রাম যাজকং।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্যচ॥
অনাগতান্তু যঃ পূর্ব্বনং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং।
নো পানীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণ স্মৃতঃ॥

ছয় প্রকার অব্রাহ্মণ আছে। তন্মধ্যে প্রথম রাজভৃত্য, দ্বিতীয় ক্রয়বিক্রয়ী অর্থাৎ দুগ্ধাদি ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন। তৃতীয় বহুযাজ্যঃ, চতুর্থ গ্রামযাজক, পঞ্চম গ্রামভৃত অর্থাৎ যে ব্যক্তি গ্রামের সাধারণ লোকের দ্বারা প্রতিপালিত হয়। আর যিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম অর্থাৎ প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যা না করেন তিনি ষষ্ঠ অব্রাহ্মণ।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসন তৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীয়েত অন্ত্যজন্ম গতোঽপি সন্॥

সর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ সেবাদি কার্য্যে যুক্ত হইয়াও যিনি সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

শিষ্য। প্রভো! সন্ধ্যার লক্ষণ কি?

গুরু। বৎস! যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

ত্রয়ানাং চৈবদেবানাং ব্রহ্মাদীনাং সমাগমঃ।
সন্ধিঃ সর্ব্ব সুরাণাঞ্চ তেন সন্ধ্যা প্রকীর্ত্তিতা।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য সুরগণের সমাগম হয় বলিয়া ইহাকে সন্ধি বলে।

দিন ও রাত্রিমানের যে সন্ধি অর্থাৎ সম্মিলন তাহাকে সন্ধ্যা কহে। এই কাল মুহূর্ত্তমাত্র এই সময়ে সন্ধ্যা করিবে।

দক্ষ বলিয়াছেন যথা :—

অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্য নক্ষত্র বর্জ্জিতঃ।
সাচ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ব দর্শিভিঃ॥

সূর্য্য ও নক্ষত্র-বর্জ্জিত দিবা ও রাত্রির যে সম্মিলন তাহাকে সন্ধ্যা কহে।

বরাহ বলিয়াছেন যথা :—

অর্দ্ধাস্ত ময়াৎসন্ধ্যা বক্তীভূতা ন তারকা যাবৎ।
তেজঃ পরিহানি রুষা ভাণো রর্দ্ধোদয়ং যাবৎ॥
রাত্র্যন্তকালে নাড্যৌদ্বে সন্ধ্যাদি কাল উচ্যতে।
দর্শনাদ্রবি রেথায়াস্তদন্তো মুনিভিঃ স্মৃতঃ॥

দিবা ও রাত্রি সম্বন্ধীয় মুহূর্ত্তকাল প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার কাল। প্রাতঃসন্ধ্যাতে অর্দ্ধোদিত সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্তমুখ্যকাল, সায়ং-

সন্ধ্যার অর্দ্ধাস্তসূর্য্যমণ্ডল হইতে নক্ষত্রের প্রকাশকাল পর্য্যন্ত মুখ্যকাল।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা ঃ—

পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে সনক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সম সূর্য্যেপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্ত সপ্তমোপরি"॥

মধ্যাহ্নসন্ধ্যারকাল অষ্টমমুহূর্ত্ত অর্থাৎ সপ্তমমুহূর্ত্তের পর সূর্য্য সমভাবে অবস্থান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে।

সাংখ্যায়নগৃহ্যে লিখিত আছে যথা ঃ—

অরণ্যে সমিৎপাণিঃ সন্ধ্যামুপাস্তে নিত্যং যাগযতঃ উত্তরা-পরাভিমুখোহন্বষ্ট মাদিশমা নক্ষত্র দর্শনাৎ। অতিক্রান্তায়াং স ব্যাহৃতীকাং সাবিত্রীং স্বস্ত্যয়নাদি জপিত্বা প্রাতঃ প্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্না-মণ্ডল দর্শনাদিতি॥

বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত সায়ংসন্ধ্যা করিবে এবং প্রাতঃকালে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃ-সন্ধ্যা করিবে, সন্ধ্যা উপাসনার ইহাই মুখ্যকাল।

শিষ্য। প্রভো! যদি যথাকালে সন্ধ্যা করিতে না পারে তবে কি করিবে?

গুরু। বৎস! সময় অতিক্রান্ত হইলে প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! প্রাতরাদিকালভেদে সন্ধ্যার নামান্তর আছে কি?

গুরু। বৎস! ব্যাস বলিয়াছেন যথা :—

গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যম দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিবুস্মৃতা॥
প্রতি গ্রহান্ন দোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাগদায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥
সবিতু র্দ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা।
জগতঃ প্রসবিত্রীত্বাদ্বাগ্রূপত্বাৎ সরস্বতী॥

পূর্ব্বাহ্নসময়ে সন্ধ্যা গায়ত্রী নামে উচ্চারিত হইয়া থাকেন, মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী এবং সায়ংকালে সরস্বতী নামে উদাহৃতা হইয়া থাকেন।

প্রাতঃসন্ধ্যার দ্বারা কদন্নভক্ষণ প্রভৃতি উপপাতকনষ্ট হয় বলিয়া প্রাতঃসন্ধ্যার নাম গায়ত্রী, সূর্য্যমণ্ডলের প্রকাশ-সম্ভূত এবং জগত-প্রসবকারিণী বলিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যার নাম সাবিত্রী এবং বাক্যরূপা বলিয়া সায়ংসন্ধ্যার নাম সরস্বতী।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যথা :—

উদ্যন্তমস্তং যান্তমাদিত্য অভিধ্যায়ন কুর্ব্বন্।
ব্রাহ্মণো বিদ্বান সকলং ভদ্র মশ্নুতে॥

উদন্ত এবং অস্তগমনকালীন সূর্য্যের উপাসনা করিয়া ব্রাহ্মণ সকল প্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি চ এবং বেদেতি। অয়মর্থঃ। বক্ষ্যমাণ প্রকারেণ প্রাণায়ামাদিকং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ যথোক্ত নাম রূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দ বাচ্য মাদিত্যং ব্রহ্মেতি

ধ্যায়ন্নৈহিক মামুষ্মিকঞ্চ সকলং ভদ্রমশ্নুতে য এব মুক্তধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কুরুতে স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব প্রজ্ঞাবান চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেনা জ্ঞানেনোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতীতি পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যঃ॥

যথাবিহিত প্রাণায়াম করিয়া পূর্ব্বোক্ত নামানুসারে সন্ধ্যাশব্দ প্রতিপাদ্য-আদিত্যকে যিনি ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তিনি ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি উক্তরূপ শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী আদিত্যের উপাসনা করেন, তিনি প্রজ্ঞাশীল হইয়া ব্রহ্মসাজুয্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! তাহা হইলে গায়ত্রী ও ব্রহ্ম কি এক?

গুরু। বৎস! ব্যাস বলিয়াছেন যথাঃ—

ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ॥

ব্রহ্মের সহিত গায়ত্রীর ভিন্নভাব নাই অর্থাৎ গায়ত্রী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এই প্রকার চিন্তা করিয়া উপাসনা করিবে।

সোঽহমস্মি অর্থাৎ অহং স অস্মি আমিই সেই। স অর্থাৎ গায়ত্রীস্থ ভর্গপদ প্রতিপাদ্য ঈশ্বর অহং জীবরূপোঽস্মি ভবামি। জীবেশ্বরয়ো রহঙ্কার প্রতিফলিতত্বোপাধি রহিতেন চিদ্রূপেনৈকং ঘটাকাশ গৃহাকাশ য়োরুপাধি বিগমাদৈক মিব ভাবয়ন্নুপাসত।

ঘটাকাশ, পটাকাশ যেমন উপাধি দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে বস্তুত সমস্ত আকাশ একই, জলের তরঙ্গদ্বারা জলের নানাত্ব প্রতিপাদিত হইলেও জল জলই থাকে, সেই প্রকার জীব ও ব্রহ্ম

উপাধি দ্বারা ভিন্ন হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এই প্রকার ভাবনা করিয়া উপাসনা করিবে।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

যা সন্ধ্যা সাতু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা উপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥

সন্ধ্যাই গায়ত্রী ইহারা দুইরূপে অবস্থান করে। যিনি সন্ধ্যা করিয়া থাকেন বিষ্ণু অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনাও তিনি করিয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! যদি সমস্ত জীবেই ব্রহ্ম থাকেন অথবা ব্রহ্মময় এই জগত তাহা হইলে পুনরায় উপাসনার ফল কি?

গুরু। বৎস! কর্ম্ম না করিলে ফল হয় না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গ পোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্ম সংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধং॥

গাভির ঘৃত গাভির শরীরেই থাকে, কিন্তু তাহা হইলে কি তদ্দ্বারা গোরুর ব্যাধি নিবারণ হয়। পরন্তু কর্ম্ম দ্বারা সেই সর্পিই তাহাদের ঔষধ হইয়া থাকে, অতএব শরীরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত মনুষ্যগণ মঙ্গল অর্থাৎ উত্তম গতি লাভ করিতে পারে না।

শিষ্য। প্রভো! ব্যাহৃতী ও প্রণবের সহিত গায়ত্রীর উপাসনা করিবার ফল কি?

গুরু। বৎস! কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

প্রধানং পুরুষঃ কালো ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
সত্বং রজস্তম স্তিস্রং ক্রমাদ্ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সত্ব রজস্তমগুণ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা, সত্বগুণাত্মক বিষ্ণু এবং তমোগুণাত্মক মহেশ্বর, ইহাঁরাই যথাক্রমে ভূ, র্ভূব ও স্বঃ এই ব্যাহৃতী পদবাচ্য হইয়া থাকেন, অতএব প্রণব ও ব্যাহৃতী সহিত গায়ত্রী দ্বারা পরম ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে গায়ত্রীর অর্থ কি তাহা বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। বৎস! যোগীযজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চো ভর্গ মন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি ॥
চিন্তয়ামোবয়ং ভর্গং ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষেষু বুদ্ধি বৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্ত চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্ম সংসার ভীরুভিঃ ॥
আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্ম মৃত্যু বিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্যচ ॥
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্য মণ্ডলে।
মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জাপয়ত্যেব মেবহি ॥
তেন চ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য।
ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াদিতি ॥

দেবস্য সবিতুঃ সূর্য্যস্য ভর্গরূপং অন্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যু ভীরুভি স্তন্নিরাসায় উপাসনীয়ং ধীমহি চিন্তয়ামঃ। যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীরীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারীণাং ধিয়ো বুদ্ধিঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষেষু প্রেরয়তি।

যিনি জন্ম ও মৃত্যুর জন্য সংসারভয়ে ভীত মনুষ্যগণের, ধর্ম্মার্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, সূর্য্যমণ্ডলে সংস্থিত মহামহিমান্বিত তেজোরাশি সমুদ্ভব সেই পরম ব্রহ্মের বিষয় আমরা চিন্তা করি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যথা :—

ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

হে অর্জ্জুন! সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে সর্ব্বভূতাধিপতি ভগবান বিরাজ করিতেছেন। রথারূঢ় ব্যক্তি যেমন রজ্জাদির আলোড়ন বিলোড়ন দ্বারা যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়াদ্বারা তিনি এই সমস্ত প্রাণীগণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করিতেছেন।

বৎস। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন তাহার পক্ষে আরও প্রমাণ আছে।

তৈত্তিরীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ॥

একমাত্র পরমেশ্বর সকল প্রাণীর অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতের অধিবাস স্বরূপ এবং সাক্ষী অর্থাৎ

নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই চিত্ত এবং সতত নির্গুণ, অতএব প্রতিদিন এবম্ভূত ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। যিনি সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা করেন প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ বিশেষরূপে অবগত হইয়া সন্ধ্যা করিবে। যিনি ঋষি ও ছন্দ না জানিয়া যাজন অধ্যাপনাদি এবং জলমধ্যে ক্রিয়মান অঘমর্ষণ-জপাদি, হোম ও অন্য বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তিনি সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন না। প্রণবের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা অগ্নি, গায়ত্রীছন্দ ও সর্ব্ব কর্ম্মে বিনিয়োগ। এই প্রকার সন্ধ্যারও ঋষ্যাদি জানিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। গায়ত্রী জপে প্রাতঃকালে উত্তানকর, মধ্যাহ্নে তির্য্যককর এবং সায়ংকালে অধোমুখকর, এইভাবে অবস্থান করিয়া জপ করিবে।

অনামিকার মধ্যে আরম্ভ করিয়া তিন অঙ্গুলির তিন তিন পর্ব্বে গায়ত্রী জপ করিবে কিন্তু মধ্যমার দুই পর্ব্ব জপকালে বর্জ্জন করিবে।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

> কুর্য্যোত্তানৌ করৌ প্রাতঃসায়ঞ্চাধোমুখৌ করৌ।
> মধ্যে তির্য্যক করৌ প্রোক্তৌ জপ এব মুদাহৃতঃ॥

প্রাতঃকালে উত্তানকর, সায়ংকালে অধোমুখকর এবং মধ্যাহ্নকালে তির্য্যককর হইয়া গায়ত্রী উপাসনা করিতে হয়।

> ত্রিপ্রোহঙ্গুল্য ত্রিপর্ব্বানো মধ্যমা চৈক পর্ব্বিকা।
> অনাম্না মধ্য মারভ্য জপ এব মুদাহৃতঃ॥

মধ্যমায়াদ্বয়ং পর্ব্ব জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
এনং মেরুং বিজানীয়া দ্দূষিতং ব্রহ্মণা স্বয়ং॥
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘিতং।
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

তিন অঙ্গুলির তিন পর্ব্ব এবং মধ্যমাঙ্গুলির এক পর্ব্ব গ্রহণ করিয়া অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে জপ করিবে।

মধ্যমাঙ্গুলির পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলে, জপকালে এই মেরু সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে, কারণ মেরু লঙ্ঘিত জপ ও সংখ্যাহীন জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! গায়ত্রী জপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফলের ন্যূনাধিক হয় কি?

গুরু। বৎস! বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

দশভির্জন্ম জনিতং শতেন চ পুরাকৃতং।
ত্রিযুগন্তু সহস্রেন গায়ত্রী হন্তি দুষ্কৃতং॥
সহস্র পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাং।
গায়ত্রীন্তু জপেদ্বিপ্র ন স পাপেন লিপ্যতে॥

শতবার গায়ত্রী জপ করিলে সামান্য পাপ হইতে, সহস্রবার জপ করিলে উপপাতক ও অযুতবার জপ করিলে অনুপাতক এবং লক্ষবার জপ করিলে মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।

শিষ্য। প্রভো! জপ কয় প্রকার এবং তাহার লক্ষণ কি?

গুরু। বৎস! জপ ত্রিবিধ।

নরসিংহ পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ত্রিবিধো যপ যজ্ঞঃ স্যাত্তস্য ভেদং নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধামতঃ॥
ত্রয়ানাং জপ যজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ।
যদুচ্চ নীচস্বরিতৈঃ স্পষ্ট শব্দ বদাক্ষরৈঃ॥
মন্ত্র মুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপ যজ্ঞঃ স বাচিকঃ।
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্র মীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্॥
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
ধিয়া যদক্ষর শ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎপদং॥
শব্দার্থ চিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥

বাচিক, উপাংশু ও মানস ভেদে জপ তিন প্রকার এবং ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর জপই প্রশস্ত অর্থাৎ বাচিক জপ হইতে উপাংশুজপ এবং উপাংশুজপ হইতে মানসজপের ফলাধিক্য হইয়া থাকে।

জিহ্বা ও ওষ্ঠচালন ব্যতিরেকে বর্ণের অর্থসন্ধানাত্মক জপ মানসজপ, নিজ কর্ণের গ্রহণ যোগ্য কিঞ্চিৎশব্দ বিশিষ্ট জপের নাম উপাংশুজপ, এবং স্বরাদি সুব্যক্ত করিয়া বর্ণোচ্চারণ বিশিষ্ট জপের নাম বাচিক জপ।

উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে না। বিশেষতঃ গায়ত্রী কখনই উচ্চৈঃস্বরে জপ করিবে না।

শঙ্খ মুনি বলিয়াছেন যথা :—

নোচ্চৈর্জপং বুধঃ কুর্য্যাৎ সাবিত্রীন্তু বিশেষতঃ॥

পণ্ডিতগণ উচ্চশব্দ দ্বারা কখন জপ করিবেন না বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ কখনই উচ্চৈঃস্বরে করিবেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

ন চংক্রমন্ ন বিহসন্ ন পার্শ্ব মবলোকয়ন্।
নোপাশ্রিতো ন জল্পংশ্চ ন প্রাবৃত শিরাস্তথা॥
ন পদা পাদমাক্রম্য নবৈ বহিঃ করৌ স্মৃতৌ।
নৈবং বিধং জপং কুর্য্যান্নচ সংশ্রাবয়েজ্জপং॥

ভ্রমণ করিতে করিতে,হাসিতে হাসিতে,পার্শ্বদেশ অবলোকন করিতে করিতে, কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, বস্ত্রাবৃত মস্তক হইয়া, পাদের দ্বারা পাদাক্রমণ করিয়া, হস্ত বহির্দ্দেশে রাখিয়া জপ করিবে না এবং জপ অন্যকেও শুনাইবে না।

শিষ্য। প্রভো! গৃহী ও যতি প্রভৃতির জপের সংখ্যার তারতম্য আছে কি?

গুরু। বৎস! মদনপারিজাতে লিখিত আছে যথা :—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ।
বাণ প্রস্থো যতিশ্চৈব দ্বিসহস্রাধিকং জপেৎ॥

ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ অষ্টোত্তর শতঃসংখ্যক জপ করিবেন, বানপ্রস্থ ও যতি দ্বিসহস্রাধিক জপ করিবেন।

ব্যাস বলিয়াছেন যথা :—

জপ কালে ন ভাষেত ব্রত হোমাদিকেষু চ।
এতেষেবা বসক্তস্য যন্ত্যাগচ্ছে দ্বিজোত্তম॥
অভিবাদ্য ততোবিপ্রং যোগক্ষেমঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ॥

জপকালে এবং ব্রত হোমাদি কালে অন্তবাক্য কহিবে না, যদি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিম্বা গুরু আসেন তবে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া যজ্ঞ ও হোম করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

যদি বাগ্‌যম লোপঃ স্যাজ্জ পাদিষু কদাচন।
ব্যাহরে দ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং স্মরেদ্বা বিষ্ণু মব্যয়ং ॥

ক্রোধং মোহং ক্ষুতং নিদ্রাং নিষ্ঠীবন বিজৃম্ভণং।
দর্শনং বনিতানাঞ্চ বর্জয়েজ্জপ কর্ম্মনি ॥

আচামেৎ সম্ভবে চৈষাং স্মরেদ্বিষ্ণুং সুরার্চ্চিতং।
নাভেরধশ্চ সংস্পর্শ কর্ম্মযুক্তো বিবর্জয়েৎ ॥

যদি জপাদি করিতে করিতে অন্ত কোনরূপে সময় ক্ষেপন হয় তবে বৈষ্ণব মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। জপকালে ক্রোধ, মোহ, ক্ষুত, (হাঁচি) নিদ্রা, নিষ্ঠীবন, (থুথু) বিজৃম্ভন(হাই) এবং স্ত্রীলোক দর্শন করিবে না। যদি দৈবাৎ সম্ভব হয়, তবে আচমণ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিবে। কর্ম্মস্থ ব্যক্তি নাভির অধোদেশ কথনও স্পর্শ করিবেন না।

* সন্ধ্যা দ্বিবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক, বৈদিক সন্ধ্যা করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়।

* মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় সন্ধ্যাবিধি ও জপপ্রকরণ ইত্যাদি বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে দেখিয়া লইবেন।

অথ ব্রহ্ম যজ্ঞ।

গুরু। বৎস! সন্ধ্যাবিধি সমাপনান্তে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ব্রহ্মযজ্ঞ সিদ্ধির নিমিত্ত চারি বেদের চারি মন্ত্র এবং পুরাণ ইতিহাস শক্ত্যানুসারে জপ করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

বেদার্থবৎ পুরানানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপ যজ্ঞার্থ সিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাঞ্চাধ্যাত্মিকাং জপেৎ॥
ব্রহ্ম যজ্ঞার্থ সিদ্ধ্যর্থং বিদ্যামাধ্যাত্মিকাং জপেৎ।
জপ্তার্থ প্রণবংবাপি তত তর্পণ মাচরেৎ॥

উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখে বসিয়া বামহস্ততলে পবিত্র রাখিয়া তদুপরি দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া প্রণব পূর্ব্বক পাদ অর্দ্ধ ও সম্পূর্ণ গায়ত্রী জপানন্তর চতুর্ব্বেদাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

যথা (ঋক্) ওঁ মধুচ্ছন্দ ঋষিরগ্নি র্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতবম্।

(যজু) পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখাবৎস গাবো দেবতা শাখাচ্ছেদন সময়ন্ বৎসোপ স্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বস্থ দেবোবঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।

(সাম) গোতম ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ব্রহ্ম যজ্ঞ জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃনানো হব্য দাতয়ে নিহোতা সংসি বর্হিষি।

(অথর্ব্ব) দধ্যঙ্ ভাথর্ব্বণ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে সংযোরভি শ্রুবন্তু নঃ।

এই বেদ চতুষ্টয় পাঠ করিয়া ইচ্ছানুসারে যথাশক্তি বেদপুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করিবে।

সাঁমবেদীব্যক্তি ব্রহ্মযজ্ঞের পূর্ব্বে তর্পণ সম্পন্ন করিবেন কারণ তাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞের পর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবেন। সুতরাং ঋগ্বেদীগণ ও যজুর্ব্বেদীগণ ব্রহ্মযজ্ঞের পর তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন। *

নরসিংহপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অর্ঘ্যং দগ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমং।
অশক্তৌ এককালেতু মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ॥
সন্ধ্যাং কৃত্বাতু দত্বার্ঘ্যং ততঃ পশ্যে দ্দিবাকরং॥

সন্ধ্যা করিয়া প্রতিদিন সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সূর্য্য দর্শন করিবে প্রতিদিন ত্রিকালেই সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হয়।

* মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় ব্রহ্মযজ্ঞ বিশদভাবে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

মন্ত্র যথা। ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্ম দায়িনে॥

ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

সম্পূজ্য প্রণমেৎ সূর্য্যং সমাহিত মনাস্ততঃ।
নমস্তে বিষ্ণুরূপায় নমস্তে ব্রহ্ম রূপিণে॥
সহস্র রশ্ময়ে নিত্যং নমস্তে দিব্য চক্ষুষে।
নমস্তে রুদ্র বপুষে নমস্তে ভক্ত বৎসল॥
পদ্মনাভ নমস্তেঽস্তু কুণ্ডলাঙ্গদ ভূষণ।
নমস্তে সর্ব্বলোকেশ সুপ্তানামপি বুদ্ধ্যসে॥
সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি সর্ব্বং পশ্যসি সর্ব্বদা।
সর্ব্বদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর॥
দিবাকর নমস্তেঽস্তু বিভাকর নমস্ততে।
এবং সূর্য্যং নমস্কৃত্য ত্রিঃ কৃত্বাথ প্রদক্ষিণং॥
দ্বিজং গাং কাঞ্চনং স্পৃষ্ট্বা ততোবিষ্ণু গৃহং ব্রজেৎ॥

অথ দেব পূজা।

শিষ্য। প্রভো! আপনার নিকট গৃহীর নিত্যকর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি, পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না অতএব এক্ষণে অবশ্য কর্ত্তব্য দেব পূজাদির বিষয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! গৃহী ব্যক্তি প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনাদি ও ব্রহ্ম-যজ্ঞ সমাপনান্তর দেবপূজা করিবে। দেবপূজাতে সকলের অধিকার আছে। ক্ষমা, শৌচ, ইন্দ্রিয় দমন, সত্য, দান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থানুসরণ, দয়া, সরলতা, লোভ-শূন্যত্ব, দেবপূজা, ব্রাহ্মণপূজা, ও অসূয়াশূন্যত্ব এই সকল সর্ব্ব-সাধারণের আচরনীয়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

ক্ষমা শৌচং দমঃ সত্যং দানমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
অহিংসা গুরু শুশ্রূষা তীর্থানু সরনং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং।
অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্তইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রংহি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

যাঁহারা কর্ম্মের সিদ্ধি কামনা করেন তাঁহারা প্রতিদিন

দেবতা পূজা করিবেন, দেবতার প্রীতি হইলে মনুষ্য সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।

যম বলিয়াছেন যথা:—

গবাহ্নিকং দেব পূজা বেদাভ্যাসঃ সরিৎপ্লবঃ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতক জান্যপি॥

গোগ্রাস দান, দেবতাপূজা, বেদাধ্যয়ন ও গঙ্গাদি নদীস্নান-দ্বারা মহাপাতক হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়।

দানধর্ম্মে লিখিত আছে যথা:—

অকৃত্বা দেবকার্য্যাণি ন কুর্ব্বীতাত্ম সংক্রিয়াং।
সন্তুষ্টাশ্চ ক্ষমাযুক্তো ভবেয়ু রবিকথনাঃ॥

দেবকার্য্য না করিয়া আত্মসংকার অর্থাৎ স্বীয় বেশভূষা ও আহারাদি করিবে না এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিবে, কদাচ আত্ম-শ্লাঘা করিবে না।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে দেবপূজাদির অনুষ্ঠান কি করিয়া করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। বৎস! কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যথা:—

সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং।
তত্রাপ্যাসন আসীন নোত্থিতস্তু তথাচরেৎ॥

জলে যদি দেবতা পূজা করা যায় তথাপি সেস্থানে অর্থাৎ জলসমীপে আসীন হইয়া দেবপূজা করিবে, দণ্ডায়মান হইয়া কখনও পূজা করিবে না।

বিষ্ণু বলিয়াছেন যথা :—

স্নাতঃ সুপ্রক্ষালিত পাণিপাদঃ শুচিবর্দ্ধশিখো দর্ভপাণি রাচান্তঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বা উপবিষ্টো ধ্যানী দেবতা পূজয়েৎ ॥

স্নান করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করতঃ পবিত্র পানি এবং শিখাবন্ধন-পূর্ব্বক আচমন পুরঃসর পূর্ব্বাভিমুখে কিম্বা উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া দেবতা পূজা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! উত্তর কিম্বা পূর্ব্বাভিমুখে অধিষ্ঠিত হইয়া দেবতা পূজা বিধির কারণ কি?

গুরু। বৎস! গৌতম বলিয়াছেন যথা :—

রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্দৈব কার্য্যং সদৈবহি।
শিবার্চ্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।

রাত্রিকালে দৈবকার্য্য করিতে হইলে উত্তরাস্য হইয়া করিবে, এবং শিবপূজা সর্ব্বদাই উত্তরাভিমুখে করিবে। প্রতিদিন শালগ্রামশিলা ও পার্থিব শিবপূজা করিবে।

কামাসক্ত কিম্বা লুব্ধ হইয়া শালগ্রামশিলা পূজা করিলেও মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

কামাশক্তোঽপি লুব্ধোঽপি শালগ্রাম শিলার্চ্চনং।
ভক্ত্যাবা যদিবাঽভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তি মবাপ্নুয়াৎ ॥
শালগ্রাম শিলা পূজাং প্রকুরুধ্ব ষড়ানন।
গঙ্গামিব মহাপুণ্যাং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদাং ॥

ভক্তিপূর্ব্বকই হউক বা অভক্তিসহকারেই হউক কামনা বা লোভপরবশ হইয়াও শালগ্রামশিলা পূজা করিবে।

গঙ্গা যেমন চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করেন, শালগ্রামশিলার্চ্চন করিলেও সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! শালগ্রামশিলা পূজা করিলে যখন এতাদৃশ ফল হইয়া থাকে, তখন শালগ্রামশিলার লক্ষণ কি, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যথা ঃ—

একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালা বিভূষিতং।
নবীন নীরদাকারং লক্ষ্মী নারায়ণাভিধং॥

যে শালগ্রামশিলার একদ্বারে চারিটি চক্র থাকে এবং বনমালা বিভূষিত ও নবঘনশ্যাম তণু, তিনি লক্ষ্মীনারায়ণশিলা নামে কথিত হন।

একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীন নীরদোপমং।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া॥

উক্তরূপ শালগ্রামশিলা যদি বনমালা বিরহিত হন, তবে তাহাকে লক্ষ্মীজনার্দ্দন কহে।

দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমন্বিতং।
রঘুনাথাভিধং জ্ঞেয়ং বেষ্টিতং বনমালয়া॥

যে শালগ্রামশিলার দ্বারদ্বয়ে গোষ্পদযুক্ত চারিটি চক্র থাকে এবং বনমালা-বিভূষিত, তাহাকে রঘুনাথ কহে।

অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রন্তু নবীন নীরদ প্রভং।
দধিবামনঞ্চ বিজ্ঞেয়ং গৃহীনাঞ্চ সুখপ্রদং॥

নবীননীরদতুল্য শ্যামবর্ণ অতি ক্ষুদ্র দুই চক্র সমন্বিত যে

শালগ্রামশিলা, তাহাকে দধিবামন কহে; ইহাঁর পূজা করিলে গৃহীব্যক্তি সকল সুখভোগ করিয়া থাকে।

অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ বনমালা বিভূষিতং।
শ্রীধরং দেববিজ্ঞেয়ং শ্রীপ্রদং গৃহীণাং সদা॥

যে শালগ্রামশিলা বনমালা-বিভূষিত, অতি ক্ষুদ্র দুই চক্র সম্বলিত, তাহাকে শ্রীধর কহে; ইহাঁর পূজা করিলে গৃহীব্যক্তি সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্থূলঞ্চ বর্ত্তুলাকারং রহিতং বনমালয়া।
দ্বিচক্রং স্ফুটমত্যন্তং জ্ঞেয়ং দামোদরাভিধং॥

যে শালগ্রামশিলা বনমালা-বিরহিত, স্থূল বর্ত্তুলাকৃতি এবং দুই চক্র সমন্বিত ও অত্যন্ত জ্যোতিষ্মান্, তাঁহাকে দামোদর কহে।

মধ্যমং বর্ত্তুলাকারং দ্বিচক্র বাণ বিক্ষতং।
রণ রামাভিধং জ্ঞেয়ং শরতূণ সমন্বিতং॥

যে শালগ্রামশিলা গোলাকৃতি, মধ্যমাবয়ববিশিষ্ট, দুইচক্রি সমন্বিত এবং শরতূণ সমন্বিত, বাণবিক্ষত, তাহাকে রণরাম বলিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ চক্রং স্থূলং নবীন জলদ প্রভং।
অনন্তাখ্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদং॥

চতুর্দ্দশ চক্রযুক্ত, স্থূল, নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামতণু যে শালগ্রামশিলা, তাহাকে অনন্ত কহে; ইনি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ।

মধ্যমং সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রতূণ সমন্বিতং।
রাজ রাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজ্যসম্পৎ করংনৃনাং

যে শালগ্রামশিলা ছত্রতূণযুক্ত এবং সপ্তচক্র ও মধ্যমাবয়ব-বিশিষ্ট, তাহাকে রাজরাজেশ্বর কহে; ইহাঁর পূজা করিলে মনুষ্য সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চক্রাকারং দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকং জলদ প্রভং।
সগোষ্পদং মধ্যমঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুসূদনং॥

চক্রাকার, দ্বিচক্রবিশিষ্ট, নবজলধর তুল্য ও গোষ্পদ চিহ্ন-বিশিষ্ট, মধ্যমাবয়ব, তিনি মধুসূদন নামে কথিত হইয়া থাকেন।

সুদর্শনঞ্চৈক চক্রং গুপ্ত চক্রং গদাধরং।
দ্বিচক্রং হয় বক্ত্রাভং, হয়গ্রীবং প্রকীর্ত্তিতং॥

যে শালগ্রামশিলা অতীব প্রিয়দর্শন এবং গুপ্তচক্র, তাঁহাকে গদাধর কহে; দ্বিচক্রবিশিষ্ট এবং হয়বক্ত্র হইলে তাঁহাকে হয়গ্রীব কহে।

অতীব বিস্তৃতাস্যঞ্চ দ্বিচক্রং বিকটংসতি।
নরসিংহাভিধং জ্ঞেয়ং সদ্যো বৈরাগ্যদং নৃণাং॥

যে শালগ্রামশিলা অত্যন্ত বিস্তৃতাস্য এবং দুইচক্রবিশিষ্ট তাহাকে নরসিংহ বলিয়া থাকে; এই প্রকার শালগ্রামের উপাসনা করিলে মনুষ্য সদ্য বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দ্বিচক্রং বিস্তৃতাস্যঞ্চ বনমালা সমন্বিতং।
লক্ষ্মী নৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহীনাং সুখদং সদা॥

যে শালগ্রামশিলা দুইচক্রবিশিষ্ট, বিস্তৃতাস্য, বনমালা-বিভূষিত, তাঁহাকে লক্ষ্মী নৃসিংহ বলিয়া থাকে; এই প্রকার শালগ্রামের উপাসনা করিলে গৃহস্থ সর্ব্বদা সমস্ত সুখ লাভ করিয়া থাকে।

দ্বার দেশে দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকঞ্চ সমস্ফুটং।
বাসুদেবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বকাম ফল প্রদং॥

যে শালগ্রামশিলার দ্বারদেশে দুইটি চক্র এবং শ্রীযুক্ত, তাঁহাকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়ক বাসুদেব বলিয়া থাকে।

প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্ম চক্রঞ্চ নবীন নীরদ প্রভং।
শুষিরেছিদ্র বহুলং গৃহীনাঞ্চ সুখ প্রদং॥

সূক্ষ্ম চক্রবিশিষ্ট এবং গৃহীদিগের সুখপ্রদ যে শালগ্রামশিলা, তাঁহাকে প্রদ্যুম্ন বলিয়া থাকে।

দ্বেচক্রে চৈকলগ্নেতু পৃষ্ঠে যত্রতু পুষ্কলং।
সংকর্ষনস্তু বিজ্ঞেয়ং সুখদং গৃহীণাং সদা॥

যে শালগ্রামশিলার দুইচক্র একত্র সমাবেশ থাকে এবং পৃষ্ঠে পুষ্কলচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাকে সংকর্ষণ কহে; ইঁনি গৃহীদিগের সদা সুখপ্রদ।

অনিরুদ্ধঞ্চ পীতাভং বর্ত্তুলঞ্চাতি শোভনং।
সুখপ্রদং গৃহস্থানাং প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥

পীতবর্ণ, বর্ত্তুলাকার এবং গৃহস্থগণের সর্ব্বদা সুখপ্রদ শালগ্রামশিলাকে মনীষিগণ অনিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! শালগ্রামশিলার লক্ষণ শুনিলাম। এক্ষণে কিরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট শালগ্রামশিলা উপাস্য এবং শালগ্রামশিলার অবস্থিতি হইলে কি ফল হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শালগ্রাম শিলাযত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তত্রৈব লক্ষ্মীর্বসতি সর্ব্বতীর্থ-সমন্বিতা॥

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্ম হত্যাদিকানিচ।
তানি সর্ব্বানি নশ্যন্তি শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলার অবস্থান আছে, তথায় ভগবান হরি সর্ব্বদা বিরাজ করেন এবং সেই স্থানে লক্ষ্মীও অচলা হইয়া থাকেন ও সমস্ত তীর্থ সেই স্থানে বাস করে।

ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোন প্রকার পাপ আছে, ভক্তিভরে শালগ্রামশিলার উপাসনা করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ছত্রাকারে ভবেদ্রাজ্যং বর্ত্তুলেচ শ্রীর্ভবেৎ।
দুঃখঞ্চ শকটাকারে শূলাগ্রেমরণং ধ্রুবং॥
বিকৃতাস্থেচ দারিদ্রং পিঙ্গলে হানিরেবচ।
লগ্নচক্রে ভবেদ্ধানিঃ বিদীর্ণে মরণং ধ্রুবং॥

ছত্রাকার শালগ্রামশিলার উপাসনা করিলে রাজ্যলাভ হইয়া থাকে, বর্ত্তুলাকার হইলে লক্ষ্মী বৃদ্ধি, শকটাকার হইলে দুঃখ, শূল চিহ্নিত হইলে মৃত্যু, বিকৃতাস্থ হইলে দরিদ্রতা, পিঙ্গল বর্ণ হইলে হানি, লগ্নচক্র হইলে দরিদ্রতা এবং বিদীর্ণ হইলে মরণ হয়। অতএব সুচিহ্নিত শালগ্রামশিলাই উপাস্য। ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, দেবতাপূজা এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শালগ্রামশিলায় সম্পন্ন হইলে অতিশয় ফলজনক হইয়া থাকে।

রত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

স্নিগ্ধাতু শ্রী করি নিত্যং রুক্ষা দারিদ্র দায়িকা।
কৃষ্ণা ভোগকরী নিত্যং স্থূলো একান্ত দায়দা॥
কপিলা দহতে পাপং ব্রহ্ম চর্য্যেন পূজিতা॥

স্নিগ্ধ অর্থাৎ শ্রীবিশিষ্ট শালগ্রামশিলা সর্ব্বথা ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, পক্ষান্তরে রুক্ষ বা কর্কশ শালগ্রামশিলা দারিদ্র্যদায়ক, কৃষ্ণবর্ণ ভোগদায়ক, স্থূল হইলে ধন দান করেন, কপিলবর্ণ শিলা ব্রহ্মচর্য্যবিধির দ্বারা পূজিত হইলে পাপ নাশ করিয়া থাকেন।

রত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

তথা ব্যাত্তাননা ভগ্নাং বিষমা বক্র চক্রিকা।
নৈক চক্রং ন ভগ্নায়ং বক্রং সুমুখ কালিমং॥
নৃসিংহ রূপিনং চক্রং নার্চ্চয়েত সদা গৃহী।

গৃহীব্যক্তি বিস্তারিত মুখবিশিষ্ট, ভগ্ন, বিষমচক্র, বক্রচক্র, একচক্র, কালিম অর্থাৎ বিকৃত বদন ও নৃসিংহচক্র অর্চ্চনা করিবেন না।

শালগ্রামশিলা অর্চ্চনা করিলে যে পুণ্য লাভ হয় তাহা বলি-তেছি শ্রবণ কর।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

সু স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সর্ব্বদানে চ যৎপুণ্যং প্রাদক্ষিণ্যে ভুবস্তথা॥
সর্ব্বযজ্ঞেষু তীর্থেষু ব্রতেষ্বনশনেষুচ।
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং তপসাং করণে সতি॥
তৎপুণ্যং লভতে নূনং শালগ্রাম শিলার্চ্চনাৎ।

সর্ব্ব তীর্থে স্নান, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত, সর্ব্বস্ব দান, এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, সর্ব্ব প্রকার ব্রত অনুষ্ঠান, উপবাস এবং চতুর্ব্বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য লাভ

হয়, শালগ্রামশিলা আরাধনা. করিলে সেই সমস্ত পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

নৃসিংহপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শালগ্রাম শিলাতোয়ং নিত্যং ভুঙক্তেচ যোনরঃ।
সুরেপ্সিতঃ প্রসাদঞ্চ জন্ম মৃত্যু জরা হরং॥
তস্যস্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানিচ।
জীবন্ মুক্তো মহাপূতো প্যন্তে যাতি হরেঃ পদং॥
তত্রৈব হরিণা সার্দ্ধং অসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ং।
পশ্যন্ত্যেবহি দাস্যেব নিযুক্তা দাস্য কর্ম্মণি॥
যানি কানিচ পাপানি ব্রহ্ম হত্যা দিকানিচ।
তং দৃষ্টাচ ভিয়া যান্তি বৈনতেয় মিবোরগাঃ॥
তৎপাদ পদ্ম রজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পুংসাং লক্ষং তৎপিতৃণাং নিস্তরেস্তস্য জন্মনি॥
শালগ্রাম শিলা তোয়ং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি॥
নির্ব্বাণ মুক্তিং লভতে কর্ম্মভোগাদ্বিমুচ্যতে।
বিষ্ণুপাদ প্রলীনশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

যিনি জন্ম-মৃত্যু-জরা-নাশক, দেববাঞ্ছিত শালগ্রামশিলাজল নিত্য পান করেন, সমস্ত তীর্থ তাঁহার স্পর্শ বাঞ্ছা করে এবং তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া অন্তঃকালে হরিস্থান প্রাপ্ত হন। সর্পগণ যেমন গরুড় পক্ষীকে সন্দর্শন করিলে ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ ব্রহ্মহত্যাদি পাপসকলও তাঁহাকে দেখিলে পলায়ন করে। পৃথিবী তাঁহার পদরজ দ্বারা পুণ্যবতী হন, পিতৃলোক তাঁহার

জন্ম দ্বারা উদ্ধার লাভ করেন ও তিনি পুরুষের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার স্নানজল পান করেন তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন, কর্ম্মভোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তি পাইয়া থাকেন।

শালগ্রাম শিলাংধৃত্বা মিথ্যা বাক্যং বদেত্তু যঃ।
স যাতি কূর্ম্মদংষ্ট্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥
শালগ্রাম শিলাং ধৃত্বা স্বীকারংযো ন পালয়েৎ।
স প্রযাত্যসি পত্রঞ্চ লক্ষ মন্বন্তরাবধি॥

শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিয়া যিনি মিথ্যা বলেন, তিনি কূর্ম্ম-দংষ্ট্রে নিঃক্ষিপ্ত হয়েন। শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিয়া যিনি স্বীকার পালন না করেন, তিনি অসিপত্র নামক নরকে গমন করেন।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শালগ্রাম শিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবা স্থরাযক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশঃ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠান থাকে, সেই স্থানে সমু-দায় দেবতাগণ, যক্ষগণ এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের আবির্ভাব হয়, এই নিমিত্ত শালগ্রামশিলায় সমস্ত দেবতার পূজা করিতে পারা যায়।

ব্রহ্মপুরাণে ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন যথা :—

অগ্রাহ্যং মম নৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শালগ্রাম শিলা লগ্নং সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাং॥

শালগ্রামশিলা সংস্পৃষ্ট না হইলে মদুদ্দেশে দত্ত নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প, ফল, জল সকল দ্রব্যই অপবিত্র হইয়া থাকে।

গঙ্গা গোদাবরি রেবা নদ্যো মুক্তিপ্রদাস্তু যাঃ।
নিবসন্তীহ তীর্থাণি শালগ্রাম শিলা জলে॥

গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা প্রভৃতি যে সকল পুণ্যতোয়া নদী আছে এবং মুক্তিপ্রদ যে সকল তীর্থক্ষেত্র আছে, সে সমস্ত শালগ্রামশিলাজলে বর্ত্তমান আছে।

পূজারত্নাকরে লিখিত আছে যথা :—

বরং দেহ পরিত্যাগো বরং নরক সম্ভবঃ।
ন চৈবা পূজ্য ভুঞ্জীত দেবং পদ্ম সমুদ্ভবং॥
সদা পূজয়তে যস্তু দেবং ভক্ত্যা পিতামহং।
মনুষ্য চর্ম্মনা বদ্ধঃ স বেধানাত্র সংশয়ঃ॥

দেহ পরিত্যাগই হউক আর নরকভোগই হউক, ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্ম পূজা না করিয়া কথনও অন্নাদি গ্রহণ করিতে নাই, যিনি সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করেন, তিনি মনুষ্য হইলেও দেবতুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

যথন শালগ্রামশিলা পূজনের এতাদৃশ ফল শাস্ত্রে কথিত আছে এবং পূজা না করিলে যথন অবশ্য নিরয়গামী হইতে হয়, তথন দেবপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব প্রতিদিন তাহার অনুষ্ঠান করিবে। যদ্যপি সকল প্রকার উপচারের সম্ভব না হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র জল দিয়া ভগবান নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি এক্ষণে পূজাক্রম এবং কোন দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিতে হয় তাহা বলুন। *

গুরু। বৎস! দেবলমুনি বলিয়াছেন যথা :—

অন্নেন সুমনো ভিশ্চ গন্ধৈর্ধূপৈঃ প্রদীপকৈঃ।
গৃহস্থঃ পূজয়েন্নিত্যং স্বগৃহে গৃহ দেবতাঃ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্য পঞ্চমং।
প্রতিমাদিষু পূজায়া মবশ্যাং কল্পয়েদ্বুধঃ॥
জলেতু পুষ্প মাত্রেন জলৈর্ব্বা তু প্রপূজযেৎ।

গৃহস্থ ব্যক্তি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা প্রতিদিন গৃহ দেবতার অর্চ্চনা করিবেন, যখন জলে পূজা করিবেন তখন কেবল পুষ্প অথবা অসাধ্য হইলে জল দ্বারাই পূজা করিবেন।

বৌধায়ন বলিয়াছেন যথা :—

প্রতিমা স্থানেষ প্স্বগ্না বাহন বিসর্জ্জন মিতি॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলায় অন্য দেবতার পূজা হইতেছে তথায় এবং জলে ও অগ্নিতে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিবে না। মধ্যাহ্নকালে পুরুষুক্ত মন্ত্রদ্বারা নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে, ভূতাদি অপসারণ ও দিগ্বন্ধন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। অনন্তর ভগবান নারায়ণের ধ্যানাদি করিয়া পূজা করিবে।

বৃহন্নারদীয় গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

স্ত্রীনামনুপনীতানাং শূদ্রানাঞ্চ জনেশ্বর।
স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করেঽপিবা॥

*মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় পূজা বিধি বিশেষরূপে লিখিত আছে দেখিয়া লইবেন।

অনুপনীত বালক, শূদ্র ও স্ত্রী ইহাদের শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গ স্পর্শনে অধিকার নাই।

শিষ্য। প্রভো! যখন চণ্ডালাবধি সমস্ত জাতিই শিবপূজা করিতে পারে, তখন শূদ্রগণ শিবপূজা করিবে না কেন?

গুরু। বৎস! আমি পূজায় অধিকার নাই একথা বলি নাই। প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রতিমা বা শালগ্রামশিলা ইহারা স্পর্শ করিবে না, পরন্তু পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজনে সকলেরই অধিকার আছে। বাণলিঙ্গ স্পর্শন ও পূজাতে স্ত্রী ও শূদ্রাদির অধিকার আছে। পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা প্রকরণে স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শূদ্রঃ কর্ম্মাণি যো নিত্যং স্বীয়ানি কুরুতে প্রিয়ে।
তস্যাহ মর্চ্চাং গৃহ্ণামি চন্দ্র খণ্ড বিভূষণে॥
তথা নমোন্তেন শিবে নৈব স্ত্রীনাং পূজা বিধীয়তে।

ভগবান ভবানীপতি ভগবতী পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "যে শূদ্র প্রতিদিন শূদ্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পন্ন করে, আমি তাহারও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকি এবং স্ত্রীজাতি "নমঃ শিবায়" বলিয়া পূজা করিলে তাহাও গ্রহণ করিয়া থাকি।"

শিষ্য। প্রভো! পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজায় ব্রাহ্মণাদি জাতিবিশেষের কোন প্রকার বিশেষ বিধি আছে কি?

গুরু। বৎস! মহাদেব বলিয়াছেন যথা :—

শুক্লন্তু ব্রাহ্মণে শস্তং ক্ষত্রিয়ে রক্ত মিষ্যতে।
পীতন্তু বৈশ্য জাতৌ স্যাৎ কৃষ্ণং শূদ্রে প্রকীর্ত্তিতং॥

তথা শুক্লংহি পার্থিবং লিঙ্গং নির্ম্মায় যস্ত পূজয়েৎ।
স এব পরমেশানি ত্রিবর্গ ফল ভাগ্ ভবেৎ॥
ক্ষত্রিয়স্ত বরারোহে রক্তং নির্ম্মায় পার্থিবং।
পূজয়েৎ সততং ভক্ত্যা সর্ব্ব কামার্থ সিদ্ধিদং॥
"শুক্লং হি পার্থিবং লিঙ্গং নির্ম্মায় যস্ত পূজয়েৎ।
স এব পরমেশানি ত্রিবর্গ ফল ভাগ্ ভবেৎ॥
ক্ষত্রিয়স্ত বরারোহে রক্তং নির্ম্মায় পার্থিবং।
পূজয়েৎ সততং যস্ত ত্রিবর্গ ফল মাপ্নুয়াৎ॥
হরিতং পার্থিবং দেবি নির্ম্মায় যস্ত পূজয়েৎ।
স চ বৈশ্যো মহেশানি ত্রিবর্গ ফল ভাগ্ ভবেৎ॥
কৃষ্ণং হি পার্থিবং লিঙ্গং নির্ম্মায় যস্ত পূজয়েৎ।
স শূদ্রো পরমেশানি ত্রিবর্গ ফল ভাগ্ ভবেৎ"॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে শুক্লবর্ণ পার্থিব শিবলিঙ্গ, ক্ষত্রিয়গণের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ প্রশস্ত। মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "হে হৈমবতি! ব্রাহ্মণগণ আমার শ্বেতবর্ণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ক্ষত্রিয়জাতি রক্তবর্ণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ সকল জাতিই পূজা করিতে পারে।

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং বিপ্রাদি পূজিতং।
স্বভাবাৎ কৃষ্ণবর্ণং বা সর্ব্ব জাতিষু সিদ্ধিদং॥

এই স্থানে যে সর্ব্বজাতির কথা লিখিত আছে, ইহাদ্বারা প্রতীত হয় যে শূদ্রাদিও পূজা করিবে। তোমাকে কোন্ কোন্ জাতি কিরূপ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে তাহার বিবরণ বলিলাম, এক্ষণে সাধারণ পূজা বিধি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা :—

স্নাত্বা প্রণব পূর্ব্বস্তু দেবতাস্তু সমাহিতঃ।
নমস্কারেণ পুষ্পানি বিন্য সেত্তু পৃথক্ পৃথক্॥
ওঙ্কারাদি সমাযুক্তং নমস্কারান্ত কীর্ত্তিতং।
স্বনাম সর্ব্ব সত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে॥

স্নানান্তে সমাহিত চিত্ত হইয়া ওঙ্কারোচ্চারণ পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পাদি সজ্জিত করিবে। ওঙ্কারাদি নমস্কারান্ত দেবতার ধ্যান করিবে, যে স্থানে ধ্যান জানা না থাকিবে, যথা "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই প্রকার বলিয়া পূজা করিলেও পূজাফল সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পূজাকালে শিব, ভাস্কর, অগ্নি, কেশব এবং কৌশিকী ইহাদের প্রত্যেকের পূজা করিতে হয়, না করিলে অধোগতি হয়।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

শিব ভাস্করমগ্নিঞ্চ কেশবং কৌশিকীস্তথা।
মনসা নার্চ্চয়ন্ যাতি দেবলোকাদধোগতিং॥

আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্য মন্তে চ কুল দেবতাঃ॥

সূর্য্য, গণনাথ, দুর্গা, রুদ্র, নারায়ণ ও অন্তে কুলদেবতার পূজা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! সূর্য্যাদির পূজা করার আবশ্যকতা কি?

গুরু। বৎস! মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধন মিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ।
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্মুক্তি মিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ॥

সূর্য্যপূজা করিলে রোগাদি হইতে আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে, অগ্নির প্রীতি হইলে অর্থাগম হইয়া থাকে, শঙ্করের প্রীতি হইলে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, বিষ্ণুর প্রীতি হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, সুতরাং গৃহীর যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা দেবতার প্রীতি হইলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীর ব্যাধি নির্ম্মুক্ত না হইলে গৃহস্থব্যক্তি সতত কষ্টে ও অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে কাল-যাপন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহার পক্ষে সুস্থ শরীর সর্ব্বদা প্রয়োজন। বিশেষতঃ শরীর ত্রিবর্গসাধনের একমাত্র উপায়, এই শরীর নষ্ট হইলে কেহই উপাসনাদি কার্য্যের দ্বারা আত্মো-ন্নতি করিতে পারে না; পরন্তু নীরোগীব্যক্তি সকলকালেই সুখী, এই নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে সুস্থ দেহের প্রয়োজন, সুস্থ দেহ লাভ করিতে হইলে ভগবান সূর্য্যের আরাধনা করিতে হয়। অর্থাগম না হইলে আত্মীয় ও অবশ্য পোষ্যবর্গের অনাহার নিমিত্ত নানা-বিধ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াও অর্থ সাপেক্ষ, অর্থ না হইলে তাহারও অনুষ্ঠান হইতে পারে না, এই নিমিত্ত

অর্থ প্রয়োজন, অতএব অর্থের নিমিত্ত অগ্নির উপাসনা করিবে। জ্ঞান না হইলে মনুষ্য পশুতুল্য, তাহার অপবর্গ লাভের কোন উপায় থাকে না, এই নিমিত্ত শঙ্করের উপাসনা করিয়া জ্ঞানলাভ করিবে। মুক্তি সকলের প্রয়োজন, অতএব মুক্তি লাভের নিমিত্ত জনার্দ্দনের উপাসনা করিবে।

গৃহ মধ্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত পশু বদ্ধ থাকিলে, অদত্তা-রজস্বলা-কন্যা গৃহে থাকিলে এবং দেবতা অপূজিত থাকিলে গৃহস্থের কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। যখন দেবতা পূজা করিলে স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য ও কর্ম্মসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রতিদিন নিরলস হইয়া দেবতা পূজা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! দেবতা পূজা কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! প্রতিদিন শুচি ও আসনে সমাসীন হইয়া চিত্তশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি এবং যথাবিহিত ন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া দেবপূজা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! ভূতশুদ্ধির প্রয়োজন কি তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! ভূত অর্থাৎ এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের পরিশুদ্ধির নাম ভূতশুদ্ধি। যেমন হলচালনার দ্বারা জমীর পারিপাট্য করিয়া কৃষকগণ তাহাতে শস্যলাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহরূপ-ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধন করিলে ইহাতে পরম ব্রহ্মের সন্নিধানরূপ অমৃতময় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৃষকের জমীর উর্ব্বরতার নিমিত্ত দগ্ধ অঙ্গারাদি বা ভস্ম প্রদান করে, তাহার পরে জল সেচন করিয়া বীজ বপন করে, এখানেও

সেইরূপ করিতে হইবে। তাহাতে "রং" নামক বহ্নিবীজ দ্বারা দেহমধ্যস্থ পাপপুরুষকে ভস্ম করিবে। অনন্তর "যং" এই বায়ু-বীজ দ্বারা তাহাকে অপসারিত করিবে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পদার্থের দ্বারা এই স্থূল দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইরূপ সূক্ষ্ম দেহেরও উপাদান আছে, তাহার উপাদান সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত ভাবনা দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। "লং" পৃথ্বীবীজ, "বং" বরুণবীজ অর্থাৎ এই সকল অবয়বী কারণ দ্বারা দেহের গঠন স্থির করিবে, দেহের গঠন হইলে, তাহাকে সজীব করিবার নিমিত্ত অমৃত সিঞ্চন করিবে, এই নিমিত্ত "ঠং" এই চন্দ্র বীজের স্মরণ করিবে, কারণ চন্দ্র হইতে সুধা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেহ সুদৃঢ় হইলে তন্মধ্যস্থ আত্মাকে পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিতে হইবে। পরমাত্মা শিরোদেশে সহস্রদল-কমলকর্নিকা মধ্যে অব-স্থান করেন। সেই স্থানে যাইতে হইলে পথ প্রস্তুত করিতে হইবে, এই নিমিত্ত সুষুম্না প্রভৃতি সূক্ষ্ম নাড়ি মধ্যে যে অতিক্ষুদ্র বর্ত্ম আছে, পূর্ব্বোক্ত বীজাদির পূরক কুম্ভক রেচক দ্বারা সুপরি-ষ্কৃত হইলে, চতুর্দ্দল ষড়্দল দশদল দ্বাদশদল ষোড়শদল এবং দ্বিদল পদ্ম ভেদ করিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিবে এবং তাহাতেই ক্ষিত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অনুভব করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভেদ চিন্তা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! প্রাণায়ামের প্রয়োজন কি?

গুরু। বৎস! ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন "মানবগণ যোগসাধনা দ্বারা পরমব্রহ্মে লীন হইয়া মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে ধ্যান-

ধারণা দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়, চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন এবং নৈর্ম্মল্য সাধনের নিমিত্ত প্রাণায়ামের প্রয়োজন।”

বায়ুর আকর্ষণ বিকর্ষণ দ্বারা শরীরগত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সকল পরিষ্কৃত হয়, তখন শরীরাভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম নাড়ী সমূহের মধ্যে বায়ু মার্গের পথ সুপরিষ্কৃত হয়, তাহাতে বায়ুর অবরোধ এবং প্রবাহ সঞ্চালন দ্বারা চিত্ত বাহ্যিক পদার্থ হইতে আকৃষ্ট হইয়া একস্থানে ন্যস্ত হয়। এই প্রকার অবরোধ এবং বায়ু-সঞ্চালনের অন্য নাম পূরক, কুম্ভক ও রেচক।

শিষ্য। প্রভো! চিত্তের ভেদ কিরূপ তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ ভেদে চিত্তের অবস্থা পাঁচ প্রকার। মনুষ্যের যত প্রকার মনোবৃত্তি থাকুক, সমস্তই এই পাঁচ প্রকারের অন্তর্গত। রজোগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হয় এবং সেই সময়ে সুখ ও দুঃখজনক বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, এক বিষয়ে চিত্ত স্থির থাকে না, চিত্তের এই প্রকার অবস্থার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা।

মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রা ও তন্দ্রাদির অধীন হয় ও আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহাকে মূঢ়াবস্থা বলে। তমোগুণের উদ্রিক্ততা-নিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারমূঢ় হইয়া ক্রোধাদি বশতঃ চিত্ত সর্ব্বদা বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকেই চিত্তের মূঢ়াবস্থা বলে।

বিক্ষিপ্তাবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা-চাঞ্চল্যের

মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা। মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, এই অবস্থার নাম বিক্ষিপ্তাবস্থা। চিত্ত যখন দুঃখ-জনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির হয় এবং কেবলমাত্র সুখাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হয়, তাহাকেই চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা বলে।

একাগ্র বা একতান এই দুইটী এক পর্য্যায়ক শব্দ। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তুর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া কিম্বা আভ্যন্তরীন বস্তু অবলম্বন করিয়া নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অবস্থান করে, তাহারই নাম একাগ্রাবস্থা; রজোগুণের ধ্বংস হইয়া সত্ত্বগুণের উদয় হইলে এই বৃত্তি সম্ভাবিত হয়।

একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধ অবস্থার অনেক প্রভেদ। একাগ্রাবস্থায় কোন না কোন এক বিষয় অবলম্বন থাকে; নিরুদ্ধ অবস্থায় তাহার কিছুই থাকে না। চিত্ত যখন আপনার কারণী-ভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া চিরকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কার-ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করে, কোনও প্রকার বিষয়ে লিপ্ত না হয়, তাহাকেই নিরুদ্ধাবস্থা কহে।

বিষয়ান্তরের সহিত বিযুক্ত করিয়া একমাত্র পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখাই প্রাণায়ামের কার্য্য।

শিষ্য। প্রভো! ন্যাস কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! যে সকল ক্রিয়াদ্বারা বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত সংযত হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ন্যাস কহে। এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে অঙ্গসকল সবল

ও সুস্থ হয়, হস্তপদাদির আকুঞ্চন প্রসারণ দ্বারা তাহাদের শিথিলতা দূরীভূত হয়, তখন মনুষ্য ইচ্ছা করিলে ক্ষিপ্রগামিত্ব, লঘুত্ব এবং গুরুত্ব উভয়ই লাভ করিতে পারে।

ন্যাস নানা প্রকার, যথা অঙ্গন্যাস, কুরন্যাস, পীঠন্যাস ইত্যাদি।

এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি, প্রণায়াম ও ন্যাস * করিয়া দেবতা পূজা করিবে, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হইবে।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে দেবপূজার অবশিষ্ট অঙ্গ কি তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! দেবপূজার নিমিত্ত পুষ্প বামহস্ত দ্বারা ছেদন করিবে না, অগন্ধি বা উগ্রগন্ধি পুষ্প দেবতাকে দান করিবে না। ত্রিপত্রা দূর্ব্বা দ্বারা দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, যথাশক্তি ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দান করিয়া বিসর্জ্জন করিবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। দেবতা কখনও সনির্ম্মাল্য রাখিবে না।

দেবপূজা সমাপন করিয়া নিত্য হোম করিতে হয়। †

শিষ্য। প্রভো! দেবপূজার পর গৃহস্থব্যক্তির অন্য কর্ত্তব্য উপদেশ করুন।

* মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ন্যাস প্রকরণ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত পুনরুল্লেখ করিলাম না।

† মৎসঙ্কলিত আহ্নিকতত্ত্বমালায় দূর্ব্বা, তুলসী ও পুষ্পচয়ন, নিত্যহোম, এবং পূজার অন্যান্য অঙ্গবিধি বিশেষরূপে লিখিত আছে দেখিতে পাইবেন।

গুরু। বৎস! দেবপূজা সমাপন করিয়া বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় বলি প্রদান করিতে হয়।

ছন্দোগপরিশিষ্ট নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

সায়ং প্রাতঃর্বৈশ্বদেবঃ কর্ত্তব্য বলিকর্ম্মচ।

অনশ্নতাপি সতত মন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ ॥

সায়ং ও প্রাতঃকালে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় বলি প্রদান করিবে, ইহা না করিলে মনুষ্য পাপযুক্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় বলি প্রদানের কারণ কি?

গুরু। বৎস! মনুষ্যগণ বৈশ্বদেব, পিতৃগণ, অতিথি ও কীটাদিকে অন্ন প্রদান না করিয়া আহার করিবে না, কারণ বৈশ্বদেববিহিত কর্ম্ম না করিলে পিতৃলোক তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন না।

শিষ্য। প্রভো! বৈশ্বদেববিহিত বলিকর্ম্মের কিরূপ ব্যবস্থা তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

কৃত্বা শ্রাদ্ধং মহাবাহো ব্রাহ্মণাংশ্চ বিসৃজ্যচ।

বৈশ্বদেবা দিকং কর্ম্ম ততঃ কুর্য্যান্নরাধিপ ॥

পিতৃশ্রাদ্ধ মকৃত্বাতু বৈশ্বদেবং করোতিযঃ।

অকৃতং তদ্ভবেশ্রাদ্ধং পিতৃণাং নোপ তিষ্ঠতে ॥

পার্ব্বণশ্রাদ্ধ সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বৈশ্বদেবকে বলি প্রদান করিবে। পিতৃশ্রাদ্ধ না করিয়া বলিবৈশ্ব করিলে পিতৃলোক তাহা গ্রহণ করেন না।

শিষ্য। প্রভো! যদি বলিবৈশ্ব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয় তবে স্বয়ং অশক্ত হইলে অন্যে তাহা করিতে পারে কি?

গুরু। বৎস! স্বয়ং অশক্ত হইলে, পুত্র, ভ্রাতা, পুরোহিত, শিষ্য, ভাগিনেয়, মাতুল, পত্নী, শ্রোত্রিয়, যাজ্য ও যজমান ইহাদিগকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া বলিকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

তৈল ও ক্ষার দ্রব্য বর্জ্জনপূর্ব্বক ঘৃতাক্ত, দধ্যক্ত কিম্বা দুগ্ধাক্ত দ্রব্যদ্বারা বলি কর্ম্ম করিবে।

যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য না পাওয়া যায়, তবে কেবল জলদ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। বৈশ্বদেববলিকর্ম্মের প্রথম আরম্ভ দিবসে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়।

ছন্দোগপরিশিষ্টে লিখিত আছে যথা :—

আধানে হোমযোশ্চৈব বৈশ্বদেবে তথৈবচ।
বলি কর্ম্মনি দর্শেথ পৌর্ণমাসে তথৈবচ॥
নব যজ্ঞেচ যজ্ঞজ্ঞা বদন্ত্যেবং মণীষিণঃ।
একমেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধং মেতেষু ন পৃথক্ পৃথক্॥

অগ্ন্যাধান, সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোম, দর্শ, পৌর্ণমাস, যজ্ঞ, নবশস্য-নিমিত্ত যজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেব-বিহিত কার্য্যের আরম্ভে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

বৈশ্বদেব-করণের পূর্ব্বে যদি অতিথি উপস্থিত হয়, তবে বৈশ্বদেবার কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুককে প্রদান করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। যাঁহারা এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চসূনা জন্য পাপ হইতে মুক্ত হন।

বৈশ্বদেবানন্তর অতিথির নিমিত্ত গৃহপ্রাঙ্গনে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ততো গোদোহমাত্রং বৈকালং তিষ্ঠেদ্গৃহ প্রাঙ্গনে।
অতিথি গ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া॥
আচম্য চ ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাজ্ঞোদ্বারাবলোকনং।
মুহূর্ত্তস্যাষ্টমং ভাগ মুদ্বীক্ষ্যোহ্যতিথির্ভবেৎ॥
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
সংপ্রাপ্তে বৈশ্বদেবান্তে সোঽতিথি স্বর্গ সংক্রমঃ॥

বৈশ্বদেব সমাপনান্তে অতিথির নিমিত্ত গৃহপ্রাঙ্গনে গোদোহন-কাল অথবা ইচ্ছানুসারে মুহূর্ত্তকালাতিরিক্ত কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে। অনন্তর অতিথি উপস্থিত হইলে তাঁহার সংকার করিবে, সেই সময়ে প্রিয় অথবা অপ্রিয়, পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ, যিনিই উপস্থিত হইবেন, সেই অতিথিই স্বর্গসাধন বলিয়া জানিবে। অতিথি উপস্থিত হইলে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবে না, তাঁহাকে তখন ব্রহ্মার স্বরূপ বলিয়া জানিবে। প্রতিদিন নিত্য-শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে পিণ্ডদান বা হুতশেষ দানের প্রয়োজন নাই। নিত্যশ্রাদ্ধের পর ব্রাহ্মণ না পাইলে একটী ব্রাহ্মণের ভোজন পরিমিত ভোজ্য দান করিবে।

অনন্তর "সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ প্রতি-গৃহন্ত মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্য মাতরঃ" এই মন্ত্র বলিয়া গোগ্রাস প্রদান করিবে। অভুক্ত থাকিয়া প্রতিদিন যিনি অন্যের গাভীকে

গোগ্রাস প্রদান করেন, তিনি স্বর্গ প্রাপ্ত হন। অনন্তর স্বয়ং ভোজন করিবে। রুগ্ন, দুঃখী, গর্ভিনী, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া গৃহী সংস্কৃতান্ন ভোজন করিবে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগকে ভোজন না করাইয়া নিজে ভোজন করিলে পাপান্ন ভোজন করা হয় এবং মরণান্তে শ্লেষ্মভুক নামক নরকে গমন করে।

শিষ্য। প্রভো! ভোজনের কাল কখন্ এবং কি নিয়মে ভোজন করিতে হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা ঃ—

মুনিভির্দ্বিরশনং প্রোক্তং বিপ্রানাং মর্ত্ত্যবাসিনাং নিত্যং।
অহনি চ তথা তমস্বিন্যাং সার্দ্ধ প্রহর যামান্তঃ ॥
যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎত্রিপ্রযামে তু রস ক্ষয়ঃ ॥

মুনিগণ মর্ত্ত্যবাসিগণের পক্ষে প্রতিদিন দিন ও রাত্রিকালে ভোজনের নিমিত্ত সার্দ্ধপ্রহরদ্বয়াত্মক কাল ব্যবস্থা করিয়াছেন, কারণ প্রথম প্রহরের মধ্যে শরীরস্থ রস পরিপাক হয় না, তৎকালে ভোজন করিলে রসের বিকার হইয়া রোগের কারণ হয় এবং তৃতীয় প্রহরও উল্লঙ্ঘন করিবে না, অর্থাৎ দেড় প্রহরের পর ও তৃতীয় প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে।

বামনপুরাণে লিখিত আছে যথা ঃ—

প্রশস্তরত্নপানিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী।
অন্নংপ্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রক্ষণোদকৈঃ ॥

ন কুৎসিতাহৃতং নৈব জুগুপ্সা বদসংস্কৃতং।
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং নচ পর্য্যুসিতং নৃপ॥
অন্যত্র ফল মাংসেভ্যঃ শুষ্ক শাকাদিকাত্তথা।
তদ্বদ্বাদরিকেভ্যশ্চ গুড়পক্কেভ্যঃ এবচ॥
ভুঞ্জীতোদ্ধৃত সারানি ন কদাচিন্নরেশ্বর।
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়দ্যন্যত্র জগতীপতে॥
মধ্বম্ন দধি সর্পিভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্।
অশ্নীয়াত্তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসং॥
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটু তিক্তাদিকং স্তথা।
প্রাগ্ দ্রবং পুরুষোঽশ্নন্বৈ মধ্যে চ কঠিনাশনঃ॥
পুনরন্তে দ্রবাশীতু বলারোগ্য চ মুঞ্চতি।
অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্যতোঽন্ন মকুৎসয়ন্॥
পঞ্চগ্রাসান্ মহামৌনং প্রাণাদি হিতকারণম্।
লবণং ব্যঞ্জন ঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈবচ॥
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্ত দত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥

যে প্রকার অন্ন ভোজন করিলে পাপ না হয় এবং যাহাতে বল বৃদ্ধি করে, এরূপ সুপথ্য অন্ন রত্নপানী হইয়া ভোজন করিবে। অপ্রোক্ষিত, অসংস্কৃত, পর্য্যুষিত, কুৎসিৎজনাহৃত এবং নিন্দিত অন্ন ভোজন করিবে না। "সুস্নুপ্রক্ষিত মন্ত্র" এই বলিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রথমে পঞ্চগ্রাস মহামৌনাবলম্বন পূর্ব্বক (হুঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া) প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে প্রদান পূর্ব্বক, বিস্তৃত পাত্র এবং বাগযত হইয়া ভোজন করিবে।

প্রথমে মধুর রস, মধ্যে লবণ, অম্ল, কটু, ও তিক্ত ভোজন করিবে। প্রথমে দ্রব দ্রব্য, মধ্যে কঠিন দ্রব্য এবং শেষে দ্রবদ্রব্য ভোজন করিবে। অতিরিক্ত শাক, অধিকতর সূপ ও অত্যন্ত অম্ল ভোজন করিবে না। শুচি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া ভোজন করিবে। জীবৎপিতৃক ও জীবৎমাতৃক দক্ষিণাস্য হইয়া ভোজন করিবে না। নিজ গৃহে পুত্রবান ব্যক্তি উত্তরাস্য হইয়া ভোজন করিবে না। ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চার্দ্র হইয়া ভোজন করিবে। হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মুখ এই পঞ্চধৌতকারী ব্যক্তিকে পঞ্চার্দ্র কহে। স্বজনাদির সহিত এক পঙক্তিতে ভোজন করিতে হইলে জলাদিদ্বারা পৃথক্ পঙক্তি করা উচিত; না করিলে এক পঙক্ত্যুপবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-সকলের সহিত ভোজনে এক ব্যক্তি পাত্রত্যাগ করিলে সকল-কেই ত্যাগ করিতে হয়। শেষান্ন ভোজন করিতে নাই। ব্রাহ্মণ ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে যিনি পাত্রত্যাগ করেন কিম্বা ভোজনের বিঘ্ন করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাকারীর পাপভাগী হন। দিবসে বা রাত্রিকালে একবার ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার ভোজন করিবে না। উপলিপ্ত, সম, শুচি ও লঘু আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ চতুরস্র মণ্ডল, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ মণ্ডল, বৈশ্য অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার ও শূদ্র বর্ত্তুলাকার মণ্ডল করিয়া ভোজন পাত্র রাখিবে, মণ্ডল না করিয়া যে ভোজন করে, তাহার অন্ন যক্ষাদি গ্রহণ করে।

ভগ্ন কাংস্যপাত্রে, শূদ্রাদির ভোজন দ্বারা অপরিস্কৃত পাত্রে, তাম্রপাত্রে, মলাযুক্ত পাত্রে, পলাশপত্রে কিম্বা পদ্মপত্রে গৃহী

ভোজন করিবে না। অর্কপত্রে, পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহপাত্রে, ভগ্ন-পাত্রে, হস্তে ও বস্ত্রে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিবে না।

ভোজন করিবার সময় প্রথমে বাহ্য বায়ুপঞ্চকে রেখার দ্বারা স্থান করিয়া ভূমিতে বলি প্রদান করিবে। বিদ্ধরেখার পঞ্চস্থানে " নাগায় নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ, কৃকরায় নমঃ, দেবদত্তায় নমঃ, ও ধনঞ্জয়ায় নমঃ " বলিয়া আপোশান জলগ্রহণ করিয়া " অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা " এই মন্ত্র দ্বারা গণ্ডুষ করিবে। তৎপরে অন্তর্বায়ুপঞ্চকে আহুতি দিবে। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা " ওঁ প্রাণায় স্বাহা," মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা "ওঁ অপানায় স্বাহা," কনিষ্ঠা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা "ওঁ সমানায় স্বাহা", কনিষ্ঠা, অনামা ও মধ্যমা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা " ওঁ উদানায় স্বাহা," ও পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা "ওঁ ব্যানায় স্বাহা" বলিবে।

ভোজনান্তে "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা প্রত্যা-পোশান করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যেরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বলিলেন, তাহাতে অর্থোপার্জ্জন অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু কি প্রকারে উপার্জ্জন করিবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দান করুন। আর যদি ঐরূপে পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিতে না পারে, তাহা হইলেই বা কি হয়?

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

ভরণং পোষ্য বর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গ সাধনং।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ভরেৎ॥

মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, সন্তান, দরিদ্র, আশ্রিত ব্যক্তি, অভ্যাগত অতিথি এই সকল পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিবে। পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিলে স্বর্গসাধন হয়, পীড়ন করিলে নরক প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করেন তাঁহারাই মনুষ্য।

গারুড়পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

স জীবতি বরশ্চৈকো বহুভির্য্যোপজীব্যতে।
জীবন্তো মৃতকশ্চান্যে পুরুষাঃ স্বোদরম্ভরাঃ॥

যিনি বহুব্যক্তিকে প্রতিপালন করেন, তিনিই মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকেন; আর যাঁহারা কেবল নিজের উদর পরিপূরণ করেন তাঁহাদের জীবন মরণ একই প্রকার।

মনু, ব্যাস ও বৃহস্পতি বলিয়াছেন যথা :—

বৃদ্ধৌচ মাতা পিতরৌ স্বাধ্বী ভার্য্যা সুতঃশিশু।
অপ্যকার্য্য শতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুর ব্রবীৎ॥

বৃদ্ধমাতা পিতা, স্বাধ্বীভার্য্যা, বালক ও সন্তান শত অকার্য্য করিলেও সতত ইহাদিগকে পোষণ করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! পোষ্যবর্গের সংরক্ষণ করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণগণ কি উপায়ে অর্থসংস্থান করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে?

গুরু। বৎস! শাস্ত্রকার মনীষিগণ সে বিষয়েরও নিরূপণ করিয়াছেন যথা :—

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্ কর্ম্মাণ্য গ্রজন্মনঃ॥

ষন্নংস্তু কর্ম্মনাং মধ্যে ত্রীণি কর্ম্মানি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধাচ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নিমিত্ত অবধারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি যাজন, অধ্যাপন ও অনিষিদ্ধপ্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন।

দায়ভাগে লিখিত আছে যথা :—

যাজানাধ্যাপনৈঃ ব্রাহ্মণঃ ধনমর্জ্জয়েৎ।

যাজন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ ধনার্জ্জন করিবেন।

আপৎকল্পে কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ কৃষি ও বাণিজ্যাদি দ্বারাও অর্থার্জ্জন করিতে পারে।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাতুর্বর্ণাশ্রমাগতং॥
সংপ্রবক্ষ্যামহং পূর্ব্বং পরাশরো বচো যথা।
ষট্ কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ কৃষি কর্ম্মানি কারয়েৎ॥
স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয় মর্জ্জিতৈ।
নির্ব্বপেৎপঞ্চযজ্ঞানি ক্রতু দীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ॥

পরাশর ভাষ্যে মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন যথা :—

কলৌযুগে বর্ত্তমানে সতি যাজনাধ্যাপনাদীনাং জীবনায়াসংপূর্ত্তে মানুষানাং প্রীবনায় অভ্যুদয়ায় নিঃশ্রেয়সায় চহিতঃ সুকরো যো ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃষ্যাদিঃ সোহত্র প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যতে।

কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ যাজনাধ্যাপনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, আপৎকল্পে কৃষি, বাণিজ্য ও কুষীদ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে। পরাশর বলেন, পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি ষট্ কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ নিজক্ষেত্রে ধান্যাদি উৎপন্ন করিয়া, তদ্বারা পঞ্চ যজ্ঞাদি করিবেন, এইরূপে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করিলে পাপে লিপ্ত হইবেন না। মাধবাচার্য্যও পরাশর ভাষ্যে উক্ত মতের সমর্থনা করিয়াছেন।

গৌতমমুনি বলিয়াছেন যথা :—

কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যাঞ্চাস্বয়ং কৃতং কুষীদঞ্চ॥

স্বয়ং কৃষিকার্য্য, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য করিবেন এবং অন্যের দ্বারা কুষীদ অর্থাৎ ধনবৃদ্ধিরূপ কর্ম্ম করিবেন।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন যথা :—

কুষীদ কৃষি বাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতা স্বয়ং কৃতং।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ॥
লব্ধলাভঃ পিতৃণ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভোজয়েৎ।
তে তৃপ্তাস্তস্যতং দোষং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ॥

কুষীদ, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য অন্যের দ্বারা করাইতে পারিবে, কিন্তু আপৎকালে স্বয়ং করিলেও দোষ হইবে না। লব্ধ অর্থের দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে, তাঁহারা তৃপ্ত হইলে কুষীদাদি নিমিত্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! যে যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনাতি-পাত করিয়া ব্রাহ্মণগণ দোষভাগী হন, কোন্ বস্তু দান করিলে

সেই সকল বৃত্তির অনুষ্ঠান-নিবন্ধন দোষভাগী হইতে হয় না, তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! মনু বলিয়াছেন যথা :—

বণিক কুষীদী দত্তাত্তু বস্ত্র গো কাঞ্চনাদিকং।
কৃষী বলোঽন্নপানানি যান শয্যাসনানিচ ॥
পণ্যেভো বিশকংদত্বা পশু স্বর্গাদিকং শতং।
বণিক কুষীত্ব দোষঃ স্যাৎ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনাৎ ॥
রাজ্ঞে দত্তাতু ষড়্ ভাগং দেবতানাঞ্চ বিশকং।
ত্রিংশদ্ভাগঞ্চ বিপ্রাণাং কৃষিং কৃত্বা ন দোষ ভাক্ ॥

বণিক ও কুষীদী হইলে বস্ত্র, গো ও কাঞ্চন দান করিবে। কৃষিবল হইলে, অন্ন, পানীয়দ্রব্য, আসন ও শয্যা দান করিবে। পণ্য হইতে বিংশতি অংশ দান, পশু স্বর্ণাদি ব্যবসা হইতে শতাংশ দান এবং ব্রাহ্মণের পূজা করিলে বণিক ও কুষীদী হইতে নির্দোষ হইবে। রাজাকে ষষ্ঠ ভাগ, দেবতাদিগকে বিংশতি ভাগ, ব্রাহ্মণকে ত্রিংশৎভাগ দান করিলে কৃষীজীবি দোষভাগী হইবে না। শূদ্রের দ্বিজসেবাই মুখ্য ধর্ম্ম, উহাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে বিবিধ শিল্প এবং কৃষ্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

যাজ্ঞবক্ষ্যঃ সংহিতায় লিখিত আছে যথা :—

শূদ্রস্ত দ্বিজ শুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিগভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্দিজাতি হিতমাচরণ্ ॥
বালানাং দমনঞ্চৈব বাহনঞ্চ ন শস্যতে।
পুংস্তোপঘাতনং নৈব বাহানাং কারয়েত্ততঃ ॥

বৃদ্ধং যুগ্যে ন যুঞ্জীত জীর্ণং ব্যাধিত মেবচ।
ন ষণ্ডং বাহয়েদগাঞ্চ ন গাং ভারেন পীড়য়েৎ॥

ছোট গবাদি পশুকে দমন করিবে না এবং বাহনাদি কার্য্যেও নিয়োগ করিবে না। বাহকপশু সকলের পুংস্ত্ব নষ্ট করিবে না। বৃদ্ধ, জীর্ণ ও ব্যাধিযুক্ত পশু সকলকে শকটাদিতে নিয়োগ করিবে না। ক্লীব গোকে ও গাভীকে হলাদিতে যুক্ত করিবে না ও গাভীকে ভার দ্বারা পীড়ন করিবে না।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

পাদেন তস্য পারক্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয় মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্ম ভরণং নিত্য নৈমিত্তিকং তথা॥
পাদস্যার্দ্ধার্দ্ধ মর্থস্য মূল ভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমারজ্ঞঃ পুংসশ্চার্থঃ সামস্য মৃচ্ছতি॥

উপার্জ্জিত ধনের অর্দ্ধেক দ্বারা আত্মভরণ এবং নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে। পাদ দ্বারা পারলৌকিক কর্ম্ম করিবে, তদর্দ্ধ মূলধন করিবে এবং পাদার্দ্ধকে বৃদ্ধিকার্য্যে নিয়োগ করিবে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যথা :—

যেন যস্যার্থোভুজ্যতে তেন তস্য পারি তোষিকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং॥
অর্থস্য পুরুষো দাসোহর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥

যে ব্যক্তি যাহার অর্থ ভোগ করিবে সে ব্যক্তি তাহার পরিতোষ জনক কর্ম্ম করিবে। হে মহারাজ! পুরুষগণ অর্থের দাস কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে, কৌরবগণও এই অর্থের দ্বারা বদ্ধ।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

শক্তেনা পীহশূদ্রেণ ন কার্য্যো ধন সঞ্চয়ঃ।

শূদ্রোহিধন মাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে॥

শূদ্রকে ধন সঞ্চয় করিতে দিবে না, কারণ শূদ্র ধনবান হইলে ব্রাহ্মণের পীড়া জন্মাইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি বলিলেন, শূদ্রগণ দ্বিজগণের সেবা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে, তাহাতে অপটু হইলে শিল্প-কার্য্য দ্বারা জীবনোপায় করিবে। শূদ্র কি বানিজ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে পারে না?

গুরু। বৎস! শূদ্র বাণিজ্য দ্বারাও জীবিকার্জ্জন করিতে পারে।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

বিক্রীনন্ মদ্য মাংসানি হ্যভক্ষ্যস্ত চ ভক্ষণং।

কুর্ব্বন্নগম্যাগমনং শূদ্রঃ পততি তৎক্ষণাৎ॥

কপিলাক্ষীর পানেন ব্রাহ্মণী গমনেনচ।

বেদাক্ষর বিচারেণ শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে যথা :—

বিক্রয়ং সর্ব্ব বস্তুনাং কুর্ব্বন্ শূদ্রো ন দোষ ভাক্।

মধুচর্ম্মসুরাং লাক্ষাং ত্যক্তো মাংসঞ্চ পঞ্চমং॥

মনু বলিয়াছেন যথা :—

সদ্যঃ পততি লোহেন লাক্ষয়া লবনেনচ।

ত্র্যহেন শূদ্রা ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর বিক্রয়াৎ॥

মদ্য, মাংস, অভক্ষ্য (গোমাংসাদি) ভক্ষণ, অগম্যা (ভগিন্যাদয়) গমন করিলে শূদ্র তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। কপিলা দুগ্ধপান করিলে, ব্রাহ্মণী গমন করিলে এবং বেদাক্ষর বিচার করিলে শূদ্র চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।

শূদ্র সমস্ত দ্রব্যই বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু মধু, চর্ম্ম, সুরা, লাক্ষা ও মাংস বিক্রয় করিবে না। ব্রাহ্মণ লৌহ, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করিলে সদ্যই পতিত হইবেন। দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিনে শূদ্রতা প্রাপ্ত হইবে।

নারদ বলিয়াছেন যথা :—

ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণং বর্দ্ধনং ভোগ ইতি তত্র বিধিঃ ক্রমাৎ॥

সমস্ত ক্রিয়াই ধনমূল, অর্থাৎ অর্থ না থাকিলে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না, এজন্য সর্ব্বদা অর্থার্জ্জন করিবে। অর্থের রক্ষণ, বর্দ্ধন ও ভোগ এই প্রকারে অর্থভোগের বিধি আছে।

সর্ব্বতঃ প্রতি গৃহ্ণীয়াৎ ব্রাহ্মণস্তনয়ং গতঃ।
নাধ্যাপনাদ্যাজনাদ্বা গর্হিতদ্বা প্রতিগ্রহাৎ॥
দোষা ভবতি বিপ্রানাং জলজাম্বু সমাহিতে॥

অত্যন্ত আপৎকল্পে ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্থান হইতে এমন কি অধিক গর্হিত স্থান হইতেও প্রতিগ্রহ করিতে পারিবেন।

পুত্র দারাদির ভরণ পোষণ করিতে অপটু শূদ্র, দ্বিজ-শুশ্রূষা করিতে অসমর্থ হইলে, বিবিধ শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

বিদ্যাং শিল্পং ভৃতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপনিঃ কৃষিঃ।
ধৃতি র্ভৈক্ষং কুষীদঞ্চ দশ জীবন হেতবঃ॥

বিদ্যা অর্থাৎ অধ্যয়নাদি, গারুড় বিদ্যা (অর্থাৎ শিল্প চিত্রাদি) বেতন গ্রহণ, সেবা, গোরক্ষা, বিপনি (ক্রয় বিক্রয় স্বরূপ বাণিজ্য) কৃষি, ধৃতি (অর্থাৎ ব্যবসায়োপযোগী দ্রব্যাদির রক্ষা) ভৈক্ষ (ভিক্ষা লব্ধ বস্তু) কুষীদ (বৃদ্ধি জীবিকা) এই দশ প্রকার জীবিকা। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণগণ এই সকল উপায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার নিকট অর্থাগমের উপায় শুনিলাম, এক্ষণে ভোজনান্তর গৃহী অবশিষ্ট সময় কিরূপে অতিবাহিত করিবে তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! দিবসের অবশিষ্টভাগ ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শ্রবণ অথবা অধ্যয়ন দ্বারা অতিবাহিত করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ইতিহাস পুরাণাদ্যৈঃ সপ্তমং নয়েৎ।
অষ্টমে লোক যাত্রাতু বহিঃ সন্ধ্যা ততপরং॥
সচ্ছাস্ত্রাদি বিনোদেন সন্মার্গাদবিরোধিনা।
দিনং নয়েত্ততঃ সন্ধ্যা মুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ॥

দিবসের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ভাগ সাধুগণের সহিত আলাপ এবং পুরাণাদি অধ্যয়ন করিয়া, সায়ংকালে যথাবিধি সায়ন্তনীন সন্ধ্যা উপাসনা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার নিকট গৃহস্থের দিবাবিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইয়াছি, এক্ষণে কিরূপে রাত্রিমান অতিবাহিত করিতে হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! গৃহস্থব্যক্তি রাত্রিকৃত্য যেরূপে সম্পন্ন করিবে তদ্বিষয়ে তোমাকে বলিতেছি।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

দিবোদিতানি কর্ম্মানি প্রমাদাদকৃতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

দিবাবিহিত কার্য্য যদি প্রমাদবশতঃ দিবামানে করিতে অসমর্থ হয়, তবে রাত্রির প্রথম প্রহরাভ্যন্তরে সে সকল কার্য্য করিবে।

সন্ধ্যাকালে অতিথি আগমন করিলে যথাশক্তি তাহাকে ভোজনাদি দিবে। দিবসে অতিথি বিমুখ হইলে যে পাপ হয় রাত্রিকালে তাহার অষ্টগুণ অধিক পাপ হয়। অতিথিকে ভোজন করাইয়া, পদাদি ধৌত করিয়া, গৃহীব্যক্তি দেড়প্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে; অনন্তর শয়ন করিবে। তোমাকে এক্ষণে শয়নবিধি বলিতেছি শ্রবণ কর।

স্মৃতিসন্দর্ভে লিখিত আছে যথা :—

ভাস্করা দৃষ্ট শয্যানি নিত্যাগ্নি,সলিলানিচ।
সূর্য্যাবলোকি দীপানি লক্ষ্যা বেশ্মানি ভাজনং॥

* অতিথিসৎকার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে, এই নিমিত্ত এখানে বিস্তৃত করা হইল না।

আসনং বসনং শয্যা জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ।
আত্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেষাং কদাচন॥
মাঙ্গল্যং পূর্ণ কুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে বিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈ র্গাড়ুরৈর্মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ॥
স্বগৃহে প্রাক্‌শিরাঃ শেতে আয়ুষ্যে দক্ষিণা শিরা।
প্রত্যক্ শিরা প্রবাসেতু নকদাচি হৃদক্ শিরা॥
নমস্কৃত্যাব্যয়ং বিষ্ণুং সমাধিস্থং স্বপেন্নিশি।
শূন্যালয়ে শ্মশানে চ এক বৃক্ষে চতুষ্পথে॥
মহাদেব গৃহেচাপি শর্করালোষ্ট্র পাংশুষু।
ধান্য গো বিপ্র দেবানাং গুরুনাঞ্চ তথোপরি॥
ন চাপি ভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃ স্বয়ং।
নার্দ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরান্তকঃ নাকাশে॥
ন সর্ব্বশূন্যেচ নচ চৈত্যদ্রুমে তথা॥

সূর্য্যাস্ত না হইলে শয্যা পাতন করিবে না এবং সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বেই শয্যা উত্তোলন করিবে। আসন, বস্ত্র, শয্যা, স্ত্রী, সন্তান ও কমণ্ডলু এইগুলি সর্ব্বদাই আপনার পক্ষে পবিত্র, কিন্তু পরের হইলে তাহাকে অশুচি বলিয়া জানিবে। যাঁহার আসন তিনি যদি অনুমতি করেন, তবে তাহা ব্যবহার করিতে পারা যায়। গোময়দ্বারা উপলিপ্ত, শুচি, নির্জ্জন এবং পূর্ব্বদিক ঈষৎ নিম্ন এরূপ স্থানে শয়ন করিবে। শিরোদেশে মঙ্গলজনক দ্রব্য এবং জলপূর্ণ কুম্ভ রাখিয়া, গারুড়মন্ত্র * এবং বিষ্ণুমন্ত্র *

* গরুড়স্মরণ ও বিষ্ণুস্মরণ।

দ্বারা আত্মরক্ষাপূর্ব্বক শয়ন করিবে। নিজগৃহে পূর্ব্বশির হইয়া এবং আয়ুষ্কামী দক্ষিণশির হইয়া শয়ন করিবে। প্রবাসে পশ্চিমশির হইয়া শয়ন করিবে কিন্তু উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া কখনও শয়ন করিবে না। শয়নের পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণুর স্মরণ করিবে। শূন্যালয়ে, শ্মশানে, বৃক্ষতলে, চতুষ্পথে, মহাদেব-গৃহে, কাঁকর, ধুলি বা লোষ্ট্রযুক্ত স্থানে, গোশালায়, ধান্যক্ষেত্রে, দ্বিপ্রভবনে এবং গুরুবর্গের সহিত একশয্যায়, ভগ্নশয্যায়, অশুচিশয্যায়, আর্দ্রবাস কিম্বা নগ্ন হইয়া, আবরণশূন্য স্থানে অর্থাৎ যে স্থানে শয়ন করিলে উর্দ্ধে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থানে এবং চৈত্যবৃক্ষতলে শয়ন করিবে না।

এক্ষণে তোমাকে দারোপগমন বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর।

শিষ্য। প্রভো! দারোপগমনের প্রয়োজন কি?

গুরু। বৎস! গৃহীব্যক্তির সন্তান উৎপন্ন করা কর্ত্তব্য, কারণ বংশরক্ষা এবং নামসঙ্কীর্ত্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। সন্তান না হইলে পিতৃলোক জলপিণ্ড না পাইয়া তাঁহারা দুঃখিত হন।

উপনিষদে লিখিত আছে যথা :—

> প্রজাকামঃ পিতৃনাং নোহবৈ তন্তুং বিচ্ছিন্দ্যাৎ।
> প্রযতেতাচ্ছেদায় যেনা প্রতিষ্ঠো ভবতি ॥
> তস্মাৎ প্রতিষ্ঠা কামঃ প্রজয়া প্রতিষ্ঠেতি ॥

যাহাতে সন্তান-বিচ্ছেদ না হয়, পিতৃগণ যাহাতে অসন্তুষ্ট না হন এবং নিজের অপ্রতিষ্ঠা না হয়, এজন্য গৃহী সন্তান উৎপাদনে যত্ন করিবেন। সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত ঋতুকালে যুগ্ম-

দিবসে, পঞ্চপর্ব্ব এবং চতুর্থ দিবস পরিত্যাগ করিয়া, শুচি গন্ধ-মাল্যানুলেপিত হইয়া এবং ঋতুমতী স্ত্রীকেও সেইরূপ বেশভূষা দ্বারা সজ্জীভূতা করিয়া তাহাতে অভিগমন করিবে।

ইতি তত্ত্বসংহিতায়াং গৃহস্থাশ্রমো নামো চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

উপসংহার।

বৎস! তোমাকে পূর্ব্বাধ্যায়ে গৃহীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছি। সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া মানবগণ, যথানিয়মে ঐ সকল বিধি প্রতিপালন করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া যে সকল নিয়ম মনুষ্যের জন্য নিরূপিত করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে বিশ্বপিতার আদেশলঙ্ঘনরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়; অতএব তাঁহার অনতিলঙ্ঘনীয় নিয়মসকল রক্ষা করিতে যত্নপর হইবে। সকল সংসারী ব্যক্তিই তাঁহার নিয়মানুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে। রাজা যেমন স্বকীয় রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ নিয়ম ও শাসন বিধিবদ্ধ করিয়া, বিচার ও শাসনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রতি ভিন্ন ভিন্ন আদেশ প্রদান করিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন করেন, বিশ্বনিয়ন্তাও সেইরূপ ইহজগতে মনুষ্যের উপর তাঁহার নিয়ম পরিচালনার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত অবস্থায় কালযাপন করেন। রাজা রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত সুশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিয়া সৈন্য পরিচালনের ভার সৈন্যাধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। বিবাদ বিসম্বাদ পরিহারের নিমিত্ত, দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ এবং শিষ্ট ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত বিচারালয় সংস্থাপন-পূর্ব্বক বিচারপতির হস্তে বিচারভার অর্পণ করিয়াছেন। সেইরূপ গৃহস্থব্যক্তি পুত্রাদির

শিক্ষা, তাহাদের চরিত্রগত গুণাগুণ পরীক্ষা দ্বারা এবং তাহা-দিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিবে এবং অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রমদাকে সতত সদুপদেশ প্রদান করিয়া ভগবচ্চরণে আত্মনির্ভর করিতে শিক্ষা দিবে।

যে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে "সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মোপাসনা করিবে। এই সকল বিধি দ্বারা যখন স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণের বিধি রহিয়াছে, তখন সেই অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পতিপরায়ণা রমণী কিরূপ শিক্ষিতা ও চরিত্র-বতী এবং সধর্ম্মনিরতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা প্রভৃতি সৎগুণ-বতী হওয়া প্রয়োজন, তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ। সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা প্রদান না করিলে তাহারা উন্মার্গ-গামী হইয়া নানাবিধ অনর্থ উৎপাদন করিয়া সতত দুশ্চিন্তায় নিম-জ্জিত রাখিতে পারে, তাহা হইলে সেই সকল চিন্তায় আকুল হইয়া অন্য চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম-সকল রক্ষা করিতে উপদেশ দিবে, তাহা হইলে তাহারা বিপথগামী হইবে না। যখন তাহারা তোমার যত্নে সুশিক্ষা-সম্পন্ন হইয়া দেবদ্বিজগণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং স্বধর্ম্ম-নিরত হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত এবং তাঁহার কার্য্য করিবার নিমিত্তই ইহধামে তাহাদের আগমন বুঝিতে পারিবে, তখন তুমি বানপ্রস্থাবলম্বন-পূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, একমাত্র ভগবচ্চরণে চিত্ত-নিবেশ করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সুখে কালযাপন করিবে। যাঁহারা এইরূপে সময়াতিপাত করেন, নারায়ণ

তাহাদিগকে পরামুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তগণ অন্তঃকালে তাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকাল তাঁহার দাস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাকে চিরকৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে। মনুষ্যের জীবনধারণের উদ্দেশ্যই এই, যাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন করেন, তাঁহাদের জীবনধারণ সার্থক, অন্যথা কুকুর শৃগালের ন্যায় ঐহিক জীবনের কোন মূল্য থাকে না। যাঁহারা মৃত্যুকালীন অন্যের পালনীয় কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া যান, তাঁহারাই ধন্য এবং সাধারনের শরণ্য। উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভিত সাগরবক্ষে তরণী জলমগ্ন হইলে আরোহীগণ কোনরূপে রক্ষা পাইয়া, তীরভূমিতে আগমন করিয়া অসীম বালুকারাশি দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া আত্মহারা হইয়া থাকে, সেই সময়ে যদি তাহারা বেলাভূমিতে কাহারও পদচিহ্ন দেখিতে পায়, তবে কত আনন্দ ভোগ করে এবং সেই পথে পরিচালিত হইয়া পুনরায় লোকসমাজে আগমন করিয়া সুখে অবস্থান করিতে পারে। সেইরূপ সংসার-সমুদ্র-তটে যাঁহারা পদচিহ্ন রাখিয়া যান, সংসার ভারে নিমজ্জিত মনুষ্যগণ তখন তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া গন্তব্যপথে উপনীত হয়। কিন্তু পথ খুঁজিয়া পাওয়া বড় দুষ্কর, এই নিমিত্ত শিক্ষা ও চরিত্রগঠন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা নির্ব্বিবাদে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, দৈবদুর্ব্বিপাকে কখনও পথভ্রষ্ট হইলে আবার তাঁহারা পথ খুঁজিয়া লইতে পারেন। তোমাকে গৃহস্থের সকল উপদেশ প্রদান করিলাম। এক্ষণে কিরূপে বানপ্রস্থাবলম্বন-পূর্ব্বক সমাধি দ্বারা ভগবানে আত্মসমর্পন করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

পঞ্চম স্তবকঃ।

বানপ্রস্থাশ্রম।

শিষ্য। প্রভো! পূর্ব্বাধ্যায়ে গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম, এক্ষণে পারলৌকিক উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! মানবগণ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর বৃদ্ধাবস্থায় তীর্থানুসরণ করিবে। অনন্তর পুত্রাদির পুত্র হইলে পুত্রের উপর সংসারভার ন্যস্ত করিয়া এবং পুত্রের উপর পত্নীরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া অথবা পত্নীর সহিত বানপ্রস্থাবলম্বন করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

এবং গৃহস্থাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেৎ তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলি পলিত মাত্মনঃ।
অপত্য স্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্যাবধি গৃহস্থাশ্রম পর্য্যন্ত যথানিয়মে সংসার প্রতিপালন করিয়া, স্থবির অবস্থায় সপত্নী অথবা বিপত্নীক হইয়া বনে বাস করিবে।

শিষ্য। প্রভো! বানপ্রস্থাশ্রম-অবলম্বন করিয়া কিরূপে কাল হরণ করিতে হইবে তাহার বিবরণ বলুন।

শুরু। বৎস! ভগবান মনু যেরূপে বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের নিয়ম বলিয়াছেন, তোমাকে সেই সকল বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

সন্ত্যজ্য গ্রাম মাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিঃ ক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা॥
অগ্নি হোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নি পরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃ সৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাক মূল ফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান নির্ব্বপেদ্বিধি পূর্ব্বকম্॥
বসীত চর্ম্ম চীরং বা স্নায়াৎ প্রগেতথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রু লোম নখানি চ॥
যদ্ভক্ষ্যং স্যাৎ ততো দদ্যাৎ বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
তস্মিন ফল ভিক্ষাভি রর্চ্চয়ে দাশ্রমাগতান্॥

বহু যত্নদ্বারা যে সকল শষ্য উৎপন্ন হয় এবং গ্রাম্য ব্যক্তিগণ যে আহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ও যান বাহনাদি এবং উত্তম বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, পুত্রের প্রতি ভার্য্যার রক্ষাভার অর্পণ করিয়া অথবা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিবে। তথায় প্রতিদিন হোমের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া যথাবিধি নিত্যহোম করিবে। সংযত ইন্দ্রিয় হইয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সচ্ছন্দ বনজাত শাক মূল ফল জলাদি এবং নীবারান্ন দ্বারা প্রাণধারণ করিবে। অরণ্যবাসকালে মৃগচর্ম্ম অথবা বল্কলাদি পরিধান ও জটা, শ্মশ্রু

নখাদি ধারণ করিবে। অতিথি উপস্থিত হইলে যথাসাধ্য তাহার সৎকার করিবে।

সাধ্যায়ে নিত্য যুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্র সমাহিতঃ।
দাতা নিত্য মনাদাতা সর্ব্বভূতানু কম্পকঃ॥
বৈতানিকঞ্চ জুহুয়াদগ্নি হোত্রং যথাবিধি।
দর্শ মস্কন্দয়ন্ পর্ব্ব পৌর্ণ মাসঞ্চ যোগতঃ॥
ঋক্ষেষ্ট্যাগ্রয়ণ ঞ্চৈব চাতুর্ম্মাস্যানি চা চরেৎ।
উত্তরায়ণঞ্চ ক্রমশো দক্ষিণস্যায়ন মেবচ॥
বাসন্ত শারদৈর্ম্মেধ্যৈ মুন্যন্নৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ।
পুরোডাশং শ্চরুংশ্চৈব বিধি বন্নির্ব্বপেৎ পৃথক॥

বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন করিয়া নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে, সর্ব্বভূতে দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের দুঃখমোচনে সতত যত্নপর হইবে, নিরলস হইয়া বৈতানিক হোম করিবে, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ এবং শরৎ, বসন্ত ও নবশস্য নিমিত্ত সমস্ত যজ্ঞ করিবে। পুরোডাশাদি * হোমাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! বনবাস আশ্রয় করিয়া যদি শাকমূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে কি না?

গুরু। বৎস! ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু

* পুরোডাশ শব্দে হবনীয় দ্রব্য।

প্রচুর ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ তাহা হইলে পুনরায় তাহার আসক্তি জন্মাইতে পারে। সর্ব্ব বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া পরমব্রহ্মে আত্মসমর্পন করাই যতিব্যক্তির ধর্ম্ম।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

তাপ সেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষ মাহরেৎ।
গৃহ মেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বন বাসিযু॥
গ্রামাদাহৃত্য বাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ বনে বসন্।
প্রতিগৃহ্য পুটেনৈব পানিনা শকলেন বা॥
এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চোপ নিষদীরাত্ম সংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥
ঋষিভির্ব্রাহ্মণ শৈচব গৃহস্থৈবৈর সেবিতাঃ।
বিদ্যাতপো বিবৃদ্ধ্যর্থং শরীরস্থ চ শুদ্ধয়ে॥
অপরাজিতা মাশ্রায় ব্রজেদ্দিশ মজিহ্মগঃ।
আনিপাতাচ্ছরীরস্থ যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ॥
আসাং মহর্ষি চর্য্যানাং ত্যক্তান্য তময়া তনুম্।
বীতশোক ভয়ো বিপ্রো ব্রহ্ম লোকে মহীয়তে॥
বনেষুতু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থ আয়ুষো ভাগং ত্যক্বা সঙ্গান পরিব্রজেৎ॥

মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণের নিমিত্ত ফল মূলের অসদ্ভাব হইলে, বানপ্রস্থ-ব্যক্তি ব্রাহ্মণের নিকট অথবা অন্যান্য গৃহস্থ দ্বিজাতির নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। যদ্যপি তাহারও অসম্ভব হয়, তবে গ্রামমধ্যে করপুটে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া অষ্টগ্রাস পরিমিত ভোজন করিয়া আত্মসাধনায় নিযুক্ত থাকিবে।

এইরূপে তপশ্চরণ করিতে করিতে যদি রোগাক্রান্ত হয়, তবে যতদিন দেহপতন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া যোগনিষ্ঠ-সরলপথে গমন করিয়া মহর্ষিগণানুষ্ঠেয় নদী-প্রবেশ, ভৃগুপতন* বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা বীতশোক হইয়া তনু-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। জীবনের তৃতীয়-ভাগ এইরূপে যাপন করিয়া চতুর্থভাগে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কিরূপে তপো-বৃদ্ধি করিবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। বৎস! বানপ্রস্থ-অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিমিত আহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, ঋতুভেদে বিশেষ আহার গ্রহণ করিয়া, পঞ্চতপাদির অনুষ্ঠান করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষা স্বভ্রাবকাশিকঃ।
আর্দ্র বাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ংস্তপঃ॥
উপস্পৃশংস্ত্রিষবনং পিতৄণ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহ মাত্মনঃ॥
অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নি রনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূল ফলাশনঃ॥

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে ভুবন তাপিত হইলে, অনা-

* ভৃগুপতন অর্থাৎ উচ্চদেশ হইতে পতন।

বৃতস্থানে চতুর্দ্দিকে অগ্নি রাখিয়া সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিত হইয়া পঞ্চতপা হইবে। বর্ষাকালে আবরণশূন্য স্থানে বর্ষার বারি-ধারায় অবস্থিত হইয়া তপশ্চরণ করিবে। হেমন্তকালে সর্জ্জল-বস্ত্র-পরিধান করিয়া তপস্যায় রত হইবে। ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের অর্চ্চনা করিবে এবং উগ্রতর তপস্যা দ্বারা দেহকে শোষণ করিবে। বৈখানস * বিধি অনুসারে শ্রৌতাগ্নি রক্ষা করিয়া, অগ্নি ও গৃহশূন্য হইয়া, মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক ফল মূল ভোজন করিয়া কালযাপন করিবে।

শিষ্য। প্রভো! বানপ্রস্থাবলম্বন করিবার আবশ্যকতা কি?

গুরু। বৎস! চিত্তের স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত বানপ্রস্থা-শ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! চিত্তের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য কি? চিত্ত স্বাধীন হইলে, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিপথগামী হওয়াই অধিক সম্ভাবনা। আপনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে চিত্ত সংযত করিতে বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে স্বাধীন করিতে বলিতেছেন কেন?

গুরু। বৎস! এখানে স্বাধীন শব্দের অর্থ বিষয়ান্তরের সহিতসম্বন্ধ রহিত। মনে কর যিনি সর্ব্বদা যে বিষয়কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তিনি কেবল সেই বিষয়ের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যত্নপর হন, অন্যদিকে চিত্ত সমর্পন করিতে পারেন না। তুমি যখন সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ কর, তখন যদি কেহ তোমাকে আহ্বান করে,

* বৈখানস অর্থাৎ বানপ্রস্থ।

তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও না, কারণ তোমারচিত্ত অন্য দিকে আকৃষ্ট থাকে। চিত্ত এক সময়ে দুইটী বিষয় ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তুমি যদি সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ না করিয়া উদাসীন ভাবে বসিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই শুনিতে পাও। এই নিমিত্ত বলিতেছি, চিত্তকে স্বাধীন রাখিয়া সৎপথে পরিচালিত করিলে তাহাতে নিঃসন্দেহ ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়।

বৎস! বিষয়ান্তরের সহিত চিত্তের আসক্তি রহিত করিবার আর একটী উপায় আছে। বাণপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নানাবিধ পবিত্র তীর্থসকল পরিদর্শন করিবে, তাহা হইলে তীর্থক্ষেত্রে গমন করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ হইবে এবং সর্ব্বদা সদালাপ ও ধর্ম্মচর্চ্চা এবং উপনিষদাদি পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে চিত্তের অবসন্নতা দূর হইবে এবং প্রফুল্লতা আসিবে। সৎকথার আলোচনা দ্বারা এবং সাধুসঙ্গ দ্বারা চিত্ত যেরূপ প্রসন্ন হয়, আর কোনরূপে সে প্রকার প্রসন্নতা লাভ হয় না।

সাধু সমাগম লাভ করিলে এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত একত্র থাকিলে আপনা আপনিই ঔদাসীন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন দুঃখে ক্লিষ্ট বা সুখে আহ্লাদিত হইতে হয় না। সুখদুঃখে সমান ভাব অর্থাৎ চিত্তের অবিকৃতি ভাবই চিত্তপ্রসাদের লক্ষণ।

পক্ষীসকল রাত্রিকালে বৃক্ষে অবস্থান করে, প্রভাতকালে সে স্থান হইতে অনায়াসে চলিয়া যায়, আশ্রয়ের প্রতি তাহাদের মমতা থাকে না; সেইরূপ এই দেহও কিছুই নহে, ইহা কেবল মাত্র জলবায়ুক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের সমবায় মাত্র।

কাষ্ঠাদি অগ্নিতে দগ্ধ করিলে যেমন কিছুই থাকে না, তদ্রূপ এই দেহও নষ্ট হইয়া যাইবে, অতএব ইহাতে অনাসক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য, এই চিন্তা করিয়া সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য হইতে চেষ্টা করিবে।

তোমাকে আঘাত করিলে তুমি বেদনা অনুভব কর, তোমাতে যেমন বেদনা অনুভবের কারণ আছে, সেইরূপ অন্য প্রাণীকেও আঘাত করিলে বা যন্ত্রণা দিলে সেও সেই প্রকার বেদনা বা যন্ত্রণা অনুভব করিবে, এই প্রকার অনুমান করিয়া সর্ব্বজীবের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিবে। কাহারও প্রতি দ্বেষ বা হিংসা করিও না; শত্রু বা মিত্র মনে করিয়া সদ্ব্যবহারের ন্যূনাধিক্য করিও না, কারণ ভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছেন।

কাহারও গুণে দোষারোপ করিও না এবং আত্মশ্লাঘা করিও না, কারণ উভয়ই নরকগমনের কারণ, সুতরাং সর্ব্বদা ঐ দুই বিষয় হইতে বিরত থাকিবে, কাহারও নিকট উপকার পাইব এই প্রত্যাশায় সাহায্য করিও না, তাহা হইলে তোমার উপেক্ষাবৃত্তির ব্যাঘাত হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

পুত্র দ্রব্য কলত্রেষু ত্যক্ত্যা স্নেহো নরাধিপ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্ধূত মৎসরঃ॥

পুত্র, দ্রব্য, কলত্র প্রভৃতির প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া বীতমৎসর এবং বিগতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে।

বৎস! তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেছ, সর্ব্ববিষয়ে আত্যন্তিক স্পৃহা তিরোহিত না হইলে সন্ন্যাসাশ্রমে উপনীত হইতে পারা যায় না এবং পরমব্রহ্মের উপাসনায়ও মনোনিবেশ করিতে পারা যায় না।

ইতি তত্ত্বসংহিতায়াং বানপ্রস্থাশ্রমো নামো পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ স্তবকঃ।

সন্ন্যাসাশ্রম।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের বিবরণ বলুন।

গুরু। বৎস! বানপ্রস্থাশ্রমোক্ত ধর্ম্ম যথারীতি প্রতিপালন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে। সন্ন্যাসাশ্রম মোক্ষসাধনের একমাত্র অবলম্বন। ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া এবং যথাবিধি বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন ও শক্তি অনুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষসাধনে যত্নপর হইবে, অন্যথা নরক প্রাপ্তি হয়।

বানপ্রস্থাশ্রমেই সন্ন্যাসাশ্রমের অনেক শিক্ষা হয়; উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য এই স্থানেই শিক্ষা করিতে হয়। উপেক্ষাবৃত্তি এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা লাভ না ঘটিলে সন্ন্যাসাশ্রমে উপনীত হইতে পারা যায় না।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

ঋণানি ত্রীন্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষ মিচ্ছন ব্রজত্যধঃ॥

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদ সদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ॥
যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

বানপ্রস্থধর্ম্মের অনুষ্ঠান সমাপনানন্তর যথাবিধানে অগ্নি-হোত্রাদি সমাধান পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিলে পরলোকে চিরন্তনীন উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারা যায়। দৈব, পৈত্র্য ও আর্ষ এই ত্রিবিধ ঋণাপনয়ন করিয়া মোক্ষসাধনে যত্নপর হইবে। যথাবিধানে বেদাধ্যয়ন, পরিণীতা সবর্ণাস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন এবং যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ঐ সকল ঋণ অপগত হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষসাধনের প্রয়াস করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না, অধিকন্তু নরকযন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

প্রাজাপত্যযাগ সমাপনানন্তর আত্মাতে অগ্নিসমাধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

শিষ্য। প্রভো! গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিবে?

গুরু। বৎস! গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কেবলমাত্র ধর্ম্মে অভিনিবেশ করিবে।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপ চিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থ মসহায়বান্।
সিদ্ধি মেকস্য সম্পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে॥
অনগ্নি রনিকেতঃ স্যাদ্ গ্রাম মন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসংস্থকো মুনির্ভাব সমাহিতঃ॥
কপালং বৃক্ষ মুলানি কুচেল মসাহয়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বেস্মিন্নেত নৃমুক্তস্য লক্ষণম॥

যিনি সর্ব্বভূতে সমানভাব সংস্থাপন পূর্ব্বক অতৈজস দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া, বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া, একমাত্র পরমব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনিই মুক্তপুরুষ এবং ইহাই মুক্তির লক্ষণ।

সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যথা :—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥
দৃষ্টি পূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্য পূতং বদেদ্বাচং মনঃ পূতং সমাচরেৎ॥
অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতি ক্রুধ্যেত ক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ ন বাচ মনৃতাং বদেৎ॥

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তিলিপ্সু ব্যক্তি জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিবে না। ভৃত্য যেমন প্রভুর নিদেশ পালনের

নিমিত্ত সময় অপেক্ষা করিয়া কালযাপন করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজ নিজ কর্ম্মফলে মনুষ্য ও জীবন বা মরণের অধীন হইয়া থাকে, এইরূপ চিন্তা করিয়া সময়াতিপাত করিবে। জন্ম বা মরণ মনুষ্যের অধীন নহে, ইচ্ছা করিলেই একজনের জীবন দান করিতে পারা যায় না, অথবা ইচ্ছা করিলেই কাহারও উৎপত্তি ঘটাইতে পারা যায় না, সময় প্রভাবে আপনিই জন্ম বা মরণ ঘটিয়া থাকে। পাদক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে সম্যক অবলোকন করিয়া পাদন্যাস করিবে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পদমর্দ্দিত হইয়া নষ্ট হইতে পারে। বস্ত্রদ্বারা পবিত্র অর্থাৎ ছাঁকিয়া জলপান করিবে, কারণ তোমার অসাবধানতা নিবন্ধন জলমধ্যস্থ প্রাণীগণ অকালে নষ্ট হইতে পারে। পবিত্র ও মনঃপূত বাক্য বলিবে অতিশয় বাক্য বলিবে না এবং কাহারও অপমান করিবে না। এই দেহ ধারণ করিয়া কাহারও প্রতি শত্রুতা করিবে না, তোমার প্রতি কেহ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না, ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

শিষ্য। প্রভো! সঙ্গ পরিত্যাগ বা আসক্তি তিরোহিত করিবার যে সকল উপায় বলিতেছেন, ইহাতে বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিস্তৃতভাবে আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু॥ বৎস! কামনা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কোনরূপেই মুক্তি লাভের উপায় নাই।

বৃহদারন্যক উপনিষদে লিখিত আছে যথা :—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্ত কামস্ত কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

মুক্তিকামী ব্যক্তিদিগের পক্ষে কামনা পরিত্যাগই মুক্তি-লাভের প্রধান কারণ। যাহারা বিষয়ের গুণাগুণ চিন্তা করিয়া দৃষ্টাদৃষ্ট ইষ্টবিষয়সকল প্রার্থনা করে, সেই সকল কামী ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতুভূত বিষয়ভোগের অভিলাষের সহিত জন্ম পরিগ্রহ করে। বিষয় প্রাপ্তির কারণীভূত কামনাসকল কামীপুরুষকে যে যে কর্ম্মে নিয়োজিত করে সেই কামীপুরুষ সেই সেই বিষয়ে সেই সেই কামনা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয়। যিনি পরমাত্মজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ব কামনাকে চরিতার্থ করিয়া অবিদ্যা-জনিত অপররূপাদি অপনয়ন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপ অব-লোকন করেন, তাঁহার এই শরীরেই ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি হেতু সর্ব্বকামনা লয় পায়। তাঁহার আর কোন কাগনাই থাকে না, আত্মজ্ঞানীর সর্ব্ব প্রকার কামনা বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কামনার বিনাশ হওয়াতে তাঁহার আর জন্মগ্রহণও হয় না। বল, অপ্রমাদ, তপস্যা ও সন্ন্যাস এই সকল আত্মদর্শনের প্রধান সহায়। আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্য্য না থাকিলে আত্মলাভ হয় না। যাবৎ পুত্র, কলত্র, পশু প্রভৃতি লৌকিক বিষয়ে অনুরাগ থাকে তাবৎ কোনরূপে আত্মলাভ হইতে পারে না এবং সন্ন্যাস রহিতজ্ঞান দ্বারাও আত্ম লাভ ঘটে না। যিনি আত্মলাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া পুত্রাদি-বিষয়-বিরাগ ও সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞান দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেন, সেই বিদ্বান, বিবেকী ও আত্মজ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারেন।

শিষ্য। প্রভো! যদি আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির উপায়, তবে কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহাই বলুন।

গুরু। বৎস! অবিদ্যা নষ্ট হইলেই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বা ন্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম্॥

যেমন গঙ্গাদি নদীসকল গমন করিতে করিতে সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত মিলিত হইয়া যায়, তখন আর নাম-রূপাদি কোন প্রকার ভেদ লক্ষণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা অবিদ্যাজনিত নামরূপাদি পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর পরম পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করেন যাবৎ ব্রহ্ম প্রাপ্তি না হয় তাবৎ অবিদ্যা জনিতনামরূপাদি ভেদলক্ষণ থাকে, ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইলে আর কিছুই থাকে না।

শিষ্য। প্রভো! অবিদ্যা থাকিতে কি উপায়ে পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। বৎস! উপনিষদে লিখিত আছে যথা :—

"স যো হবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যা ব্রহ্ম-বিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহ গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥

ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কোন বিঘ্নই প্রতিবন্ধক হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক নিবারিত হইয়া যায়। একমাত্র অবিদ্যাই মোক্ষের প্রতিবন্ধক বটে, কিন্তু তাহাও ব্রহ্মবিজ্ঞানে বিলয় পায়। যে ব্যক্তি "আমিই সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ" এইরূপে সেই পরব্রহ্মকে অভিন্নরূপ জানেন, তিনি কখনও অন্যগতি

প্রাপ্ত হন না, তাঁহার নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে ; দেবগণও তাঁহার ব্রহ্মপ্রাপ্তির গতি প্রতিরোধ করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ইষ্টবিয়োগনিবন্ধন কোনরূপ মানসিক সন্তাপ ভোগ করেন না এবং সর্ব্বপ্রকার শোক অতিক্রম করিয়া থাকেন, কোন প্রকার পাপ অর্থাৎ অধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানীকে অভিভূত করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি সংসার-বাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া অমৃতত্ব পাইয়া থাকেন। সূর্য্যালোকে যেমন অন্ধকার নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে আর অবিদ্যা সেখানে থাকিতে পারে না।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

ব্রহ্মতত্ব মিদং সর্ব্ব মাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
নির্বিকার মনাদ্যন্তং না বিদ্যা স্তীতি নিশ্চয়ঃ॥
যস্ত ব্রহ্মেতি শব্দেন বাচ্য বাচকয়োঃ ক্রমঃ।
তত্রাপি নান্যতাভাব মুপ দেষ্টুং ক্রমোহ্যসৌ॥
ত্বমহং জগদাশাশ্চ দ্যৌর্ভূশ্চা প্যনলাদিবা।
ব্রহ্ম মাত্র মনাদ্যন্তং নবিদ্যাস্তি মনাগপি॥
নাস্মৈবেদ ম'বদ্যেতি ভ্রম মাত্র মগং বিদুঃ।
ন বিদ্যতে যা অসত্যা কীদৃগ্গ্রাম ভবেৎ কিল॥

বিকারবিহীন আদ্যন্ত বর্জ্জিত ব্রহ্মতত্ব চিরকাল রহিয়াছে, চিরকাল ছিল এবং চিরকালই থাকিবে, সেখানে অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই, ইহা নিশ্চয় জানিও। "ব্রহ্ম" এই শব্দ মাত্রে বাচ্য-বাচকের যে ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থের উপ-

দেশ দিবার জন্য ঐ ক্রমের সৃষ্টি হয় নাই; তুমি, আমি,জগৎ, দিক-সকল, স্বর্গ, পৃথিবী,অগ্ন্যাদি এ সকলই আদ্যন্ত বিহীন ব্রহ্ম মাত্র, বাস্তবিক কোনও স্থানে অবিদ্যার বিদ্যমানতা নাই। অবিদ্যা কেবল নাম মাত্র, তত্বজ্ঞানী পণ্ডিতেরা ইহাকে ভ্রান্তিময় ও অসৎ বলিয়া জানিয়া থাকেন। যাহার বিদ্যমানতা নাই সেই অবিদ্যা কিরূপে সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে? দেখ যখন ভ্রমজ্ঞান বা অবিদ্যার উদয় হয়, তখনই জীব সৎ বস্তুকে অসৎ ও অসৎ বস্তুকে সৎ বলিয়া পরিগ্রহ করে; রজ্জুতে সর্পভ্রম অথবা সর্পে রজ্জুভ্রম, ইহা অজ্ঞানতা বা অবিদ্যার উদয় হইলেই হইয়া থাকে, কিন্তু প্রমাজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান দূরীভূত হয়। সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের ভাবনা করিলে অবিদ্যার উদয় হয় না।

শিষ্য। প্রভো! অজ্ঞানতা তিরোহিত না হইলে ব্রহ্ম জ্ঞানের সদ্ভাব হইতে পারে না। কিরূপে সেই অজ্ঞানতা নষ্ট হইতে পারে?

গুরু। বৎস! শ্রবণ কর। তোমাকে সকল কথাই বলিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যথা :—

অবিদ্যেয় ময়ং জীব ইত্যাদি কল্পনাক্রমঃ।
অপ্রবুদ্ধ প্রবোধায় কল্পিতো বাগ্মিদাম্বরৈঃ॥
অপ্রবুদ্ধং মনো যাবত্তাব দেবক্রমং বিনা।
ন প্রবোধ মুপায়াতি তদা ক্রোশ শতৈরপি॥

যুক্ত্যেব বোধয়িত্বৈষ জীব আত্মনি যোজ্যতে।
যত্ন্যক্ত্যাসাদ্যতে কার্য্যং ন তৎযত্ন শতৈরপি॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো ব্রূয়াদ্ প্রবুদ্ধস্য দুর্মতেঃ।
স করোতি সুহৃদ্বৃত্ত্যা স্থানোদুঃখ নিবেদনম॥
যুক্ত্যা প্রবোধ্যতে মূঢ়ঃ প্রাজ্ঞস্তত্ত্বেন বোধ্যতে।
মূঢ়ঃ প্রাজ্ঞত্ব মায়াতি ন যুক্ত্যা বোধনং বিনা॥

যাহারা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন অবিদ্যা বা মায়া ও জীব এই সকলের স্থায়িত্ব বলিয়া থাকে তাহাদের জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত তত্ত্বনিরূপণক্ষম পরমপণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের এই প্রকার ভ্রম বুদ্ধি থাকিবে ততদিন শত চেষ্টা করিলেও তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবে না। যুক্তিদ্বারা সংশয় অপনোদন হইলে জীবের মোহ দূরীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তখন আর এই প্রকার ভ্রম জ্ঞান থাকিবে না। মোহজালোপবৃত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন দুর্ম্মতিকে যিনি "সকলই ব্রহ্মময়" বুঝাইতে চেষ্টা করেন, তিনি শাখা-পত্রহীন বৃক্ষমূল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মনুষ্য বা কোনও প্রাণী রৌদ্রাতপে ক্লিষ্ট হইয়া শান্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়া লাভ করিতে চেষ্টা করে, যদ্যপি বৃক্ষের শাখাপত্র না থাকে, তবে সে বৃক্ষের আতপ নিবারণের ক্ষমতা থাকে না। সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিরও মোহ অপগত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মূঢ় ব্যক্তিসকল যুক্তিবলে প্রবোধিত হয়, কিন্তু প্রাজ্ঞব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানসাহায্যে প্রবোধিত হইয়া থাকে, আত্মবোধ ব্যতিরেকে কেবল যুক্তিবলে মূঢ়লোক প্রাজ্ঞ হয় না।

শিষ্য। প্রভো! অবিদ্যা কি?

গুরু। বৎস! যাহা হইতে জীব কষ্ট অনুভব করে এবং অনাত্মবস্তুকে আত্মবস্তু বলিয়া পরিগ্রহ করে তাহাকেই অবিদ্যা বলে।

ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যথা:—

"অনিত্যা শুচি দুঃখানাত্মসু নিত্য শুচি সুখাত্ম খ্যাতিরবিদ্যা। অতস্মিং স্তদ্‌বুদ্ধি রবিদ্যেতি সামান্য লক্ষণং। অনিত্যাদিষু নিত্যাদি বুদ্ধিরিতি॥"

যাহা অবাস্তবিক তাহাকে বাস্তবিক মনে করা অবিদ্যা। অবিদ্যা শব্দে মোহ, অনাত্মনি পদার্থে আত্মাভিমান, ইহাই অবিদ্যা। যাহা অনিত্য (অর্থাৎ অস্থির, যাহার সত্ব থাকে না) তাহাতে নিত্য বুদ্ধি, যাহা অশুচি বা অপবিত্র তাহাতে পবিত্র বুদ্ধি, যাহাতে বাস্তবিক দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহাতে সুখানুভব করা এবং অনাত্ম পদার্থে আত্মবুদ্ধি ইহাই অবিদ্যা। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ নশ্বর, ইহা থাকিবে না, কিন্তু আমরা ইহাকে থাকিবে এই মনে করিয়া ইহার উপর অত্যন্ত মমতাপন্ন হই। সুতরাং শারীরিক ব্যাধি হইলে বা কোন স্থানে ক্ষত হইলে নানাবিধি কষ্ট অনুভব করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই। এই দেহ শোনিত মজ্জা পুঁষ প্রভৃতি অশুচি পদার্থ দ্বারা পরিপূরিত, আমরা কিন্তু ইহাকে অত্যন্ত শুচি বলিয়া মনে করি। ইহা আমার, অপরের নহে, এই প্রকার বৃথা অভিমান প্রকাশ করিয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার যাতনা অনুভব করি। রমণী-দেহ বাস্তবিক অসুন্দর, কিন্তু আমরা তাহাকে অতি সুন্দর বলিয়া সর্ব্বদা তাহার ভোগা-

ভিলাষ করিতে বাঞ্ছা করি। যাহা দ্বারা এই সকল অবাস্তব বিষয়ে বাস্তব বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাকেই অবিদ্যা বলা যায়। এই অবিদ্যা হইতে আমরা রাগ দুঃখ ঈর্ষা দ্বেষ অনুভব করিয়া থাকি। অবিদ্যা হইতে কিরূপে রাগ ও দুঃখাদির উদ্ভব হয় তাহা বলিতেছি।

ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যথা :—

সুখানুশায়ী রাগঃ।

একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিলে পুনরায় তাহা দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে। অমুক বড় সুন্দর, অমুক রমণী বড় সুন্দরী, মনে মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইলে তাহাকে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। এইরূপ ইচ্ছা-বিশেষকে তৃষ্ণা কহে, কেন না রমণীর সহবাসে ক্ষণিক সুখের আস্বাদন করিয়াছ (এই সুখ বৈকারিক, যথার্থ নহে তাহা বুঝিতে হইবে) সুতরাং তাহার পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি নানা প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিবে। ইহাকেই রাগ বা আসক্তি কহে। যদি তুমি উক্ত রমণী বা দ্রব্য না পাও, তবে তোমার মনে মনে কষ্ট হইবে এবং দ্বেষও হইবে। কিরূপে ইহা হইতে দ্বেষ হয় তাহা বলিতেছি।

ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যথা :—

দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ।

দুঃখের অনুশয় বা অনুবৃত্তির নাম দ্বেষ, সুখের ন্যায় দুঃখেরও অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। কারণ কোন প্রকার কুখাদ্য ভোজন করিয়া বা কুদৃশ্য দেখিয়া যদি কষ্ট অনুভব কর, তবে তোমার সেই কুদ্রব্য বা কুদৃশ্য ভোজন করিতে বা দেখিতে ইচ্ছা হইবে না।

কোন কারণে যদি তদ্বিধ পদার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হয়, সাধ্যানুসারে তুমি তাহার প্রতিঘাতের নিমিত্ত যত্ন করিবে, এই প্রকার অনিচ্ছা-বিশেষকে দ্বেষ বলা যাইতে পারে। ক্রোধ হিংসা প্রতারণা এগুলিও দ্বেষের নামান্তর মাত্র, সুতরাং দ্বেষ থাকিতে মনুষ্য কোন প্রকারে অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বা যোগী হইতে পারে না। কারণ উক্তবিধ দ্বেষ চিত্তে বদ্ধমূল হইলে জীব অভিনিবেশের বাধ্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! অভিনিবেশ কি?

গুরু। বৎস! মনুষ্য মরিতে চায় না, মরণের কথা বলিলে সে ভীত এবং ক্রুদ্ধ হয়। কেন ক্রুদ্ধ হয়? মরণে যন্ত্রণা আছে, কষ্ট আছে, অথচ মরিয়া মানুষ ফিরিয়া আসে কি না সে বিষয়ে মহান্ সন্দেহ আছে,অথবা মৃত্যুকালে যে যন্ত্রণা হয় তাহা সে বলিতেও পারে না। তবে মরণে দুঃখ হয় কি সুখ হয় এবিষয় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; ফলতঃ যখন মরণে ভয় হয় তখন দুঃখই হয় ইহা অনুভব করিতে হইবে। এই প্রকার দুর্নিরীক্ষ্য-প্রবৃত্তি বিশেষের নাম অভিনিবেশ।

ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যথা :—

স্বরস বাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।

একবার দুঃখ হইলে সেই দুঃখ আর যাহাতে না হয় বা সেইরূপ দুঃখের হস্তে পুনরায় পতিত হইতে না হয়, এই প্রকার প্রবৃত্তির নামই অভিনিবেশ।

প্রাণীমাত্রেই কোন না কোন বিষয়ের প্রতি সর্ব্বদা আসক্তি-

যুক্ত হইয়া থাকে, কেহ ধনের প্রতি, কেহ স্ত্রীর প্রতি, কেহ পুত্রের প্রতি অথবা অন্য যে কোন পদার্থের প্রতি মমতাপন্ন হইয়া থাকে এবং আমার ধন, আমার পুত্র বা আমার স্ত্রী এই প্রকার বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং উক্ত ধন বা পুত্রাদির যাহাতে নাশ না হয় তদ্বিষয়ে বহুতর যত্ন করিয়া থাকে, ইহাও অভিনিবেশ শব্দ প্রতিপাদ্য। ইহা দ্বারাই আমরা পূর্ব্বজন্ম অনুভব করিয়া থাকি। যদি বল কেমন করিয়া পূর্ব্বজন্ম আছে ইহা বিশ্বাস করিব? তাহার উত্তরে এই বলি যে অনুমান। কারণ সকলেই বলে "সুখং মে ভূযাৎ দুঃখং মা ভূঃ" অর্থাৎ আমার দুঃখ না হউক, সুখ হউক। মরণে দুঃখ আছে, সুতরাং মরণে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্বজন্মে না মরিলে বা মরণের যন্ত্রণা অনুভব না করিলে পুনরায় মরিতে আপনাআপনিই ত্রাস হয় না। মরণে যদি দুঃখ না থাকিত তাহা হইলে মরণে অবশ্যই ভয় হইত না। মনুষ্য একবার ব্যতীত দুইবার মরে না, ইহজন্মে সে মরে নাই কিন্তু মরণের ভয় পায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে পূর্ব্বজন্ম আছে, অতএব ইহাও অভিনিবেশ প্রতিপাদ্য।

এই সকল ক্লেশ ক্রিয়া দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, নষ্ট অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মাকারে থাকে। কোন পদার্থ সূক্ষ্মাকারে থাকিলে তাহাতে কষ্ট হয় না। সূর্য্যকিরণ স্বচ্ছ এবং অতি সূক্ষ্ম পদার্থ সুতরাং তাহাতে দগ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু যদি সেই সূর্য্যকিরণ ঘন বা কেন্দ্রীভূত হয়, তবে তাহাতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, যেমন সূর্য্যকান্ত মণির দ্বারা সূর্য্যকিরণ

কেন্দ্রীভূত করিয়া তন্নিম্নে তৃণাদি দিলে তাহা পুড়িয়া যায়, সেই কিরণ যদি কেন্দ্রীভূত না হইয়া সূক্ষ্মাকারে থাকে তাহা হইলে তাহাতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ক্লেশও যদি অতি সূক্ষ্মাকারে থাকে তবে তাহাতে যন্ত্রনা হয় না।

শিষ্য। প্রভো! কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানে ঐ সকল ক্লেশ হয় না, এক্ষণে তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরে নিরতিশয় বিশ্বাস স্থাপন করিলে জীব কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না।

মনু বলিয়াছেন যথা :—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রনিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ও ঈশ্বর প্রণিধান এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের নাম ক্রিয়াযোগ।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠানের নাম তপস্যা। ঈশ্বরের প্রতীতি জন্মাইতে পারে এইরূপ শব্দের সর্ব্বদা অনুধ্যান (অর্থস্মরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্মরণ বা জপ) এবং বৈদিক গ্রন্থ ও উপনিষদাদি অর্থসহকারে পুনঃ পুনঃ পঠন করার নাম স্বাধ্যায়। ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করাই ঈশ্বর প্রণিধান।

ঈশ্বর কি এবং তাহার বাচক শব্দই বা কি এবং কি প্রকারে সেই বাচক শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলে তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ করিতে পারা যায় তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

মনে কর তুমি এক ব্যক্তিকে ডাকিবে, কিন্তু তুমি তাহার নাম অর্থাৎ বাচক শব্দ জান না, সুতরাং তুমি বারম্বার তাহাকে ওহে ওহে বলিয়া যদি ডাক, তবে সে তোমার কথায় কর্ণপাত

করিবে না, কিন্তু তুমি যদি তাহাকে রাম বা শ্যাম ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আহ্বান কর, তবে সে তোমার কথায় উত্তর দিবে। অতএব ঐ প্রকার রাম বা শ্যাম শব্দই তাহার বাচক শব্দ।

কোন স্থানে অনেক পশু আছে,তোমাকে কেহ বলিল গোরু আনয়ন কর, তুমি কিন্তু গোরু কি তাহা জান না, সুতরাং গোরুর পরিবর্ত্তে মহিষ বা মৃগ আনয়ন করিতে পার; প্রশ্নকারী ব্যক্তি তোমার আনিত মহিষ বা মৃগকে দেখিয়া বলিল, এত গোরু নহে, ইহা মহিষ বা মৃগ। এই কথায় তুমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে "মহাশয় গোরু কাহাকে বলে"? তোমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন ;" গলকম্বলাদি বিশিষ্ট মত্বই গোত্ব" অর্থাৎ যে পশুর গলদেশে অধিক মাংস ঝুলিয়া থাকে তাহার নাম গোরু। তখন তুমি অনায়াসে গোরু কি তাহা বুঝিতে পারিবে, কারণ গোরুর গলদেশে যেরূপ মাংস থাকে মহিষ, মৃগ বা অশ্ব প্রভৃতির গলদেশে সেরূপ মাংস থাকে না। সুতরাং যে শব্দের দ্বারা যাহার প্রতীতি হয়, সেই শব্দই তাহার বাচক শব্দ বা সংজ্ঞা। সেইরূপ ঈশ্বরেরও বাচক শব্দ আছে, তাঁহাকে সেই বাচক শব্দ দ্বারা অভিহিত করিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলে তিনি নিশ্চয়ই আসিয়া উপস্থিত হন।

শিষ্য। প্রভো! ঈশ্বরের সেই বাচক শব্দ কি?

গুরু। বৎস! প্রণবই ঈশ্বরের বাচক শব্দ।

প্রণব প্রভৃতি শব্দ যে ঈশ্বরের বাচক, শাস্ত্রে তাহার ভুরি-ভুরি প্রমাণ আছে।

শিষ্য। প্রভো। গো শব্দ দ্বারা যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি

বুঝিতে পারিলাম গোরু কি, সেইরূপ প্রণব শব্দ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে তাহার প্রমাণ কি ?

গুরু। বৎস! তুমি রাম বা শ্যামকে রামের বা শ্যামের বাচক শব্দের দ্বারা একবার বা দুইবার ডাকিয়া উত্তর পাইয়া থাক, তুমি যদি সেইরূপে ঈশ্বরকে ঈশ্বরের বাচক শব্দ দ্বারা ডাকিতে পার, তাহা হইলে তুমিও ঈশ্বরের উত্তর পাইবে। তাহার প্রমাণ অনুমান এবং শাস্ত্র। ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ঈশ্বরকে ডাকিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই তাহার প্রমাণ। এসম্বন্ধে তোমাকে একটী উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর।

এক পল্লীর প্রান্তদেশে এক দুঃখিনী রমণী বাস করিতেন, অতিকষ্টে ভিক্ষার দ্বারা তিনি দিনপাত করিতেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল, পুত্রটীর নাম জটিল। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জটিলের মাতা তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইতে মনস্থ করিয়া তাঁহার বাসস্থানের কিঞ্চিৎ দূরে গুরুগৃহে রাখিয়া আসিলেন। জটিলের মাতার গৃহ হইতে পাঠশালায় যাইতে হইলে মধ্যপথে একটী বনভূমি অতিক্রম করিতে হয়। জটিল বনভূমি অতিক্রম করিতে পাছে ভয় পায়, এই জন্য জটিলের মাতা জটিলকে বলিলেন, "বৎস! এই বন অতিক্রম করিতে তুমি ভয় পাইও না, কারণ এই বনের ধারে তোমার দীনবন্ধু দাদা আছেন। তোমার কোনরূপ ভয় হইলে, তুমি দীনবন্ধু দাদাকে ডাকিলেই তিনি আসিয়া তোমার ভয় দূর করিয়া দিবেন।" দৈব দুর্বিপাকে একদিন জটিল বনভূমির মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইলে সহসা এক অস্বাভাবিক বিকট বেশধারী পিশাচ তাহার সম্মুখে আসিয়া

উপস্থিত হইল। জটিল তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং অনতিবিলম্বে দীনবন্ধুদাদার বিষয় তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল, তখন জটিল ভয়ে বিহ্বল হইয়া একাগ্রচিত্তে "দীনবন্ধুদাদা," "দীনবন্ধুদাদা,"বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। অনাথবন্ধু ভগবান তখনই জটিলের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। জটিল মাতৃদত্ত উপদেশ অনুসারে একাগ্রমনে ঐ বাচক শব্দ দ্বারা ডাকিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। সেইরূপ পণ্ডিতগণ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত ঈশ্বরের বাচক শব্দ নির্দ্দেশ করেন যথা :—

তস্য বাচক প্রণবঃ।

ভগবানের বাচক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁকার, এই ওঁকারের ধ্যান করাই তাঁহার উপাসনা। যোগী ব্যক্তি এই প্রণবের ধ্যান করিয়া থাকেন এবং ইহার দ্বারাই তাঁহারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন।

একবার মাত্র প্রণব উচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ হয় না, ভক্তিপূর্ব্বক এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যদি যোগোপদেশ দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস করা যায়, তবে উক্ত প্রণব মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বর উপস্থিত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! যোগ কাহাকে বলে?

গুরু। বৎস! লৌকিক বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায় দ্রব্যান্তরের সহিত দ্রব্যান্তরের একীকরণ ইহাই যোগ, ফলতঃ শাস্ত্রেও ইহাকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; তবে এই সকল যোগ বৈকারিক, ইহা দ্বারা অন্তর্জগতের বা মনোজগতের কোনও

উন্নতি লাভ হয় না। রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যেমন বাহ্য জগতের উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ অন্তর্জগতের উন্নতি করিতে হইলে মনের যোগ সাধনা করিতে হয়।

ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যথা :—

যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।

চিত্তের বৃত্তি সকলকে নিরোধ করাই যোগ। চিত্তের বৃত্তি অনেক বা অসংখ্য, কারণ চিত্ত কখনই নিরবলম্বন থাকে না, কোন না কোন বিষয় সর্ব্বদাই চিত্তে থাকে। শাস্ত্রকারগণ চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য হইলেও তাঁহারা ঐ সকলকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্ত অর্থাৎ চিত্ত যখন কোন বিষয়ে স্থির থাকে না, ইহা নহে উহা, উহা নহে ইহা, এটী ভাল নহে উটী ভাল, এই প্রকার নানাবিষয়ে ন্যস্ত এবং তাহা হইতে পৃথকীকৃত হয়, তখন তাহাকে চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা কহে।

মূঢ় অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া রজ ও তমো গুণাক্রান্ত কার্য্যে যখন চিত্ত নিযুক্ত বা নিদ্রাতন্দ্রাদির বশীভূত হয়, তখন তাহাকে চিত্তের মূঢ়াবস্থা কহে।

বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ কোন এক বিষয়ে ক্ষণিক আসক্তি বা নিবেশ থাকার নাম বিক্ষিপ্তাবস্থা।

একাগ্র অর্থাৎ বাহ্য পদার্থের বা অন্য কোন পদার্থের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাতে আসক্তি থাকাই একাগ্রাবস্থা।

ঐ সকল বৃত্তি হইতে একবারে নিরোধ প্রাপ্ত হইয়া অব-

স্পন্দনশূন্য হইলেই তাহাকে নিরুদ্ধ বৃত্তি বলে, এই নিরুদ্ধ বৃত্তিই যোগের প্রধান কারণ।

অভ্যাস দ্বারা যখন এই নিরুদ্ধ বৃত্তি লাভ করিলে চিত্ত নির্ম্মল হয় (শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়) তখন চিত্ত তোমার করায়ত্ত হয়। সেই সময়ে তুমি তাহাকে যে দিকে নিক্ষেপ করিবে সেই দিকেই ধাবিত হইবে।

স্ফটিক যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, যে কোন পদার্থের নিকটে তাহাকে রক্ষা করিবে, সে তখন সেই বস্তুর রঙ গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ স্ফটিকের কোন রঙ নাই। সেইরূপ বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া যদি প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, তবে সেই চিত্তে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন।

শিষ্য। প্রভো! চিত্ত নির্ম্মল ও একাগ্র হইলেই যে ঈশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে, ইহার প্রমাণ কি?

গুরু। বৎস! কাচপোকা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে আরস্নুলা ভয়ে অভিভূত হইয়া যেরূপ তদাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিত্ত যখন যে বিষয়ে অভিভূত থাকে, তখন সে সেই বিষয় প্রাপ্ত হয়।

"কামাদ্ গোপ্যা ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়োযুয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

গোপীগণ কামভাবে, কংশাদি শত্রু ভাবে, শিশুপালাদি দ্বেষ হেতু, বৃষ্ণিবংশীয়েরা সম্বন্ধ হেতু এবং মনুষ্যগণ ভক্তি বশতঃ ঈশ্বরকে পাইয়া থাকে।

যিনি যে ভাবেই ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করেন, একান্ত একাগ্রতা সংস্থাপন না করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

বৎস! যোগীগণ এইরূপ যোগের বিষয় নির্ণয় করিয়াছেন। শাস্ত্রে সপ্তদশ প্রকার যোগের বিষয় নির্ণীত আছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করে, তাহাই একমাত্র নির্ব্বাণ মুক্তির কারণ এবং তাহাই জীবের একমাত্র সাধনার বিষয়।

শিষ্য। প্রভো! জীবাত্মা ও পরমাত্মা কি?

গুরু। বৎস! আত্মা যখন সোপাধি হয়েন, অর্থাৎ সুখ দুঃখ ইত্যাদি গুণাক্রান্ত হন, তখন তাঁহাকে জীবাত্মা বলা যায়, উক্ত প্রকার উপাধি শূন্য বা নিরুপাধি হইলে তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়।

ন্যায়দর্শনে লিখিত আছে যথা :—

বুদ্ধ্যাদি ষটকং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মা ধর্ম্মৌ গুণা এতে অত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন এই ছয়টী, সংখ্যা পরিমিতি, পৃথক্ত, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটী ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশ প্রকার আত্মার গুণ। জীবাত্মা এই সকল গুণাক্রান্ত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অনুভব করেন; যখন এইরূপ সুখ দুঃখাদির অনুভব হয় তখন তাঁহাকে জীবাত্মা বলা যায়।

যখন ঐ সকল গুণাক্রান্ত না হয়েন, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই অনুভব করেন না এবং সচ্চিদানন্দ নির্ম্মল

সৎ স্বরূপ বর্ত্তমান থাকেন তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়। এই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্মিলন হইলে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। প্রভো! আত্মা স্বীকার করি কেন? চিত্তই সর্ব্ব বিষয়ের আধার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ আমরা চিত্তে অনুভব করি সুতরাং আত্মার স্বীকারের আবশ্যকতা কি?

গুরু। বৎস! তাহা বলিতে পার না। লৌকিক প্রয়োগে দেখিতে পাওয়া যায়, তুমি যাহা কর, সেই সকল কর্ম্ম তোমার অধীন, অর্থাৎ কর্ত্তার অধীন।

রথ অচেতন পদার্থ, কিন্তু রথের গতি দেখিতে পাওয়া যায়, রথের গতি দেখিয়া যেমন সারথির অনুমান করিতে হয়, তদ্রূপ চিত্তের কার্য্য দেখিয়া চিত্তাধিষ্ঠিত কর্ত্তা বা আত্মার অনুমান করিতে হয়। মন অতি ক্ষুদ্র পদার্থ, ইহার কর্ত্তৃত্ব নাই সুতরাং তুমি যাহা কর বা করিবে, মনে তাহার বোধ হয় মাত্র, কিন্তু কার্য্যে তাহা প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি দিবার কর্ত্তা তোমার আত্মা। সুখ দুঃখ যাহা কিছু, তোমার মন তাহা উপভোগ করে না, সে সকল তোমার আত্মাই অনুভব করে।

ন্যায়দর্শনে লিখিত আছে যথা:—

মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদাভবেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষ বিশেষ গুণ যোগতঃ॥
প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ং রথ গত্যেব সারথিঃ।
অহঙ্কারস্যাশ্রয়োঽয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ॥

মন জ্ঞানের অধ্যক্ষ নহে, ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয় অর্থাৎ গুণ-বিশেষের সংযোগাধীন অহঙ্কার মাত্রের আশ্রয় এবং মনের গোচর আত্মাই

সুখ দুঃখের অনুভব কর্ত্তা এবং তিনিই প্রেরক।

যদি বল প্রকৃতি বশতঃ এই শরীরই ইহার কারণ, তাহাও বলিতে পার না, কারণ :—

শরীরস্থ ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।

মৃত শরীরও হস্তপদাদি বিশিষ্ট, কিন্তু কোন প্রকার কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে না এবং ঐ মৃত শরীরে সুখ দুঃখের অনুভব আছে ইহাও বোধ হয় না; কারণ তখন তাহার চৈতন্য থাকে না। সুতরাং তোমাকে আত্মা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! প্রাণায়াম কাহাকে কহে?

গুরু। বৎস! প্রাণ ও অপান বায়ুর একীকরণ বা ইহাদের সম্মিলনের নাম প্রাণায়াম।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য নামক গ্রন্থে উক্ত আছে যথা :—

প্রাণাপান সমাযোগঃ প্রাণায়াম ইতীরিতঃ॥
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তারেচ পূরক কুম্ভকৈঃ॥
বর্ণত্রয়াত্মিকাহ্যেতে রেচ পূরক কুম্ভকাঃ।
য এব প্রণবঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামাশ্চ তন্ময়ঃ॥

বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ এবং অন্তর্ম্মধ্যে নিরোধ ও তদ্বায়ুকে পুনর্ব্বার পরিত্যাগ করাই প্রাণায়াম। এই প্রকার আকর্ষণ, রোধন ও বিকর্ষণ ক্রিয়াকে যথাক্রমে পূরক, কুম্ভক ও রেচক কহে। ইহারা পরস্পর তিনটী বর্ণাত্মক, ঐ বর্ণত্রয়কে প্রণব কহে। সুতরাং প্রাণায়াম প্রণবময়।

শিষ্য। প্রভো! কিরূপে এই প্রাণায়াম সাধন করিতে হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! ইতিপূর্ব্বে ভগবান যোগীযাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে যেরূপে প্রাণায়াম করিতে উপদেশ প্রদান করেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা:—

ইড়য়া বায়ু মারোপ্য পূরোয়িত্বোদরস্থিতং।
শনৈঃ ষোড়শভির্মাত্রৈরকারং তত্র সংস্মরেৎ॥
ধারয়েৎ পূরিতং পশ্চাচ্চতুঃ ষষ্ঠ্যাচ মাত্রয়া।
উকার মূর্ত্তিমত্রাপি সংস্মরণ্ প্রণবং জপেৎ॥
যাবদ্বা শক্যতে তাবৎ ধারণং জপ সংযুতং।
পূরিতং রেচয়েৎ প্রাণং বাহ্যানিলান্বিতং॥
শনৈঃ পিঙ্গলয়া গার্গি দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া পুনঃ।
প্রাণায়ামো ভবে দেবং পুনশ্চৈবং সমভ্যসেৎ॥
ততঃ পিঙ্গলয়া পূর্য্য মাত্রৈঃ ষোড়শভিস্তথা।
মকার মূর্ত্তি মত্রাপি সংস্মরণ্ সুসমাহিতঃ॥
পূরিতং ধারয়েৎ প্রাণং প্রণবং বিংশতিদ্বয়ং।
জপেদত্র স্মরণ্ মূর্ত্তিং মকারাখ্যং মহেশ্বরং॥
যাবদ্বা শক্যতে পশ্চাৎ রেচয়ে দিড়য়া নিলং।
এবমেনং পুনঃ কুর্য্যাদিড়য়া পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে॥

প্রথমতঃ ইড়া নাড়ী দ্বারা বহিঃস্থিত বায়ুকে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির দ্বারা বাম নাসিকা ধরিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক ষোড়শ বার "অকার" মূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক প্রণব মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে উক্ত বায়ুকে উদরস্থ করিবে। অনন্তর "উকার" মূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক উভয় নাসিকা ধরিয়া চতুঃষষ্ঠি-

বার প্রণব মন্ত্র জপ করিতে করিতে ঐ পূরিত বায়ুকে প্রতিরোধ করিবে, অথবা যতক্ষণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ততক্ষণ বায়ু প্রতিরোধ করিবে। অনন্তর অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসিকা ধরিয়া দক্ষিণ নাসিকাপথে দ্বাত্রিংশৎবার " মকার " মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে করিতে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ঐ বায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের বায়ুর সহিত সম্মিলিত করিবে। আবার পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসাপথে " অকার " মূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক প্রণব মন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক উদর পূর্ণ করিবে এবং সমাহিত চিত্ত হইয়া উভয় নাসিকা চাপিয়া " উকার " মূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার প্রণব জপ করিতে করিতে বায়ু অবরোধ করিবে এবং বাম নাসাপথে " মকার " মূর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশবার প্রণব জপ করিতে করিতে বায়ু ত্যাগ করিবে। আবার সুষুম্না নাড়ী দ্বারা এই প্রকার অনুষ্ঠান করিবে, ইহাকেই প্রাণায়াম কহে।

বাহির হইতে বায়ু আকর্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করার নাম পূরক, জল পরিপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় উদর মধ্যে বায়ুরোধ করার নাম কুম্ভক এবং উদর হইতে বায়ু নিঃসরণ করার নাম রেচক। প্রাণায়াম অভ্যাসকালে স্বেদ নির্গম হওয়া প্রাণায়ামের প্রথম লক্ষণ, শরীরে কম্পন উপস্থিত হইলে উহা মধ্যম লক্ষণ এবং যদি শরীর উত্থিত হয় তবে তাহাকে উত্তম লক্ষণ কহে। যে পর্য্যন্ত উত্তম লক্ষণ না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে।

প্রাণায়ামের উত্তম লক্ষণ উপস্থিত হইলে মনুষ্য যে প্রকার বিমল আনন্দ অনুভব করে, আর কোন প্রকারে সেইরূপ আনন্দ লাভ হয় না।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

প্রাণোলয়তি তেনৈব দেহস্থাস্তস্ততোধিকঃ।
দেহশ্চোত্তিষ্ঠতে তেন কৃতাসন পরিগ্রহঃ॥
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসকৌ তস্য ন বিদ্যতে কথঞ্চন।
দেহে যদাপি তৌ স্যাতাং স্বাভাবিক গুণাবুভৌ॥
তথাপি নশ্যতস্তেন প্রাণায়ামোত্তমেন হিঃ।
তয়োর্নাশে সমর্থঃ স্যাৎ কর্ত্তুং কেবল কুম্ভকং॥
রেচকং পূরকং মুক্ত্বা সুখং যদ্বায়ু ধারণং।
প্রাণায়ামোঽয় মিত্যুক্তঃ সবৈ কেবল কুম্ভক॥
রেচ্য চাপূর্য্য যঃ কুর্য্যাৎ সবৈ সহিত কুম্ভকঃ।
সহিতং কেবলঞ্চাপি কুম্ভকং নিত্য মভ্যসেৎ॥
যাবৎ কেবল সিদ্ধিঃ স্যাৎ সহিতং তাবদভ্যসেৎ।
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচ পূরক বর্জ্জিতে॥
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
মনো লয়ত্বং লভতে পলিতাদি বিনশ্যতি॥
মুক্তেরয়ং মহামার্গো মকারাখ্যোঽন্তরাত্মনঃ।
নাদশ্চোৎ পাদয়ত্যেষ কুম্ভক প্রাণ সংযমঃ॥

নিশ্বাস প্রশ্বাস দেহের সাধারণ ধর্ম্ম, যতক্ষণ মনুষ্য বা কোন প্রাণী বাঁচিয়া থাকে ততক্ষণ অবিশ্রান্ত তাহার দেহে শ্বাস

প্রশ্বাসের কার্য্য হইতে থাকে, এই শ্বাসকার্য্য বন্ধ হইলেই মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারায় যদি শ্বাস ক্রিয়াকে রোধ করা যায় এবং শরীরেই যদি তাহাকে লীন হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সমস্ত ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মনুষ্য দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে। তাহার শরীরে কখন জরা প্রবেশ করিতে পারে না। শরীর মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ অবরোধ করিতে হইলে কেবল কুম্ভক অভ্যাস করিতে হয়। রেচক ও পূরক ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র বায়ু ধারণ করার নাম কেবল-কুম্ভক, রেচক ও পূরক সহিত যে কুম্ভক তাহাকে সহিত-কুম্ভক বলে। প্রত্যহ সহিত ও কেবল কুম্ভকের অভ্যাস করিতে হয়। যতদিন কেবল-কুম্ভক অভ্যস্ত না হয়, ততদিন সহিত-কুম্ভক ত্যাগ করিতে নাই। রেচক ও পূরক বিহীন কুম্ভকে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে সে ব্যক্তির পক্ষে ত্রিভুবনে কিছুই দুর্ল্লভ হয় না। এই কুম্ভক মুক্তিলাভের প্রধান কারণ। যেহেতু প্রাণবায়ুকে দেহমধ্যে নিরুদ্ধ রাখার নামই প্রাণসংযম। প্রণায়াম ব্যতীত প্রাণবায়ুকে দেহ মধ্যে অন্য কোনরূপে প্রতিরোধ করিতে পারা যায় না।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

শরীরং তাব দেবং হি ষণ্ণবত্যঙ্গুলাত্মকং।
বিদ্ধ্যেতৎ সর্ব্ব জন্তুনাং স্বাঙ্গুলীভিরিতি প্রিয়ে ॥
শরীরা দধিকঃ প্রাণো দ্বাদশাঙ্গুল মানতাঃ।
চতুর্দ্দশাঙ্গুলং কেচিদ্বদন্তি মুনি পুঙ্গবাঃ ॥

দ্বাদশাঙ্গুল মেবেতি বদন্তি জ্ঞানিনো নরাঃ।
আত্মস্থ মনিলং বিদ্বানাত্মস্থে নৈব বহ্নিনা॥
যোগাভ্যাসেন যঃ কুর্য্যাৎ সমং বা ন্যূন মেববা।
স নরঃ ব্রহ্ম বিচ্ছ্রেষ্ঠঃ স পূজ্যশ্চ নরোত্তমঃ॥

যোগীগণ বলিয়া থাকেন, সকল প্রাণীর দেহের পরিমাণ তাহাদের স্ব স্ব অঙ্গুলির ৯৬ ছিয়ানব্বই অঙ্গুলি মাত্র, ভৌতিক দেহ হইতে প্রাণবায়ু দ্বাদশাঙ্গুলি অধিক এবং ঐ দ্বাদশ অঙ্গুলিও শরীরমানের অন্তর্গত। নিশ্বাস পরিত্যাগ কালে প্রাণবায়ু নাসিকাগ্র হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি বাহিরে আগমন করিয়া থাকে। যিনি যোগাভ্যাস দ্বারা ঐ বর্দ্ধিত বায়ুকে সঙ্কোচ করিতে পারেন, তিনিই প্রাণসংযম করিতে পারেন।

শিষ্য। প্রভো! এই বায়ু শরীরের কোন স্থানে থাকে এবং কিরূপে ইহার উৎপত্তি হয় তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ বলিয়াছেন, তোমাকে তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর।

পদাদি জানুপর্য্যন্তং পৃথ্বী স্থানং প্রকীর্ত্তিতং।
আজান্বোঃ পায়ু পর্য্যন্ত মপাং স্থানং প্রকীর্ত্তিতং॥
অপায়োর্হৃদয়ান্তঞ্চ বহ্নি স্থানং প্রকীর্ত্তিতং।
আহৃন্মধ্যান্ ভ্রুবোর্মধ্যং যাদব বায়ু কুলং স্মৃতং॥
আভ্রু মধ্যাৎ তু মূর্দ্ধান্তমাকাশ মিতি চোচ্যতে।
পৃথিব্যাং ধারয়েদ্ গার্গি ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিণং॥
বিষ্ণু মপ্স্বনলে রুদ্রমীশ্বরং বায়ু মণ্ডলে।
সদাশিবং তথাব্যোম্নি ধারয়েৎ সুসমাহিতঃ॥

পৃথিব্যাং বায়ু মাস্থায় ল কারেণ সমন্বিতং।
ধ্যায়েৎ চতুর্ভুজাকারং ব্রহ্মাণং সৃষ্টি কারণং॥
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকাঃ সর্ব্বরোগৈঃ প্রমুচ্যতে।
পৃথিব্যাং বায়ু মারোপ্য পৃথিব্যা জয় মাপ্নুয়াৎ॥
বারুণে বায়ুমারোপ্য বকারেণ সমন্বিতং।
স্মরেন্নারায়ণং সৌম্যং চতুর্ব্বাহুং শুচি স্মিতং॥
শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং পীতবাসঃ সমন্বিতং।
ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকাঃ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ধারণা অভ্যাস করিবে। শরীরের পাদদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত ক্ষিতি স্থান, জানু হইতে পায়ু পর্য্যন্ত জলের স্থান, পায়ু হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত অগ্নিস্থান, হৃদয় হইতে ভ্রূদেশ পর্য্যন্ত বায়ুর স্থান, ভ্রূ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আকাশস্থান। ক্ষিতি স্থানে ব্রহ্মার ধারণা করিবে, জলস্থানে বিষ্ণু, অগ্নিস্থানে রুদ্র, বায়ুস্থানে ঈশ্বর এবং আকাশস্থানে সদাশিবকে ধ্যান করিবে। তাৎপর্য্য এই, স্থূল পদার্থ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম পদার্থের ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে। "লং" এই মন্ত্র দ্বারা পৃথ্বীস্থানে সৃষ্টিকারণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতেছেন এই প্রকার ধারণা করিয়া পৃথ্বীস্থানে বায়ু ধারণ করিতে অভ্যাস করিবে। তাহাতে সিদ্ধ হইলে জলস্থানে "বং" এই মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক চতুর্ব্বাহু শুদ্ধ স্ফটিক-সঙ্কাশ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন এই প্রকার ধারণা করিতে অভ্যাস করিবে। ক্ষিতি অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম ইহা স্থির রাখিবে।

এদিকেও ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে বায়ু ধারণ করিতে অভ্যাস হইতেছে ইহাও সহজে অনুভব হইবে। এই স্থানে বায়ু ধারণ করিতে সিদ্ধিলাভ হইলে অগ্নিস্থানে “ রং ” এই মন্ত্র দ্বারা বায়ু রোধ করিতে শিখিবে। তাৎপর্য্য এই যে এই সকল তত্ত্বে সিদ্ধি লাভ হইলে আর ভৌতিক পদার্থের প্রতি মমতা থাকিবে না। সুতরাং ভৌতিক উপাদানে নির্ম্মিত এই দেহের প্রতিও মমতা থাকিবে না। অগ্নিস্থানে বায়ুরোধ অভ্যাস হইলে, আকাশস্থানে বায়ুরোধ করিতে অভ্যাস করিবে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যথা :—

ত্র্যক্ষঞ্চ বরদং রুদ্রং তরুণাদিত্য সন্নিভং।
ভস্মোজ্জলিত সর্ব্বাঙ্গং সু প্রসন্ন মনু স্মরেৎ॥
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকা বহ্নিনাসৌ ন দহ্যতে।
মারুতং মরুতং স্থানং য কারেণ সমন্বিতং॥
ধারয়েৎ পঞ্চঘটিকা বায়ুবদ্ব্যোমগো ভবেৎ।
আকাশে বায়ুমারোপ্য হকারোপরি শঙ্করং॥
বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সদাশিবং।
শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাশং বালেন্দু ধৃত মৌলিনং॥
পঞ্চ বক্ত্র যুতং সৌম্যং দশবাহুং ত্রিলোচনং।
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং সর্ব্বাভরণ ভূষিতং॥
উমার্দ্ধদেহং বরদং সর্ব্ব কারণ কারণং।
চিন্তয়েৎ মনসা নিত্যংমুহূর্ত্তমপি ধারয়েৎ॥

বায়ুকে স্বস্থানে ধারণ করিয়া পঞ্চঘটীকাকাল "যং" এই মন্ত্র ধ্যান করিলে মরুৎস্থান জয় করিতে পারা যায়। তখন বিমানচারীর ন্যায় "খ" পথে যথেচ্ছ বিচরণ করা যায়। অনন্তর আকাশে বায়ু আরোপিত করিয়া "হ" কার বীজ—সমস্ত মঙ্গলের আধার, নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চমুখ, দশবাহু উমা যাঁহার শরীরের অর্দ্ধাংশ, বালচন্দ্রপরিশোভিত মহাদেবকে সতত চিন্তা করিতে করিতে তাহাতেই বায়ু প্রতিরোধ করিবে। বৎস! ব্রহ্মাদি পৃথ্বীতত্ত্বে সৃষ্টি করিতেছেন, এই প্রকার চিন্তা করিবে। ইহা প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কার্য্য সকলকে কারণের সন্নিধানে আনিতে হইতেছে, পরিশেষে সমস্ত কার্য্য ধ্বংস করিয়া একমাত্র কারণ নির্ম্মল-স্ফটিক-সঙ্কাশ সদাশিব বা পরম ব্রহ্মে লীন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কার্য্য ও কারণ একাধার করিয়া কারণে মিলিত করাই অর্থাৎ কোনও প্রকার আসক্তি না রাখাই মুক্তি। তুমিও এই প্রকারে সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মূলকারণে মিলিত হইতে পারিলেই পরামুক্তি পাইবে।

স্বর্গভোগ মুক্তি নহে, কারণ স্বর্গ হইতে চ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তি কামনা করেন তাঁহারা স্বর্গের কামনা করেন না। স্বর্গ প্রাপ্তি মুক্তি নহে, ইহা কেবল ভোগ মাত্র। যুধিষ্ঠিরাদি সশরীরে স্বর্গ-গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহলোকে ইহাও প্রসিদ্ধ আছে যে মিথ্যাকথা বলায় পাপহেতু যুধিষ্ঠিরেরও স্বর্গ হইতে চ্যুতি হইয়াছিল। অতএব স্বর্গভোগ মুক্তি নহে।

মুক্তি শব্দে সর্ব্বপ্রকার আসক্তিশূন্য হইয়া পরমেশ্বরের সাযুজ্য প্রাপ্তি, অর্থাৎ তাহা হইলে জীবকে পুনরায় সংসারে কর্ম্মফলের নিমিত্ত প্রত্যাবর্ত্তন বা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

ইতি তত্ত্বসংহিতায়াং সন্ন্যাসাশ্রমোনাম ষষ্ঠ স্তবকঃ সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।